বড়দিনের বাণী – ২০২৩

পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন, প্রভু যিশুর জন্মদিন। তবে এই মুহূর্তে যখন আমি বাণী লিখছি তখন বড়দিন আসার এখনও অনেক দিন বাকী – ক্যালেণ্ডারের তারিখ আসার দিক থেকে এবং তার চাইতেও বেশী বড়দিনের তাৎপর্য বাস্তব হওয়ার দিক থেকে বাকী। বড়দিনের আগমন এখনও পূর্ণভাবে হয়নি – এটা খুবই সত্য, অবাক এবং হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। বড়দিনের সবচাইতে বড়ো সত্য হলোঃ ঈশ্বর মানুষের মধ্যে বাস করতে আসেন তাঁর পুত্র যিশুর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে। একদিকে মানুষের মাঝে ঈশ্বর এসে গেছেন, তিনি বাস করছেন, বড়দিন বাস্তব। তবে এই সত্যটা আমাদের মাঝে এখনও পূর্ণভাবে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। তাই আমরা বড়দিনের আগমনের অপেক্ষায় থাকি। আর সেই জন্যই তো বড়দিনের পূর্বে চারটি সপ্তাহের একটা আগমনকাল রয়েছে – যা হচ্ছে প্রতীক্ষার কাল, প্রস্তুতির কাল, প্রত্যাশার কাল।

উপরের চিন্তা নিয়ে আমি সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। তোমাদের সকলের জীবনে, পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে, বিশ্বের প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে প্রভু যিশু আসুক – এই হল আমার শুভ কামনা ও প্রার্থনা।

আমাদের দেশে জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে প্রভু যিশুর আগমন – বড়দিন একান্ত প্রয়োজন। প্রভু যিশু আসুন, সকল মানুষের জীবনে ও অন্তরে তিনি বাস করতে আসুন। দেশের সকল সংঘাত ও সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, অবিশ্বাস ও অনাস্থা, শঙ্কা ও ভীতির মধ্যে মানবদেহধারী যিশু নিয়ে আসুন শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব, মঙ্গল ও কল্যাণবোধ এবং ঈশ্বরের প্রতি ও প্রতিবেশী মানুষের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা। ঈশ্বর নিজেই যেন সেই যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে পারেন যারা দেশের জনগণকে তাঁর পথে পরিচালনা দিতে পারবেন।

আগামী বছর, ২০২৪ খ্রি. পাদ্রীশিবপুর প্যারিশ প্রতিষ্ঠার ২৬০তম বার্ষিকী। এই বড়দিনে ভাবতে পারি, আমাদের মাঝে মণ্ডলীর মিশনারিদের মাধ্যমে যিশুর আগমন ঘটেছে এবং বড়দিনের চিহ্ন স্বরূপ পাদ্রীশিবপুরের শ্রীমন্ত তটে গড়ে উঠেছে একটি খ্রিস্টীয় জনপদ। পাদ্রীশিবপুর শুধু নিজেই বড়দিনের নিদর্শন নয়, পাদ্রীশিবপুর যুগ যুগ ধরে ঘোষণা করেছে বড়দিন ও তাঁর বাণী।

উক্ত বার্ষিকী উপলক্ষে "পাদ্রীশিবপুর"-এর ওপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে বিগত জুলাই মাস থেকে। ইতিমধ্যে এই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় অনেকে সম্পৃক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। গ্রন্থটি রচনার জন্য যে-সমস্ত প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার জন্য "শ্রীমন্ত-তটে"র পাঠক-পাঠিকাদের মাধ্যমে সবার নিকট প্রার্থনা ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রম হোক ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের নববর্ষ ব্যাপী আমাদের বিশেষ প্রয়াস, সাধনা ও আধ্যাত্মিকতা।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি সকলকে জানাই বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে আমার প্রাণঢালা প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রভু যিশুর আশীর্বাদান্তে,

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ।
বড়দিন – ২০২৩ খ্রি.

২৪শে নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স)-এর আজ সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে গিয়ে খুবই স্বাভাবিক চেতনায় আমরা অতীতের দিকে ফিরে তাকাচ্ছি, তার ইতিবৃত্ত অবলোকন করে বর্তমানের পর্যালোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি। কোন একটি প্রতিষ্ঠানের জয়ন্তী উৎসব করতে গিয়ে আদি ও গোড়ার দিকে দৃষ্টি ও মনোযোগ করা খুবই একটি মহৎ অনুভূতির প্রকাশ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই জন্ম নিল বাংলাদেশ কাথলিক চার্চের কর্তৃপক্ষীয় সম্মিলনী যার নাম "বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী" (সিবিবিস)। স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের পরপরই আমরা পালন করলাম সিবিসিবি-এর সুবর্ণ জয়ন্তী।

বাংলাদেশ কাথলিক চার্চের বিশপ সম্মিলনীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত **কারিতাস বাংলাদেশ**, কাথলিক চার্চের সামাজিক উন্নয়ন ও সেবার একটি প্রাণের সংগঠন যার কর্মপরিধি কাথলিক চার্চের চাইতেও বৃহৎ, বাংলাদেশ জুড়ে তার অবস্থান এবং কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীটাও ছিল তেমনি – সকল মানুষকে নিয়ে উৎসব।

কারিতাস বাংলাদেশের তিনটি অঙ্গ-সংগঠন রূপান্তরিত হয়ে পরবর্তীতে গঠিত ট্রাস্টের দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল। ইতোমধ্যে "কারিতাস ডেভেলাপমেন্ট ইনস্টিউট" এবং "কোর দ্য জুট ওয়ার্কস" তাদের নিজস্ব সুবর্ণ জুবিলী পালন করেছে আর এবারে "মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স)-এর সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। এই উৎসবে শুভেচ্ছা বাণী দেওয়া সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।

জাতীয় শিক্ষানীতি – ২০১০ অনুসারে যে নীতি ও বিষয় গুলো মট্স এর ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে তা হল: জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে "মানবিক ভ্রাতৃত্ব" গঠনে শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের অগ্রাধিকার, শিক্ষার্থীদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন বিশেষ ব্যবস্থা, আত্মকর্মসংস্থান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, সৃজনমুখী, এবং প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক শিক্ষা, ইত্যাদি।

মট্স বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন থেকে বাংলাদেশ গড়া ও জাতীয় বিনির্মাণে অতূলনীয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এর জন্য জাতি এবং তার সাথে বাংলাদেশের কাথলিক চার্চ মট্স-এর জন্য গর্বিত। তার অবদানের জন্য আমরা সবাই সাধুবাদ জানাই, প্রশংসা করি, অভিন্দন জানাই; সম্পৃক্ত সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ, ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সদস্য, অতীতের সকল অনুদাতা, সরকারি সকল অফিসকর্মীবৃন্দদের জানাই অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

আজ বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ ও কারিতাস বাংলাদেশ সত্যিই পরম করুণাময়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে পারে নির্দ্বিধায়।

আজকে মট্স-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে আমার প্রাণের স্বপ্ন এই প্রতিষ্ঠানটি একদিন ঢাকার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয়ে খুবই উচ্চমানের ডিগ্রি প্রদান করতে সক্ষম হবে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

অবসরপ্রাপ্ত ঢাকার আর্চবিশপ

১৭ই নভেম্বর, ২০২৩

ঢাকা আর্চবিশপ ভবনের শততম বর্ষপূর্তিতে
বাংলাদেশ মণ্ডলীর কতকগুলো স্মরণীয় মাইলফলক
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

১. ঢাকায় আর্চবিশপ ভবন নির্মাণ একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর মধ্যে নিহিত আছে অতীত ইতিহাসের প্রকাশ ও ভবিষ্যৎ ভাবনা ও পরিকল্পনার উন্মুক্ত দিগন্ত। এ কারণেই ভবনটি নির্মাণের শততম বর্ষপূর্তি পালন যথাযথ। এই শতবর্ষ পূর্তি-উৎসবটি আয়োজকদের কাছে শুধু একটি নির্মিত ভবনের বিষয় নয়। তাদের প্রেরিত ধারণাপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, উক্ত ঘটনাটি ঘিরে ঢাকা আর্চডাইয়োসের ঐতিহ্যগত ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ, স্থাপনা-স্থাপত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অবদান, ইত্যাদি তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন লেখক-লেখিকাকে আহ্বান করা হয়েছে। এই চিন্তার পেক্ষাপটেই আমার কিছু তথ্য-সম্বলিত ও প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস পাচ্ছি।

২. বাংলাদেশে (অতীতে বেঙ্গল/পূর্ববঙ্গ/পূর্বপাকিস্তান নামে অভিহিত) ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে, দিয়াঙ-এ পর্তুগিজ খ্রিস্টানদের প্রথম আগমন, বসতি ও ঘাটি স্থাপন হয়। এই শুরু করে দীর্ঘ একটি যাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে মণ্ডলীর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেকগুলো স্মরণীয় মাইলফলক রয়েছে। আর্চবিশপ ভবন নির্মাণ মণ্ডলীর প্রশাসনিক একটি মাইলফলক এবং আরও কয়েকটি মাইলফলক আছে তা খুবই প্রাসঙ্গিক এবং সেগুলো মণ্ডলীর ইতিহাসকে আরও স্পষ্ট করে তুলবে।

৩. ভারতে পর্তুগীজদের আগমনের পর থেকে প্রশাসনিকভাবে পর্তুগাল রাজ্যের শাসকমহল ও পোপের মধ্যে সম্পাদিত "পাদ্রোয়াদো" চুক্তি অনুসারে মণ্ডলীর বাণীপ্রচারের কাজ চলতে থাকে। চুক্তি অনুসারে মিশনারী পাঠানো, মিশন এলাকা নির্ধারণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পর্তুগীজদের হাতে ন্যস্ত ছিল। বেঙ্গল-মিশন প্রথমে গোয়া ডাইয়োসিস ও কোচিন ডাইয়োসিসের অধীনস্ত ছিল এবং পরবর্তীতে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মাইলাপুর ডাইয়োসিসের অধীনে অবস্থান করে। এই সময় থেকে আগষ্টিনিয়ান ধর্মসংঘের যাজকগণ দীর্ঘকাল বেঙ্গল-এলাকায় বাণীপ্রচার করেছেন এবং তাদের পাশাপাশী প্রথমদিকে ডমিনিকান, ফ্রান্সিসকান এবং জেসুইট মিশনারিগণ বাণীপ্রচারের কাজ ও পালকীয় দায়িত্ব পালন করতেন। পূর্ববঙ্গে তাদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে চট্টগ্রাম/দিয়াঙ, চান্দেকান (ঈশ্বরীপুর/যশোর), বাকলা ও পাদ্রীশিবপুর (বরিশাল), ভুলুয়া (নোয়াখালি), ভাওয়াল, হাসনাবাদ, শ্রীপুর, ঢাকা শহর, প্রভৃতি এলাকায়।

৪. বঙ্গে অবস্থিত মণ্ডলীর আরেকটি মাইলফলক হল ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল পোপের বিশ্বাস-বিস্তার সংস্থার আওতাধীন "ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব বেঙ্গল" নামে প্রশাসনিক একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তার ১১ বছর পর ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে "ভিকারিয়েট অব ইস্টার্ন বেঙ্গল" প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পূর্ববঙ্গে "পাদ্রোয়াদো" ব্যবস্থায় থাকা সকল বাণীপ্রচার-কেন্দ্র "ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব ইস্টার্ন বেঙ্গল" প্রতিষ্ঠানের আওতায় চলে যায়। এর ব্যতিক্রম হিসেবে নাগরী, পাদ্রীশিবপুর ও হাসনাবাদ "পাদ্রোয়াদো" ব্যবস্থাপনায় মাইলাপুর ডাইয়োসিসের অধীনেই থেকে যায়। ফলে পূর্ববঙ্গে অবস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায় কিছু কালের জন্য দেখা যায় দ্বৈত প্রশাসন, ভুল-বোঝাবুঝি এবং কিছুটা টানাপোড়েনের অবস্থা।

৫. এখানে আরেকটি সত্য উল্লেখ না করলেই নয়; "ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব বেঙ্গল"-এর আওতাধীন বাণীপ্রচারের আরেকটি ধারা পশ্চিমবঙ্গে সমসাময়িক ভাবে চলতে থাকে এবং যা "ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব ইস্টার্ন বেঙ্গল"-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। "ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব বেঙ্গল"-এর অধীনে থেকে বাংলাদেশে অবস্থিত দিনাজপুর এলাকা, রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় পিমে, জেভেরিয়ান ও সালেসিয়ান মিশনারীগণ বাণীপ্রচার করে মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। তারা কিন্তু সরাসরি চট্টগ্রাম ও ঢাকা কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত ছিলনা। এ কথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

৬. "ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব ইস্টার্ন বেঙ্গল"-এর প্রথম ধর্মপাল ছিলেন বিশপ টমাস অলিফ, এস.জে। তাঁর ধর্মাসন ছিল চট্টগ্রাম যেখান থেকে তিনি ভিকারিটের দায়িত্ব পালন করেছেন ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। যদিও ভিকারিয়েটের আসন ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা স্থানান্তরিত হয় তথাপি, ঢাকা ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভিকারিয়েটে কর্মরত মিশনারীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল চট্টগ্রাম। এই সময়ে বেনেডিক্টিন

ধর্মসংঘের কয়েকজন ফাদার ভিকারিয়েটে কাজ করতেন। বেনেডিক্টিন সংঘের সর্বশেষ ধর্মপাল ছিলেন বিশপ এডোয়ার্ড বালসিয়েপের, ও.এস.বি. যিনি চট্টগ্রামে বাস করতেন।

৭. পূর্ববঙ্গে পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম আগমন ঘটে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের মিলে ৮জনার প্রথম একটি মিশনারি দল নৌকাযোগে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে বাণী প্রচারের জন্য চট্টগ্রাম শহরে ও ঢাকা লক্ষীবাজারে বাস করতে থাকেন। ঐ সময়ে অনেক মিশনারিদের মৃত্যু ঘটে এবং মিশনারিদের স্বল্পতার সংকট গভীরভাবে অনুভব হয় যার কারণে সাময়িকভাবে পবিত্র ক্রুশ সংঘের বেঙ্গল-মিশন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে আবার পবিত্র ক্রুশ সংঘের মিশনারিগণ পূর্ববঙ্গে ফিরে আসেন।

৮. পূর্ববঙ্গের মণ্ডলীর যাত্রাপথে আরেকটি বিরাট মাইলফলক হল ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ। উক্ত তারিখে পোপের বিশ্বাস-বিস্তার সংস্থা "ভিকারিয়েট অ্যাপস্টলিক অব ইস্টার্ন বেঙ্গল"-কে উন্নীত করে কোলকাতার মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিসের সাথে সংযুক্ত রেখে, ঢাকা-কে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাইয়োসিস রূপে প্রতিষ্ঠা করে। নতুন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ডাইয়োসিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তৎকালীন ঢাকা ও চট্টগ্রামের এলাকা। ঢাকা ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠার পর ডাইয়োসিসের প্রশাসক রূপে ফাদার গ্রেগরী দ্য গ্রুট, ও.এস.বি-কে নিয়োগ করা হয়।

৯. ঢাকা ডাইয়োসিসের প্রথম বিশপরূপে অভিষিক্ত হন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বিশপ আগষ্টিন লুয়াজ, সিএসসি (১৮৯১-১৮৯৪); পবিত্র ক্রুশ সংঘের হাতে নতুন ডাইয়োসিসের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়। লক্ষীবাজার তখন ছিল পবিত্র ক্রুশ সংঘের কেন্দ্রীয় স্থান এবং বিশপ হাউজ হিসেবে ব্যবহার করে বিশপগণ ওখানেই বাস করতে থাকেন। বিশপ পিটার যোসেফ হার্থ, সিএসসি (১৮৯৪-১৯০৯), বিশপ ফ্রান্সিস ফ্রেডেরিক লিনেবর্ন, সিএসসি (১৯০৯-১৯১৫) এবং বিশপ যোসেফ আরমাণ্ড ল্য গ্রাঁ, সিএসসি (১৫১৫-১৯২৯) লক্ষীবাজার বিশপ হাউজে বাস করেছেন। বিশপ পিটার হার্থ, সিএসসি, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষীবাজারে কাথিড্রাল গির্জা নির্মাণ করেন এবং "হলি ক্রস কাথিড্রাল" নামকরণ করে তা আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করেন।

১০. নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ডাইয়োসিসের দায়িত্বভার পবিত্র ক্রুশ সংঘের হাতের ন্যস্ত করা হলেও, ডাইয়োসিস পরিচালনার সূচনা-লগ্ন থেকে ঢাকা ডাইয়োসিসকে স্থানীয় মণ্ডলী রূপে গড়ে তোলার ভাবনা ও পরিকল্পনা বিশপদের মধ্যে কাজ করেছে। সেই পরিকল্পনার কিছু ইঙ্গিত আমরা পাই নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশাসনিক মাইলফলকের মধ্যে:

- বিশপ পিটার হার্থ, রোমের নির্দেশে স্থানীয় যাজক গঠনের জন্য বিশপ হাউজে দুজন সেমিনারিয়ান নিয়ে একটি সেমিনারি শুর করেন। পরবর্তীতে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরাতে ক্ষুদ্র পুষ্প মাইনর সেমিনারি প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- বিশপ পিটার হার্থ, বর্তমান হাই কোর্ট-এর চত্তরে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেছিলেন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত জমির বদলে পরবর্তীতে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রমনায় জনৈক জনাব নাসিরুদ্দিনের কাছ থেকে এক খণ্ড জমি পেতে সরকার সাহায্য করেন। এই জায়গার উপরেই পরবর্তীতে বিশপ-ভবন নির্মাণ করা হয়।
- ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার বিশপই ছিলেন পবিত্র ক্রুশ সংঘের সুপিরিয়র। এ ব্যবস্থা স্থানীয় মণ্ডলী গঠনে সহায়ক হবে না বলে বিবেচনা করে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় পবিত্র ক্রুশ সংঘের চ্যাপ্টারের সিদ্ধান্ত অনুসারে, সংঘের সুপিরিয়র হিসেবে একজন ফাদারকে নিয়োগ দান করা হয় এবং পৃথকভাবে অন্যত্র বিশপভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
- বিশপ পিটার হার্থ-এর ক্রয় করা জায়গায়, বর্তমান আর্চবিশপ প্রাঙ্গণে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বিশপভবন নির্মিত হয়। ডাইয়োসিসের তৃতীয় বিশপ, আরমাণ্ড ল্য গ্রাঁ, সিএসসি এই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যে রমনার বিশপভবনে বাস করতে শুরু করেন। এই ঘটনা স্মরণ করে আজ বিশপভবন নির্মাণের শতবর্ষপূতি পালন করা হচ্ছে।
- ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষীবাজারের গৃহটি পবিত্র ক্রুশ সংঘের বাসগৃহ হিসেবে তাদের হাতে অর্পণ করা হয়।
- ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে অধ্যাবধি, বিশপভবন এবং পরবর্তীতে আর্চবিশপ ভবনে, বিশপ ও আর্চবিশপগণ বাস করতে থাকেন এবং ভবনটিকে ঘিরে ও তার চত্তরে নির্মিত হয় পর্যায়ক্রমে কাথিড্রাল গির্জা, ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের বাসস্থান, সেমিনারি, প্যারিশ ও পালপুরোহিতের বাসকক্ষ ও কার্যালয়, আর্চডাইয়োসিসের পালকীয় সেন্টার, ডাইয়োসিসান কার্যালয় এবং অবসরপ্রাপ্ত ফাদারদের জন্য যাজক-ভবন।

১১. বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য আরেকটি মাইলফলক হল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ডাইয়োসিস থেকে পৃথক করে পোপ মহোদয় চট্টগ্রামকে একটি নতুন ডাইয়োসিস রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয় তৎকালীন বৃহত্তর ঢাকা ও ময়মনসিংহ; এবং চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও শিলচর (আসাম,

ভারত) এবং প্রোম (মিয়ানমার)। ঢাকা ডাইয়োসিসকে আমেরিকান পবিত্র ক্রুশ সংঘের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয় এবং চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসকে কানাডীয় পবিত্র ক্রুশ সংঘের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। একই বছর পূর্ববঙ্গের দিনাজপুর এলাকাকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ডাইয়োসিস রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর ডাইয়োসিস কলকাতার মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিসের সাফ্রাগান হিসেবে যুক্ত থাকে।

১২. ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পরবর্তীতে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় কর্তৃক ঢাকা ডাইয়োসিস মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিস রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার সাথে সাফ্রাগান ডাইয়োসিস হিসেবে সংযুক্ত থাকে: চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও খুলনা (যশোর) ডাইয়োসিস। আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার, সিএসসি হলেন ঢাকার প্রথম আর্চবিশপ এবং বিশপভবন তখন থেকে আর্চবিশপভবন হিসেবে অভিহিত হতে থাকে।

১৩. এটা সর্বজন বিদিত যে, পবিত্র ক্রুশ সংঘের বিশপদের এবং আর্চবিশপদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল স্থানীয় মণ্ডলী গঠন করা এবং যারা পবিত্র ক্রুশ সংঘে যাজক হতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তাদেরকে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হবার জন্য প্রেরণা, এমন কি নির্দেশও দেওয়া হত। তাই দেখা যায় যে, ঢাকা থেকে বেশ কয়েকজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হওয়ার পর, নবিশেয়েট করে পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে যিনি ছিলেন ঢাকা আর্চডাইয়োসিস তথা গোটা বঙ্গের প্রথম বাঙালি বিশপ এবং ঢাকার প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ, তিনি হচ্ছেন আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলি, সিএসসি, যিনি এখন ধন্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের সেবক হিসেবে অভিহিত। ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ফাদার মাইকেল রোজারিও, প্রথমে দিনাজপুরের বিশপ ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনিই ঢাকার আর্চবিশপ রূপে মনোনীত হন।

১৪. মণ্ডলীর প্রশাসনিক কাঠামোর মাইলফলকের বিবরণে ইতি টানার পূর্বে অবশ্যই স্মরণ করতে হয় আরও কয়েকটি ঘটনা যা হল: ঢাকা ডাইয়োসিস থেকে পৃথক করে ময়মনসিংহ (১৯৮৭ খ্রি.) এবং সিলেট (১৯১১ খ্রি.) ডাইয়োসিস স্থাপন করা হয়; দিনাজপুর থেকে রাজশাহী ডাইয়োসিসের জন্ম (১৯৯০ খ্রি) এবং চট্টগ্রাম থেকে বরিশাল (২০১৫ খ্রি.) ডাইয়োসিস এবং ভারত ও মিয়ানমারে আরও তিনটি ডাইয়োসিসের জন্ম হয়।

১৫. উপসংহারে বলতে চাই যে, মণ্ডলীতে সকল ব্যক্তি, স্থাপনা ও সেবাকাজের মধ্যে সবসময়ই দুটো দিক থাকে: মানবিক ও ঐশ্বরিক। মণ্ডলীর মস্তক যিশুর বেলাও তাই ছিল এবং তাঁর থেকেই এই দুটো দিকের প্রাপ্তি। এই দুটো দিক কোন সময় পৃথক করে দেখা ঠিক নয়। খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের মধ্যেও আছে মানবিক ও ঐশ্বরিক দুটো দিক; দীক্ষাস্নানের ফলে আমরা যারা মানব-সন্তান তারা হয়েছি ঈশ্বরের সন্তান। এই দুটো সত্তার মধ্যে ভিন্নতা আছে কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নেই, পার্থক্য আছে কিন্তু অনৈক্য নেই; আমরা যারা খ্রিস্টান আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র মানবিকতা বা জাগতিকতাই নেই, আমাদের মধ্যে আছে ঐশ্বরিক অথবা ঈশ্বরীয় দিক। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বিশপভবনটি যখন আশীর্বাদ করা হয়েছিল সেই দিন থেকে এই ভবনটি কোন জাগতিক ইমারত বা অট্টালিকা হিসেবে গণ্য করা হয় নি; আশীর্বাদ অনুষ্ঠান যেন দীক্ষাস্নানের অনুষ্ঠান। যাকিছু জাগতিক তা আশীর্বাদের ফলে হয়ে উঠেছে ধর্মীয়, ঐশ্বরিকতার নিদর্শন। তাই আর্চবিশপভবন শুধু বিল্ডিং নয়, ধর্মীয় ভবন, ধর্মীয় নামকরণ করে "আর্চবিশপ ভবন" করা হয়েছে। আমাদে কাছে আর্চবিশপভবন যেন অভিষিক্ত সেবাকারীর ভবন, মেষপালকের বাসগৃহ, তাঁর সহকর্মী যাজকদের গৃহ, সেবার কার্যালয়, আর্চডাইয়োসিসের সকলার – ভক্তজনগ, সন্ন্যাসব্রতী ও যাজকদের মিলন-গৃহ, ঐক্য ও মিলনের চিহ্ন, অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলীর নিদর্শন, মিশনকর্মের উদ্ভাবন; জনৈক ভক্ত একবার আর্চবিশপ হাউজে এসে আমাকে বলেছিল: "আমরা বাবার বাড়ি, পিতার ঘরে এসেছি, তাই আমরা আনন্দিত"।

১৬. বিগত শতবর্ষ ধরে আর্চবিশপ ভবনটি কমবেশী উক্ত সাক্ষ্যই তো দিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও দিয়ে যাবে। যারা এই গৃহের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যারা গৃহটি নির্মাণ করার জন্য খ্রিস্টীয় দয়ারকাজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন, যারা এই গৃহে বাস করে সেবাকার্য করে গেছেন তাদেরকে আজ শুধু স্মরণই করি না; তাদের পায়ে প্রণিপাত করি ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে, কারণ তারা "পবিত্র" ছিলেন; তাদের পবিত্রতা ছিল যিশুর যাজকীয় প্রার্থনা, "তারা যেন এক হয়"-এর সাধনা। তাই ভবনটির শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হচ্ছে একটি সুন্দর "তীর্থমুহূর্ত", "মিলন-তীর্থ", আর্চবিশপভবন যেন একটি "তীর্থস্থান"। প্রার্থনা ও প্রত্যাশায় আমরা আছি – এই ভবন থেকেই একদিন সাধুতার একটি মহান বাণী ছড়িয়ে পড়বে বাংলাদেশ ও বিশ্বমণ্ডলীর সর্বত্র, যে-দিন প্রথম বাঙালি বিশপ ও আর্চবিশপ থিয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলি ধন্যশ্রেণীভুক্ত বলে ঘোষিত হবে। প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হোক।

১৭ই নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

Sources Consulted

1. D'COSTA, Mr. Jerome, *Bangladesh Catholic Mondoli,* Vol. 1. Dhaka, 1988.

2. CAMPOS, J. J. A., *History of the Portuguese in Bengal,* Calcutta & London, Butterworth & Co., 1919. Reprinted with an Introduction by B.P. Ambashthya, Pub. by Janaki Prakashan, Ashopk Rajpath, Chauhatta, Patna 800004, 1979. Campos heavily relies on information given by Joao De BARROS, *Decade de Asia,* Lisboa, 1777. Barros wrote voluminous history which contains events in Chittagong under Arakan and Mughal regime.

3. LePAILLEUR, Bishop Alfred, the first Bishop of Chittagong, *Le District de Chittagong et Notre Mission Catholique*, Vol. I, and *Le Diocese de Chittagong au Bengale,* Vol. II, Manuscript, written in 1943, Bishop's House Chittagong. For early History of the Christianity in Bengal Bishop LePAILLEUR heavily depends on the brochure named *"Prmière Missio organisée au Bengal"* by Rev. Fr. Théo Richer, s.j.

4. Bishop Patrick D'Rozario, csc*., Jubilee-2000 Souvenir, October, 2000*
5. ফাদার দিলীপ এস. কস্তা, বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচিতি, ১৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রি.
6. Fr. Edmund Goedert, csc, *The Churches of Augustinians,* 30-37.

১১ই নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

লাউদাতো সী - যুবাদের করণীয়

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

শুনে খুশী হলাম যে সিবিসিবি অধীনস্থ অ্যাপিসকপাল যুব কমিশন তার অগ্রযাত্রার ২৫ বছরের পূর্তি-জয়ন্তী উৎসব পালন করতে যাচ্ছে। উপরুক্ত উক্ত জয়ন্তী-উৎসবে প্রকাশিত "জুবিলী স্মরণিকা"-এর জন্য প্রকাশনা কমিটি "লাউদাতো সী – যুবাদের করণীয়" ওপর একটি রচনা আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করছে। আমি "লাউদাতো সী" নামক বিশ্বজনীনপত্রে পোপ মহোদয়ের ব্যক্ত চিন্তাধারা এবং সিবিসিবি-এর নির্দেশনা সমেত আমার ব্যক্তিগত কিছু করণীয় সুপারিশ নিম্নে তুলে ধরছি।

বর্তমান প্রসঙ্গে "জলবায়ূ পরিবর্তন" একটা বিশ্বব্যাপী সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ। আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মানব-জাতি ও জগত সৃষ্টির কথা ভেবে প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে "আমাদের সবার বসতবাটি ধরিত্রী"-কে যত্ন নেওয়ার জন্য বিশ্বের কাছে আবেদন জানিয়ে একটি বিশ্বজনীনপত্র লিখেছেন, যার নাম **"লাউদাতো সী"**।

॥ ১ ॥ প্রকৃতি ও পরিবেশের অবস্থা

লাউদাতো সী-এর পেক্ষাপট হিসেবে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা নিম্নোক্ত বিবরণের মাধ্যমে প্রথমে তুলে ধরছি:

এই পৃথিবীতে আমাদের নিবাস। যে এলাকায় আমাদের অবস্থান, যে বসতবাড়িতে আমরা বাস করি সেখানকার প্রকৃতি কত অপব্যবহার, কত দুর্ব্যবহারে আক্রান্ত। আমাদের আশেপাশের প্রকৃতি আজ চিৎকার করে বিলাপ করছে; সৃষ্টি "প্রসবদেনায় গুমড়ে মরছে" (রোমীয় ৮:২২)। প্রকৃতি মধ্যে দেখি বায়ু দূষণ; বন-বৃক্ষ নিধনে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড; ত্রুটিপূর্ণ ও মাত্রারিক্ত যানবাহন এবং নির্গত হচ্ছে কালো ধোঁয়া। পানি দূষণের ফলে পানীয় জলের অভাব; পানি যতটাই দুর্গন্ধ ততটাই বিবর্ণ; অন্যদিকে গৃহস্থালী বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, মাত্রারিক্ত সার ব্যবহার, জলাবদ্ধতা, প্রয়োজনমত পয়ঃনিষ্কাষণ ও বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থাপনার অভাবসহ নানাবিধ কারণে প্রতিনিয়ত পানি দূষিত হচ্ছে। খাল-বিল-ডোবা-নালা ও জলাশয় দিন দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে; ফলে পানি-ধারণের ক্ষমতা ধরণী হারিয়ে ফেলছে; অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, তাপ-খড়া, ঝড়-বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ চরম আকার ধারণ করছে। প্রকৃতিতে জীব-বৈচিত্র হ্রাস পাচ্ছে; ঘরে-ঘরে, কলকাখানা-প্রতিষ্ঠানে, হাট-মাঠ-বাজারে, গ্রামে-শহরে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে

শব্দ দূষণ; অপরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসিক এলাকায় শিল্পের প্রবেশ, সুন্দর বসতবাড়ি বস্তিতে পরিণত হচ্ছে। মৃত্তিকাদূষণ, দেহদূষণ ও মাদকাসক্তি, ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন, ইত্যাদির মধ্যে পলিক্ষিত হচ্ছে পরিবেশের বিপর্যয়। তাই প্রকৃতি কাঁদছে, সজোরে আর্তনাদ করছে।

॥ ২ ॥ প্রকৃতি ও পরিবেশ: "লাউদাতো সি" বিশ্বজনীনপত্রে পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা

সৃষ্টি ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী। এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় বলেন যে, ঈশ্বর আমাদের মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা; আবার তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আদিপুস্তকে সৃষ্টির বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের জীবন ঈশ্বর, প্রতিবেশী ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্কময় জীবনের উপর ভিত্তি করে গড়া। (দ্র: আদিপুস্তক ১-৩ অধ্যায়)

পোপ মহোদয় বলেন যে, আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদের আছে *ত্রিমুখী খ্রিস্টীয় দায়িত্ব* ঃ সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি এবং মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমাদের বিশ্বাস-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঈশ্বরপ্রেম ও প্রতিবেশীপ্রেমের সাথে প্রকৃতিপ্রেম দশ আজ্ঞারই অবিচ্ছেদ্য দাবি। প্রকৃতির উপর যে কোন ধরনের আক্রমণ মানব-মর্যাদার পরিপন্থী। আবার অন্যদিকে প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের হৃদয়ে যদি না থাকে মমতা, কোমলতা ও ভাবনা, তাহলে প্রকৃতিকেও আমরা প্রকৃত অর্থে ভালবাসতে পারি না।

পরমেশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি বললেন: "তোমরা বশীভূত কর।" এ কথা দিয়ে ঈশ্বর মানবজাতিকে আহ্বান করলেন যেন মানুষও ঈশ্বরের মতো সৃষ্টিকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করে। ঈশ্বর আমাদের হাতে সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেন আমরা *বিশ্বস্ত কর্মচারী* হয়ে সেই দায়িত্ব পালন করি।

পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেকভাবে মানুষের উন্নয়ন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা যদি *সকল ব্যক্তি ও প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের* জন্য পৃথিবীর সম্পদ বিনিয়োগ না করা হয়, তাহলে সেই ব্যবসা অযৌক্তিক, অন্যায় ও মানবতার পরিপন্থী।

বর্তমান পরিবেশের দূরাবস্থা ও বিপর্যয়ের *মূল কারণে রয়েছে মানুষ*। পরিবেশের কথা না ভেবে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা ভেবেছে। যার ফলে এসেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয়। মানুষকে এর বিরুদ্ধে বিবেকী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিকার করতে হবে।

পরিবেশ রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে পোপ মহোদয় *"সমন্বিত পরিবেশ"*, অর্থাৎ পরিবেশকে সামগ্রিক বা অখণ্ডভাবে দেখার নীতির বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশকে মানবতা, পরিবার ও নগরায়ন, প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মাত্র বাসের স্থান বলে বিবেচনা করা যাবে না। "সমন্বিত পরিবেশ" ভাবনা হতে হবে ন্যায়বিচারের নতুন নীতি।

মানব পরিবেশ *"গণমঙ্গল"* নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে যারা দরিদ্র অবস্থায় পড়েছে তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসায় অগ্রাধিকার দেওয়া ন্যায্যতার দাবি।

"সমন্বিত পরিবেশ" নীতি নিত্যদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা বিরাট সামর্থ মানুষের আছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি, বিভিন্ন দল ও সংস্থার সৃজনশীলতা ও উদারতা লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয়। তারা প্রকৃতির বিরূপ আচরণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে, উৎপাদনশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে, অনেক অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে *সফল-প্রচেষ্টা* চালিয়ে যাচ্ছে।

পোপ মহোদয়ের লেখা প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বজনীনপত্রটি অধ্যয়ন করতে হবে। এই পত্রের আলোকে পরিবেশ বিপর্যয়ের সঠিক অবস্থা জানতে ও তার লক্ষণগুলো বুঝতে এবং তার মূল কারণগুলো আবিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন সফলতার উদ্যোগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং *সচেতনতা ও শিক্ষা* গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের অবস্থা জানা ও বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের *প্রয়োজন আলাপ-আলোচনা, ঐকমত্য পোষণ ও বাস্তব কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা* যেখানে আমরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে প্রত্যেকে জড়িত হব। এ ব্যাপারে আমাদের সদিচ্ছা ও নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে পোপ মহোদয় নির্দেশ দেন।

পোপ মহোদয় নির্দেশ দিয়ে আরও বলেন যে, পরিবেশ রূপান্তরের জন্য প্রথমত প্রয়োজন *অন্তরের পরিবর্তন*। তাই অন্তরের পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে আর তার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিটি শিক্ষালয় জড়িত থাকবে, যেমন পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ মাধ্যম, ধর্মশিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবর্তনের সূচনা হবে *"নতুন জীবযাপন পদ্ধতি"* গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনের জীবন-অভ্যাসে আসবে পরিবর্তন, যেমন: জল ব্যবহারে পরিমিতি, বায়ু ও শব্দ দূষণের বিপরীতে কার্যকরী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ; বৃক্ষরোপন ও যত্ন, যত্রতত্র বর্জ্য না-ফেলানো, জৈবসারের ব্যবহার, অপচয় ও 'ফেলে-দেওয়ার' আচরণ বর্জন; বাড়ী ও জমির সীমানা-নির্ধারণ, গৃহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পরিবেশবান্ধব মনোভাব এবং প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ প্রেম; প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ, ভোগ ও গচ্ছিত করার অভ্যাস বর্জন; জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার, পুনঃব্যবহার ও নতুনভাবে ব্যবহারের অভ্যাস; বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও অপচয়রোধ।

পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, আমাদের থাকবে একটা *ধ্যানী মনোভাব*: প্রকৃতির সবকিছুকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার মনোভাব; আমার নয়, সবই পেয়েছি পরমেশ্বরের কাছ থেকে -- এরূপ ভাব। তাছাড়া ঈশ্বর তো আমাদের দিয়েছেন পরিবেশ বিশ্লেষণ ও পরিবর্তন করার সক্ষমতা। ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের দেবেন সৃজনশীলতা এবং নব উদ্যম।

স্বাধীন ও সচেতনভাবে যখন আমরা সংযমী জীবন যাপন করি তখন অন্তরে উপলব্ধি হয় গভীর আনন্দ -- *মঙ্গলবাণীর আনন্দ*। নতুন করে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা একে অন্যের জন্য প্রয়োজন, অন্যের প্রতি আছে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভালো হওয়া, ভাল করা ও ভালো থাকার একটা মূল্য আছে।

পোপ মহোদয় প্রতিদিনের খ্রিস্টীয় জীবন-সাধনায় নিয়মিত *মন-পরীক্ষার* সাথে আরেকটি মাত্রা যোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা যেন প্রতিদিন গভীরভাবে চিন্তা করি যে, আমরা ঈশ্বরের সাথে, নিজের ও অন্যের সাথে এবং সৃষ্টি ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলনসাধনায় জীবনযাপন করি। আসিসির *সাধু ফ্রান্সিস* আমাদের যাত্রাসঙ্গী হয়ে থাকুন, কেননা তিনি প্রকৃতিপ্রেম ও দরিদ্রদের প্রতি ন্যায্যতা, সামাজিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও অন্তরীণ শান্তির আদর্শ। *কুমারী মারীয়া*, যিনি তাঁর সন্তানের যত্ন নিয়েছেন সেই একই মাতৃত্ব ও বেদনা নিয়ে তিনি আমাদের যত্ন নিন। *সাধু যোসেফ*, মণ্ডলীর যিনি প্রতিপালক, তিনি আমাদের শিক্ষা দিন যাতে আমরা উদারতা ও কোমলতার সাথে আমাদের হাতে ন্যস্ত এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারি।

ধরিত্রীমাতার বন্দনাগীতি

সবাই মিলে আমরা এই ধরনীতে পথ চলি
সবাই মিলে আমরা করি তার বন্দনাগীতি
সবাই মিলে আমরা তাকে ভালবাসি
সবাই মিলে আমরা তার ক্ষত নিরাময় করি
আপন অন্তরে ধরিত্রীমাতার হৃদয় স্পন্দিত ॥
সবাই মিলে যুক্ত আমরা ধরিত্রীমায়ের সাথে
সবাই মিলে শ্রবণ করি অন্তরে তার পুণ্যগান
সবাই মিলে করি তাকে স্পর্শ
সবাই মিলে সারিয়ে তুলি তার যত ক্ষত
আপন অন্তরে ধরিত্রীমাতার হৃদয় স্পন্দিত ॥

Original: *Mother Earth Song*: Artist Denean (Native American)

পরিশেষে পোপ মহোদয়ের কথার সাথে একাত্ম হয়ে *প্রার্থনা করি*: "হে পবিত্র আত্মা, এই ধরণীকে পিতার ভালবাসায় পরিচালনা কর; প্রসববেদনাতুর সৃষ্টির সঙ্গে তুমি পথ চল; আমাদের হৃদয়ে স্থান নাও, যাতে যা কিছু মঙ্গল তা যেন আমরা করতে পারি। "তোমার প্রশংসা হোক"!

(৩) সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশ উদ্‌যাপন কাল

পোপ ফ্রান্সিসের "লাউদাতো সি" (২০১৫ খ্রি.) প্রকাশের পর, প্রতিবছর পত্র-প্রকাশের বার্ষিকীতে, ৭ বছরের মেয়াদপুর্তিতে এবং প্রতিবছর একমাসের বেশী সময় ধরে (১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর) সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশের উদ্‌যাপন কাল পালিত হয়ে আসছে। আসছে ৪ঠা অক্টোবর "লাইদাতো সি" বার্ষিকীতে পোপ মহোদয় আরেকটি পত্র প্রকাশ করেছেন যার নাম হচ্ছে: ***"লাউদাতো দেউম"***, অর্থাৎ "ঈশ্বরের প্রশংসা"।

এই উদ্‌যাপন কালে আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপগণ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে একটি পালকীয় পত্র প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন, যার উল্লেখ নিম্নে করা হল।

(৪) বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর নির্দেশনা: সৃষ্টি-প্রকৃতির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের করণীয়

(ক) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা : নিজের দেহ থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, উপাসনালয়, স্কুল-কলেজ ও ক্লাসরুম, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, সমাবেশস্থল, ইত্যাদি সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

(খ) অপচয়রোধ প্রয়োজন : অতিরিক্ত খরচপাতি, জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার, পানি ও বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার, ভোজনবিলাস ও ভোগের মানসিকতা বর্জন করা, ফেলে দেয়ার সংস্কৃতি পরিহার করা, জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার, পুন:ব্যবহার ও নতুনভাবে ব্যবহারের অভ্যাস করা, মিতব্যয়ী ও ত্যাগী মনোভাব অনুশীলন করা।

(গ) দূষণযুক্ত পরিবেশ হ্রাস করা : বিদ্যুত সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুত ব্যবহার করা, শব্দ, বায়ু ও জল - সকল প্রকার দূষণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা, নিজে এবং অন্যদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা।

(ঘ) প্ল্যাস্টিক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারে সচেতন হওয়া : প্ল্যাস্টিকজাতীয় দ্রব্যাদি (যেমন- প্ল্যাস্টিক ব্যাগ ও প্যাকেট) ব্যবহার না করা, এখানে সেখানে প্ল্যাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি ছুঁড়ে ফেলে মাটি, জলাশয় ও পরিবেশ নষ্ট না করা।

(ঙ) স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ : প্রকৃতিজাত, বিশুদ্ধ ও সুষম খাদ্য আহার ও পানীয় পান করা, পরিমিত পানি ব্যবহার করা। সহভাগিতার আলোকে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে পারি; এতে পরিবার, পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতি আরও বেশি যত্নবান ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠার সুযোগ থাকবে।

(চ) বৃক্ষরোপন কার্যক্রম : প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষায় স্কুল-কলেজ, গির্জা প্রাঙ্গণ, কনভেন্ট, হাসপাতাল ও অন্যান্য খালি জায়গায় ফলজ, ঔষধি ও টেকসই বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে প্রকৃতিকে আরো সবুজ ও সতেজ করা, ছেলেমেয়েদের/ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃক্ষরোপন ও সামগ্রিক পরিবেশ ও প্রকৃতির যত্নে আরো সচেতন ও মনোযোগী করে তোলা, বাড়ীর আশেপাশে, ছাদে সব্‌জি বাগান করা।

(ছ) প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাদান ও সম্মিলিত কার্যক্রম : ছেলেমেয়ে/ছাত্র-ছাত্রী ও আগামী প্রজন্মকে বিশ্ব-প্রকৃতির বিপর্যয় ও নানাধরণের সমস্যা-সংকট সম্পর্কে অবহিত করা ও সচেতন করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্দোলন সৃষ্টি করা। পরিবেশবাদীদের

সাথে যুক্ত হওয়া, আন্তঃমাণ্ডলীক ও আন্তঃধর্মীয় গ্রুপ তৈরী ও নেটওয়ার্কিং করা। প্রতিবেশীদের প্রতি, বিশেষভাবে দরিদ্র, অসহায় বা বিপদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহনশীল আচরণ ও মনোভাব গঠনে নিয়মিত শিক্ষাদান।

পোপ ফ্রান্সিস স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন- মানুষ প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক ক্ষতি করে চলেছে। তিনি আরও বলেছেন 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে মনপরিবর্তন' অপরিহার্য, যাতে চতুর্দিকের জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপসংহারঃ যুবাদের করণীয়

প্রথম: তোমরা বাংলাদের পেক্ষাপটে প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন নেওয়ার জন্য তোমাদের জীবন-সম্পর্কিত এবং সমাজ-সম্পর্কিত এবং তোমাদের সামর্থ অনুসারে দু'টি/একটি বিষয় তোমরা চিহ্নিত কর। (চিহ্নিত করার জন্য সিবিসিবি-এর প্রস্তাবিত করণীয় থেকে বেছে নিতে পার)।

দ্বিতীয়: "লাইদাতে সি"-বর্ণিত পোপ মহোদয়ের শিক্ষা থেকে উপরোক্ত বিষয়ে কিছু করার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে পরস্পরের সাথে পর্যালোচনা করে এবং কিছুক্ষণ নিরবে চিন্তা ও প্রার্থনার মাধ্যমে, তোমার কাছ থেকে পবিত্র আত্মা কী চান তা শ্রবণ কর।

তৃতীয়: ঐক্যবদ্ধ হয়ে, একসঙ্গে কাজ করার জন্য বাস্তব কর্মসূচী বেছে নেও। এর জন্য জ্যেষ্ঠদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পার।

চতুর্থ: তোমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে করার প্রক্রিয়া গ্রহণ কর।

যুবাদের মঙ্গল কামনা করি; অ্যাপিসকপাল কমিশনের রৌপ্য জয়ন্তীতে আশীর্বাদ করি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. *Laudato Si:* Praise be to you My Lord – On Care for our Common Home, বাংলা অনুবাদ: "তোমার প্রশংসা হোক", Pope Francis, May 24, 2015
২. পালকীয় পত্র, সি.বি.সি.বি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

১লা নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

নভেম্বর মাসে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য হচ্ছে: "পোপের জন্য প্রার্থনা"।
এসো আমরা প্রার্থনা করি: পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় যেন তাঁর প্রাপ্ত মিশন সম্পাদন করতে পারেন; তাঁর হাতে ন্যস্ত মেষপালকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র আত্মার সহায়তায় তিনি যেন তাঁর পথচলায় অব্যাহত ও বিশ্বস্ত থাকতে পারেন।

সবেমাত্র সমাপ্ত হওয়া অক্টোবর মাসে আমরা গোটা মণ্ডলীর জন্য, বিশেষ করে সিনডের জন্য প্রার্থনা করেছি, যাতে সিনড চলাকালে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী বলেন তা প্রার্থনায় শ্রবণ করার জন্য সাহায্য করেন।

বিশ্ব সিনডের সমাপ্তিতে নভেম্বর মাসে, পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়, যিনি যিশুর দৃশ্যমান প্রতিনিধি, মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান – তাঁর জন্য প্রার্থনা করি যেন তিনি খ্রিস্টের স্থানে থেকে, তাঁরই নির্দেশিত পথে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

সিনডের সমাপ্তিতে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় নিজেই আমাদের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যেন, প্রথমত, ঈশ্বর আমাদের মাঝে যা-কিছু করছেন তার জন্য আমরা তাঁর আরাধনা ও প্রশংসা করি এবং দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সামনে অবস্থান করে আমরা অপরকে সেবা করি।

নভেম্বর মাস মৃতলোকের মাস। পরলোকে যারা গমন করেছেন তাদের সকলের জন্য যেন আমরা প্রার্থনা করি। আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদের জন্য মৃত্যু (কবরস্থান) শেষ ঠিকানা নয়; অনেকেই এ কথা বলে থাকেন। কিন্তু আমাদের স্থায়ী ঠিকানা স্বর্গলোক, যিশুর অনুসরণে সেই ঠিকানা থেকেই আমরা এসেছি আর সেই অন্তিম জীবনের ঠিকানায় আমরা আবার ফিরে যাব। এই জন্যই তো ২রা

নভেম্বর আমরা পরলোকগত ভক্তবৃন্দকে স্মরণ করি, প্রার্থনা করি এবং তাদের সাথে আমরা একাত্ম হই।

পরিশেষে নভেম্বরের প্রথম দিনে, অর্থাৎ নিখিল সাধুসাধ্বীদের পর্বদিনে আমরা তাদেরকে স্মরণ করি এবং তাদের মধ্যস্ততা আমরা প্রার্থনা করি। সিদ্ধগণের সমবায়ে, জীবিত ও মৃত আমরা সকলেই বিশ্বাসী ও একাত্ম; একই মিলন-বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। আশীর্বাদান্তে...

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
১লা নভেম্বর ২০২৩ খ্রি.।

October 25, 2023

Pope Francis intervenes at the synod, calling clericalism a ‘scourge’ that ‘enslaves’ God’s people
VATICAN CITY (CNS) -- Pope Francis told members of the synod on synodality that they should respect and honor the faith of all baptized Catholics, including the women, trusting “the holy, faithful people of God” who continue to believe even when their pastors act like dictators.

“I like to think of the church as the simple and humble people who walk in the presence of the Lord -- the faithful people of God,” he told participants at the assembly of the Synod of Bishops Oct. 25.

“One of the characteristics of this faithful people is its infallibility -- yes, it is infallible in ‘credendo,’” in belief, as the Second Vatican Council taught, he said.

“And here I would like to emphasize that, among God’s holy and faithful people, faith is transmitted in dialect, and generally in a feminine dialect,” he said.

“The faithful people, the holy faithful people of God” have a soul, a conscience and a way of seeing reality, he said.

All of the cardinals and bishops at the synod, he said, come from that people and have received the faith from them -- usually from their mothers and grandmothers.

“Clericalism is a whip, it is a scourge, it is a form of worldliness that defiles and damages the face of the Lord’s bride,” the church, the pope said. “It enslaves God’s holy and faithful people.”

October 25, 2023
Excerpts quoted by Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

21 October, 2023

CATHOLIC EDUCATION APOSTOLATE IN BANGLADESH
SOME SALIENT POINTS

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

INTRODUCTION: INFORMATION, FORMATION AND TRANSFORMAION IN HOLY CROSS EDUCATION

1. Education as Information: Sharing of Knowledge and Wisdom
2. Education as Formation: Formation of Human Person for human society
3. Education as Transformation: For transformation of Self and the Society

A. CONTEXT: GLOBAL AND BANGLADESHI

It is good to mention at the start that Education and Formation is always contextual: situations of the time and space as reflected by human beings in their historical context plays an important role.

Examples: Fr. Moreau after the French Revolution (Formation of Mind and Heart), British Colonial period in India (Bureau-Oriented Education), Present Bangladesh (Education to be Good Citizen in Bangladesh)

1. Some General Observations on Global Context

In comparison to the situation of the second half of the last century there is a change of the historical and social context in which we live, both in terms of world vision as well as ethical and political concepts.

Globalization is a reality. Together with economic globalization, there is social, cultural and political globalization which is sometimes considered as pressure on the developing countries. Globalization process instead of promoting individual development and greater integration among peoples, seems to limit individual freedom and creates conflicts bet ween different ways of looking at personal and collective life, with positions ranging from strict fundamentalism to skeptical relativism.

Economic and political developments have caused triumph of **liberalism** with the dreadful impact on education and educational institutions.

Secularization has caused crisis in value system of a culture, anthropological and religious beliefs, education and formation, etc.

Migration and Displacement of peoples, both international as well as internal in a nation have caused to spread plurality of culture and religions with new challenges for education.

Integral Human Development with emphasis on: Dignity of human person, human society, Earth as Common Home, Fraternal Humanity, and so on.

2. Education Policy in Bangladesh

1. The new Education Policy was published in 2010. Twenty six principles were listed there. Some of the most important ones are:
2. Education according to the four national Principles which were fundamentals for the creation of Independent Bangladesh: Democracy, Socialism, Secularism and Nationalism;
3. Educational to moral, human, cultural, universal brotherhood, scientific values to inspire mind, work, practical life.
4. Education in science and technology for living in the digital world.
5. To maintain standered education at all levels
6. Education to create vocational and skilled labour force
7. To promote research for higher studies.
8. Educational priorities to the poor, disabled, adibashi and smal ethnic groups and under - priveleged.

B. CATHOLIC IDENTITY AND MISSION:

1. Catholic Vision of Education

Our Education is a **work of evangelization** which is the Mission of Christ and our mission.

Education or Teaching is one of the three functions of Church; it is the **Prophetic function** and the other two are: priestly and royal functions.

The Second Vatican Council, held in early 1960s, reading the signs of the time, emphasized two dimensions that education necessarily encompasses when analyzed from the stand point of faith: the secular and theological-spiritual dimensions, in other words, **human and divine dimensions**.

The root of education given by the Catholic institutions is our **spiritual heritage** which is constantly in dialogue with cultural heritage.

We are **Catholic** in understanding the People of God which is inclusive of all the peoples of all religions and cultures.

The main objective of the Church's Education is: **Formation of human person and his dignity**, as Image of God, after the example of God-Man Jesus Christ, who is the Way, the Truth and the Life.

2. Priorities presented by the Holy Father Pope Francis

Pope Francis and the Congregation for Catholic Education organized a Gathering of the Intellectuals and Students of the World, on Oct. 11-18). The **Global Compact on Education** was finally signed on October 15, 2020. Pope called all people of

goodwill to support the Global Compact on Education and highlited his commitment:

First, to make human persons in their value and dignity *the centre of every educational programme,* both formal and informal, in order to foster their distinctiveness, beauty and uniqueness, and their capacity for relationship with others and with the world around them, while at the same time teaching them to reject lifestyles that encourage the spread of the throwaway culture.

Second, to listen to the *voices of children and young people* in order to build together a future of justice, peace and a dignified life for every person.

Third, to encourage *the full participation of girls and young women* in education.

Fourth, to see in the *family the first and essential place of education*.

Fifth, to educate and be educated *on the need for acceptance and in particular openness* to the most vulnerable and marginalized.

Sixth, to be committed to *finding new ways of understanding the economy, politics, growth and progress* that can truly stand at the service of the human person and the entire human family, within the context of an integral ecology.

Seventh, *to safeguard and cultivate our common home*, protecting it from the exploitation of its resources, and to adopt a more sober lifestyle marked by the use of renewable energy sources and respect for the natural and human environment, in accordance with the principles of subsidiarity, solidarity and a circular economy.

Finally, we want to commit ourselves courageously to *developing an educational plan* within our respective countries. In this, our point of reference should be the social doctrine that, inspired by the revealed word of God and Christian humanism, provides a solid basis and a vital resource for discerning the paths to follow in the present emergency.

C. FUNDAMENTALS OF THE CHURCH'S EDUCATION APOSTOLATE IN BANGLADESH

We are Christians: Catholic Church is a Christian (religious) institution, invo lved in teadching ministry. This is and should be recognized as such by all invloved and particularly witnessed by the leadership of the Church.

We work for all and with all: Catholic Church does this education ministry (not simply service) not only through the Church leaders or through the Religious of the Congregations, but also together with the collaborators of other religions who share the human values common to all.

We work for promoting human person and his dignity: Flowed out of the convictions and experiences, the main objective of education and formation shall be the promotion of Human Person and his dignity understood as a relational human being: (a) with God (b) with individuals, (c) with community and (d) with the world.

We work for Harmony: In the context of the inter-religious and inter-cultural the society our education should focus on building inter-religious harmony, following inter-religious approach and methodology.

We work for Human Fraternity: Ultimately the Church educational institutions should aim at formation in "HUMAN FRATERNITY", so that everyone in our educational institutions may grow as they go with fraternal love of considering humanity as " brothers and sisters" of the same family and thus transforming the society as a common good for living as human beings.

We make ourselves Relevant: We periodically assess our Catholic educational institutions, in context of living and choose priorities in the light of the principles given above.

D. EDUCATION IN HOLY CROSS: RESULTS OF THE REFLECTION OF THE PROVINCE

Exercise: Reflection as individuals and as community

Discernment: individual and communitarian

Commitment: individual and communitarian

21 October, 2023

Sources:

Cardinal Patrick D'Rozario, csc, *শিক্ষা ও সেবা* (Teaching and Service), Dhaka, 2023

Congregation for Catholic Education, *Educating to Intercultural Dialogue in Catholic Schools:* Living in Harmony for a Civilization of Love, Vatican City 2013.

Congregation of Catholic Education, *Educating today and Tomorrow,* Vatican City, 2014.

Pope Francis and the Congregation for Catholic Education organized a Gathering of the Intellectuals and Students of the World, on Oct. 11-18: *The Global Compact on Education* October 15, 2020.

অক্টোবর ১০, ২০২১

“সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী” বিষয়ক

কাথলিক মণ্ডলীর সিনডের প্রথম অধিবেশন

ভাটিকান, ৪-২৯ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি.

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি

ভাটিকানে কাথলিক মণ্ডলীর বহুদিনের প্রতীক্ষিত সিনডের প্রথম অধিবেশন গত ৪ঠা অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। এই সিনডের বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা, মতামত, ভয়-ভীতি-শঙ্কা, অস্পষ্টতা ও সন্দেহ এবং মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন নিয়ে অনেকে অনেক ধারণা পোষণ করেছেন। তাই এই সম্পর্কে কিছু সঠিক তথ্য দেয়া প্রয়োজন বিধায় এই বর্তমান লেখাটির উদ্দেশ্য। এর ফলে আমরাও যেন চিন্তা-ভাবনায় ও প্রার্থনা-ধ্যানের মাধ্যমে মণ্ডলীর সিনডে অংশগ্রণ করতে চাই।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী প্রথমত, অনেকের কাছে নতুন ধারণা। দ্বিতীয়ত, মণ্ডলীতে বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ একসঙ্গে যাত্রা করবে, বিভিন্ন বিষয়ে আত্মার অবধারণ করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, প্রভৃতি কাজে আমরা সবাই ততোটা অভ্যস্থ নই। তৃতীয়ত, বর্তমান সিনড আগের সিনডের মতো নয়; এবারের সিনডের ভোট অধিকারসহ সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৬৫জন। তার মধ্যে প্রথমবারের মতো পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় ৭০ জনকে মনোয়ন দিয়েছেন, যারা বিশপ নন, যাদের মধ্যে আছে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, ভক্তজনগণ পুরুষ ও নারী (৩৭জন নারী সদস্য)। তাদেরকে নিয়ে যে একটি মণ্ডলী, একটি মিলনসমাজ তা সবকিছুতে: সিনড উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা, সদস্যদের স্থান নির্ধারণ, সামগ্রিক আয়োজন, বসার স্থান-বিন্যাস, গোল-টেবিলে বসার ধারা, প্রভৃতিতে স্পষ্ট আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

“সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী” বিষয়ক সিনডটি দুটো অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হবে তা পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম অধিবেশন এবছরে ৪ঠা থেকে ২৯শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বান:

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস “সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর সিনড” আহ্বান করেছেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ যোহন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা আহ্বান করেছিলেন। মণ্ডলীর নবীকরণের জন্য আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন: “মণ্ডলীর জানালা খুলে দাও যেন বিশুদ্ধ বায়ূ মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে পারে।” দ্বিতীয় মহাসভায় বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস যোগদান করেন নি। কিন্তু সেই দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নবায়ন বাস্তব করার জন্য তিনি আবার আহ্বান জানাচ্ছেন: “মণ্ডলীর দরজা খুলে দাও, দরজা বন্ধ করে রাখ না”। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে মণ্ডলীর জন্য তৃতীয় ভাটিকান মহাসভা প্রয়োজন। পোপ ফ্রান্সিস বলেন তৃতীয় ভাটিকান মহাসভার জন্য আমরা এখনও পরিপক্ক নই। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার নির্দেশনা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। আর এর জন্যই ‘সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী”র জন্য সিনডের প্রয়োজন, এবং তার আয়োজন ও উদ্‌যাপন। সিনড হচ্ছে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একসঙ্গে, পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ ক’রে, মণ্ডলীকে মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণমূলক ও মিশনধর্মী করে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার বাস্তবায়ন আরও ত্বরান্বিত করবে ও মহাসভার গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

বিগত দশ বছরে পোপ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে আমার কাছে যে বিষয়টা খুবই স্পষ্ট তা হচ্ছে: তিনি উত্তম মেষপালক যিশুর বিশ্বস্ত অনুসারী। পোপ মহোদয়, পিতা ঈশ্বরের পুত্র মানবদেহধারী যিশুর দৃশ্যমান উপস্থিতি হয়ে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে যিশুর প্রচারিত মঙ্গলসমাচার অনুসারে নিজে জীবনযাপন ক’রে, খ্রিষ্টমণ্ডলী ও বিশ্বের সবার কাছে সেই মঙ্গলসমাচার তুলে ধরেন এবং সবাইকে সেই মঙ্গলসমাচারের দিকে নিয়ে আসার প্রেরণা দান করেন।

উত্তম মেষপালক যিশু, ঈশ্বরের সুখবর বা সুসমাচার প্রচার করতে গিয়ে তিনি সকল মানুষের সাথে একাত্ম হয়েছেন, সাধারণ মানুষের সাথে মিশেছেন, সমাজের পরিত্যক্ত, প্রান্তিক ও অস্পৃশ্য মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছেন, পাপীদের আপন করে নিয়েছেন, তাদের কাছে ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমা প্রকাশ করেছেন, যিশু মানুষকে দণ্ড দিতে আসেননি, ধার্মিকদের জন্য আসেননি, সুস্থদের জন্য আসেননি, তিনি এসেছেন অসুস্থদের জন্য। যিশু তৎকালীন সমাজের অনেক নেতৃবর্গ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও শাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন ও কঠিন কথা বলে তাদের অন্যায়ের পথ বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। যিশু কিন্তু ঈশ্বর-পিতার রাজ্য – ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, ন্যায্যতা ও শান্তির রাজ্য ঘোষণা করতে অবহেলা করেননি। বরঞ্চ “আর পাপ করো না” বলে নির্দেশ দিয়েছেন এবং “মন-পরিবর্তন করো, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ কর” বলে আহ্বান জানিয়েছেন।

আমরাও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে যিশুর মনোভাব ও আচরণ দেখি। অন্যকে বলার আগে তিনি নিজ জীবনে তা অনুশীলন করেন। পালক যিশুর অনুসরণে পালকীয় প্রেমের খাতিরে তিনি বর্তমান যুগের পাপীদের দণ্ড দিতে তিনি কে? বলে প্রশ্ন রেখেছেন; মণ্ডলীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত হাসপাতালের সঙ্গে তুলনা করেছেন যেখানে শত্রু-মিত্র কেউ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত নয়। মণ্ডলীতে মেষপালকের ভূমিকায় যারা আছেন তাদের শরীর থেকে যেন মেষের গন্ধ পাওয়া যায়, অর্থাৎ তারা যেন জনগণের সাথে একাত্ম থাকেন।

প্রভু যিশুর আদর্শে, পোপ মহোদয়ের এই পালকীয় পদ্ধতি অনুসরণ নিয়ে কোন কোন ব্যক্তি ঐশপ্রত্যাদেশে ব্যক্ত ঐশতাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সত্যতা ও মণ্ডলীর প্রচলিত শিক্ষা-পরম্পরার পরিপন্থী বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং পোপ মহোদয়ের নিকট তার ব্যাখ্যা চেয়েছেন। যে বিষয়গুলো নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা হল: বিবাহের ঐক্য ও অবিচ্ছেদ্যতা, দ্বিতীয় বিবাহ-করা ব্যক্তিদের কমূনিয়ন গ্রহণ, সমকামীদের (তথাকথিত) বিবাহ আশীর্বাদ; নারীদের পুণ্যপদাভিষেক সংস্কার প্রদান, ইত্যাদি।

সিনড-অধিবেশন শুরুর পূর্বেই পোপ মহোদয় কয়েকটি ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন যে: বিবাহ এক এবং অবিচ্ছেদ্য; সমকামীদের বিবাহ-আশীর্বাদ কোনভাবে বিবাহ-সংস্কার বলে গণ্য হবে না; নারীদের পুণ্যপদে অভিষিক্ত করা সম্ভব নয়। এই নির্দেশ দিয়ে পোপ মহোদয় অযথা বাড়তি আলোচনা থেকে, যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে অযাচিত ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রেখেছেন এবং সিনডের মূল আলোচনা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছেন। উপরোক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বলে গোটা মণ্ডলীতে সিনড প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বিশেষ ভাবে: মণ্ডলীকে মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণমূলক এবং মিশনধর্মী করার উদ্দেশ্যে। এই সিনড-প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মা কী প্রকাশ করেন তা শোনার প্রচেষ্টা সিনডে আছে।

সিনডের দূরবর্তী ও আশু প্রস্তুতি

বিগত দু'টো বছরে তৃণমূল পর্যায়, বিশেষ করে ডাইয়োসিসের প্যারিশ পর্যায় থেকে শুরু করে, দেশীয় ও মহাদেশীয় পর্যায়ে অনেক তথ্য ও আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে, পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত লিপিবদ্ধ ক'রে এবং এমন কি ব্যক্ত করা কিছু ভয়-ভীতি ও সন্দেহ সম্বলিত করে প্রথমে একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সকলকে অবগত করা হয়েছে।

উক্ত সারসংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে সিনড অধিবেশনের জন্য একটি কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করা হয় যা বর্তমান অধিবেশনের পূর্বেই স্থানীয় মণ্ডলী ও মণ্ডলীর বিভিন্ন কার্যালয়ে ও সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয় পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ। এই কার্য-প্রনালীকে ভিত্তি করেই বর্তমান সিনড পরিচালিত হচ্ছে।

সিনড-অধিবেশনের আশু প্রস্তুতি হিসেবে ৩০শে সেপ্টেম্বর ভাটিকানের সাধু পিতরের গির্জার চত্তরে দু-ঘন্টা ব্যাপী একটি আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রার্থনা সভায় পুণ্যপিতা পোপসহ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল: খ্রিস্টীয় ঐক্যের সাক্ষ্যদান, প্রার্থনায় আন্তঃমাণ্ডলিক সমর্থন, এবং পবিত্র আত্মাকে সম-কণ্ঠে আহ্বান করা কেননা তিনিই সকল ঐক্যের উৎস ও পরিচালক। অবাক হয়েছি দেখে যে, তেইজে ব্রাদারদের পরিচালনায়, যুবারা অনুষ্ঠানের অধিক-অংশ সঞ্চালন করেছে। প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে "নীরবতা" পেয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব; "নীরবতা" সামগ্রিক ও অন্তর্নিহিত ভাব ও বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

পরবর্তীতে ১-৩ অক্টোবর, সিনড-সদস্য ভক্তজনগণ, যাজক, বিশপ/আর্চবিশপ ও কার্ডিনালগণ মিলিত হন ত্রি-দিবসিক একটি নির্জন ধ্যানে। নির্জন ধ্যানটি পরিচালনা করেন ডমিনিকান সংঘের প্রাক্তন প্রধান শ্রদ্ধেয় ফাদার তিমথি রেডক্লিফ, ও.পি.। এই ধ্যান-সভাটি ছিল সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি। সিনডের কার্যপ্রণালিতে এমন কিছুই নেই যা তিনি তার উপদেশে উল্লেখ করে নির্দেশনা দেননি। ধ্যানের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল: সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী – সিনডের প্রকৃত অর্থ; নিরাশার মধ্যে আশা; ঈশ্বরের ঘরে আমাদের বাস আর আমাদের ঘরে ঈশ্বরের বাস; বাণী-প্রচার: বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপ (এম্মায়ূসের পথে); মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ; সত্যের আত্মা – আত্মায় সংলাপ; খ্রিস্টযাগে দেওয়া অন্যান্য উপদেশ।

সিনডের আশু প্রস্তুতি হিসেবে পুন্যপিতা পোপ মহোদয় সিনডের শুরুতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন যার মাধ্যমে সিনডের ধারা, সিনডের লক্ষ্য ও সফলতা ও সিনডের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। এখানে পোপ মহোদয়ের কয়েকটি উক্তির অবতারণা করছি:

১) "এই সিনডে আমরা যারা এসেছি আমাদের কোন জাগতিক লক্ষ্য, পরিকল্পিত ও অভিষ্ট কৌশল-পদ্ধতি, রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ অথবা কোন আদর্শবাদ নিয়ে যুদ্ধ করার ভাবনা নেই। সিনড কোন সংস্কার-পরিকল্পনার জন্য কোন সংসদ সভা নয়। আমরা এসেছি যিশুর দৃষ্টির সামনে একসঙ্গে পথ চলতে, যে যিশু ঈশ্বরের প্রশংসা করেন এবং যারা শ্রান্ত ও নির্যাতিত তাদের আমন্ত্রণ জানান"।

২) "যিশুর দৃষ্টি আমাদেরকে আনন্দমনে মণ্ডলী হতে, ঈশ্বরের কাজ ধ্যান করতে এবং বর্তমানে তা অবধারণ করতে আহ্বান করে।

৩) পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর পূর্বসূরী পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শুরুতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "মণ্ডলীর পিতৃগণের কাছ থেকে যে পুণ্য পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছে সেখান থেকে মণ্ডলী সরে যেতে পারে না। কিন্তু একই সময়ে মণ্ডলীকে বর্তমানের পরিস্থিতি দেখবে, আধুনিক জগতে জীবনযাপনের যে নতুন অবস্থা ও প্রণালী দেখা যাচ্ছে তা কাথলিক প্রৈরিতিক কাজের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করছে তারও অবধারণ করতে হবে।"

৪) পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, "আমাদের মনে হয়, যারা 'বিষাদগ্রস্ত প্রবক্তা' রয়েছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের ভিন্নমত পোষণ করতে হবে, কেননা তারা সর্বদা ধ্বংসের কথা বলে, তাদের কথা শুনে মনে হয় যেন জগতের অন্তিম সময় এসে গেছে।" এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় বলেন যে, পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের মতো আমিও 'প্রভুতে বিশ্বাস করি'। সিনড-সদস্য "আমরা প্রভুরই, আমরা স্মরণ করি যে, এই জগতে আমরা আছি শুধু তাঁকেই জগতে নিয়ে আসার জন্য... আমাদের কোন জাগতিক স্বার্থ নেই; জাগাতিকভাবে নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করতে চাই না, কিন্তু আমরা চাই জগতের মধ্যে মঙ্গলসমাচারের সান্ত্বনা পৌঁছে দিতে, ঈশ্বরের অসীম ভালবাসার সাক্ষ্য প্রত্যেকের কাছে আরও উপযোগী করে দান করতে চাই।"

৫) সিনড-সদস্য সকলকে, এমন কি সমালোচকদেরও, পোপ মহোদয় স্মরণ করিয়ে দেন যে, "আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা, আমরা এমন মণ্ডলী হব যা মানুষকে মমতা দিয়ে দেখবে। এমন মণ্ডলী হব যা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ, যারা উদাসীন তাদের মাঝে প্রেমে জাগ্রত করবে, তাদের জন্য এমন পথ উন্মুক্ত করবে যেন বিশ্বাসের সৌন্দর্য দেখে জনগণ আকৃষ্ট হয়। এমন মণ্ডলী হব যার প্রাণকেন্দ্রে থাকবে ঈশ্বর, যে-মণ্ডলী অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন নয়, বাহ্যিকভাবে কারো প্রতি নিষ্ঠুর না হয়। এভাবেই তো যিশু তার মণ্ডলীকে সেইভাবে দেখতে চান, যে মণ্ডলী হয়ে উঠবে তাঁর আপন বধু"। যিশু এমন মণ্ডলী দেখতে চান, যে অন্যের "ঘারে বোঝা চাপিয়ে

দেবে না, বরঞ্চ বারবার এই বলে আহ্বান করবে: 'এসো, তোমরা যারা শ্রান্ত ও নির্যাতিত, এসো, তোমরা যারা পথ হারিয়ে ফেলেছো অথবা মনে করছো তোমরা অনেক দূরে সরে গেছো, এসো, তোমরা যারা প্রত্যাশার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছো: তোমাদের জন্য মণ্ডলী তোমাদের পাশে আছে।' মণ্ডলীর দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত, প্রত্যেকের, প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত।"

৬) সিনড-সদস্যদের আরও বললেন: "আমাদের সামনে যে সকল কষ্ট ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেখানে যিশুর আশীর্বাদিত এবং স্বাগত দৃষ্টিতলে অবস্থান ক'রে আমরা যেন বিপজ্জনক প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকি, অর্থ্যাৎ জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে মণ্ডলীকে যেন কঠোর ক'রে না তুলি; আবার মণ্ডলীকে যেন এমন উদাসীন করে না ফেলি, যে মণ্ডলী জগতের সকল ফ্যাশনের প্রতি গা ভাসিয়ে দেবে; ক্লান্ত হয়ে মণ্ডলী যেন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে না রাখে।"

৭) সিনড-উদ্বোধনী নির্দেশনার পরিসমাপ্তিতে পোপ মহোদয় বলেন: "এসো একসঙ্গে পথ চলি: বিনম্রতার সাথে, আগ্রহভরে ও আনন্দচিত্তে পথ চলি। আসিসির ফ্রান্সিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, যিনি দরিদ্রতা ও শান্তির সজ্জন ছিলেন, যিনি 'ঈশ্বর-পাগল', যিনি যিশুর পঞ্চক্ষত আপন দেহে ধারণ করেছেন, যিটি যিশুকে পরিধান করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিবস্ত্র করছেন।"

৮) পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলীর আদি পিতৃগণের রচনাবলি উল্লেখ করে বলেন যে, মণ্ডলীর পরিচালক হচ্ছেন পবিত্র আত্মা: মানবজীবনের পরিত্রাণ পূর্ণভাবে সাধিত হয় পবিত্র আত্মারই দ্বারা। (ক) মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা গভীরতা ও বিচিত্রতা উজ্জ্বল করে তোলে: পঞ্চশত্তমীর মতো মণ্ডলীতে ঝড় সৃষ্টি করে। (খ) পরিত্রাণ ইতিহাসে পবিত্র আত্মা সম্প্রীতি সৃষ্টি করেন যার ফলে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে মিলনের বন্ধন সৃষ্টি হয়। (গ) পবিত্র আত্মা হাত ধরে মণ্ডলীকে পরিচালনা করেন এবং সর্বদাই মণ্ডলীকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। (ঘ) পবিত্র আত্মাই মণ্ডলীকে সৃষ্টি করেন। (ঙ) পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেন।

সিনড-অধিবেশন চলা কালে পোপ মহোদয় আরও কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যার উল্লেখ নিম্নে করা হল:

প্রথমত, সিনড-অধিবেশনে ও ছোট দলে যা-কিছু আলোচনা হয় সে বিষয়ে যেন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

দ্বিতয়ত, সিনডের কাজ হচ্ছে "সমবেতভাবে আত্মায় অবধারণ করা"। সিনডের ভূমিকা হচ্ছে আত্মায় অবধারণ করে মতামত প্রকাশ করা; জনগণের বিশ্বাসবোধ থেকে সেই মতামত ব্যক্ত হয় বলে তার গুরুত্ব অনেক। তবে পরবর্তী ধাপে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও পোপ মহোদয় কর্তৃক পবিত্র আত্মায় অবধারণ করার পর ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা সম্পর্কে মণ্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মতামত প্রকাশ করা, ভোট দিয়ে মতামত প্রকাশ করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার মণ্ডলীর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত।

উপসংহারে বলতে চাই যে, রোমে অনুষ্ঠিত সিনড-এর সঙ্গে আমরা সবাই আত্মিক ও বাস্তবিকভাবে সম্পৃক্ত। আমাদের সম্পৃক্ততা শুধু তথ্য জানার মধ্যে সীমিত নয়। সিনডের লক্ষ্য, ভাবধারা, কার্যপ্রণালী, আত্মায় সংলাপ এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আমরা সবাই একসঙ্গে যাত্রা করছি। সিনড-এর মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে কী বলেন সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া, আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করা এবং আমাদের আত্মনিয়োজন সুদৃঢ় করা হবে সিনড-সদস্যদের সাথে আমাদের একসঙ্গে পথচলার ধারা। প্রার্থনায় আমাদের প্রতিনিধিদের সাথে একাত্ম হব। এই একাত্মতা মণ্ডলীর মধ্যে মিলন-সমাজ গঠন করতে, অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী গড়ে তুলতে এবং মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করতে আমাদেরকে আরও তৎপর ও সক্রিয় করবে।

তথ্যসূত্র:

1. Rev. Fr. Timothy Redcliff, OP, Five Meditations for the Retreat to the Synod Members, October 1-3, 2023.
2. Pope Francis: Collection of Patristic Texts for the Opening of the Synod's Work
3. Pope Francis, Homily at the Solemn Inauguration of Synod at the Concelebrated Mass (St. Peter's Square)
4. Gerard O'Connell, Analysis: The synod is not Vatican III. It's Pope Francis' implementation of Vatican II, October 04, 2023
5. Gerard O'Connell, Synod Diary: A synod doesn't decide—it discerns, in AMERICA
6. 1st General Congregation Report from the General Relator By Jean-Claude Card. Hollerich, Relatore generale SYNOD.VA (CNUA)

7th October, 2023

Archbishop Theotonius Amal Ganguly, csc, -- a Day Star.

Today, the 7th October, is the 63rd Anniversary of the Consecration of Archbishop Theotonius Ganguly, csc, as Bishop. He was the first native and Bengali Priest to be named Bishop in Bengal in 1960.

On the day of his Consecration, the then Archbishop Lawrence Graner, csc, introduced Archbishop Ganguly to the huge crowd present for the episcopal ceremony as a “Day Star”, signifying that the first Bishop of Bengal not only shines as Star in darkness but he shines more as Star during the Day.

In the Gospel Reading today, Jesus says: “Blessed are the eyes that see what you see”. Yes we are blessed because we see today Archbishop Ganguly, as a precious gift from God, a holy person to us, as Servant of God now in the process of his canonization.

Archbishop Ganguly was born on 18th February, 1920 in Hashnabad, the Parish of Our Lady of the Holy Rosary, Dhaka, Bangladesh. When we look at his life in childhood and in school days, we can see him as special Gift of God, a gift which needed many years to blossom in fullness, manifested in variety of ways, to be recognized and to be told the tale of his life: mentioning that he came from a good Catholic, cultured and educated family, brought up with religious and spiritual formation, recognized in him something exceptional in school and in the minor seminary, indication of a divine call in him recognized by many of his contemporaries, meritorious boy with excellent results in the school final exam, appeared in the merit list of the students at the national level; active involvements in sports, music, drama; simplicity, devotedness, prayerfulness, sincerity and honesty, joyfulness in living and sharing his life, etc.

Archbishop Ganguly, right after his Ordination to the priesthood on 5th June, 1946, felt always an inner urge to help the people who are in needs, to go to the people living far away in the periphery, traveling on foot, on cycle or to take any means of transports like rickshaws, trains, pulling carts, etc. Once he was going by train and there was no way to enter the train because of the crowd and the train was moving away, he immediately jumped and stood on the joints of the two wagons of the train, traveling with his cassock on.

Even at the time of his life on earth, he was popularly considered “a living saint” because of his kind and gentleness, humility and meekness, simplicity and God-fearing, charitable and gentle behavior towards all.

Archbishop Ganguly has been given to us, so that the Church becomes holy by following his example. So many follow and imitate Archbishop Ganguly, pray and receive God’s favors through his intercessions. His sainthood is like a treasure still hidden, which needs to be uncovered, exposed and lifted high for the good of the Church.

Rejoicing in the Spirit and untied with Jesus in the Gospel today, we "give you praise, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike.”
Lord, for the glory of your Holy Name and for good of the Church, make your Servant Blessed; increase our love for him; and let his life inspire us to follow his examples. Amen.

Cardinal Patrick D’Rozario, csc., Archbishop Emeritus of Dhaka, Bangladesh.

১লা অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি.

জীবনের ৮০ বছরের পূর্তিতে এবং কার্ডিনাল হিসেবে ৭ বছরপূর্তিতে রোমের সাধু পিতরের গির্জায় সাধু পিতরের সমাধিতে উপস্থিত থেকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

আজ এই দিনে, সাধু পিতরের উত্তরসূরি, পোপ মহোদয়ের অনুগত এবং তার সাথে একাত্ম হয়ে বিশ্বমন্ডলীতে ও স্থানীয় মন্ডলীতে পোপের উপস্থিতি ও তার শিক্ষা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করেছি।

পোপ নির্বাচনের জন্য ভোট দেয়ার অধিকার থেকে মুক্ত হলেও আজীবন কার্ডিনাল হিসেবে পোপের উপস্থিতি ও শিক্ষা যেন সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তার জন্য প্রার্থনাও করেছি।

উপরোক্ত ধ্যান নিয়ে এ বছরে, রোমে বসে আমার ৮০তম জন্মদিন পালন করার সৌভাগ্য আমার জন্য এক বিশেষ অনুগ্রহ।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের জেনারেলেটের চাপেলে খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করে জন্মদিন পালন করলাম। আমার জন্য এই ঘটনাটিও প্রথম এবং তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে যাবে।

আজকের দিনে তোমাদের সবার স্মরণ, ভালবাসা, প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা কৃজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে আমি ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করি।

ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরজা, যীশুকে আজীবন ভালবাসতে আমাকে শিক্ষা দাও।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডিরোজারিও

রোম নগরী, ১লা অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি.

১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

সবুজ বিশ্বায়নে ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় যুবাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

উপরোক্ত বিষয়বস্তুটা অনেকটা বিশাল ও ব্যাপক। বাংলাদেশের জন্য যদিও প্রাসঙ্গিক তথাপি যারা বিশেষজ্ঞ নয় তাদের জন্য বিষয়টা অনেক কঠিন ও সহজে বোধগম্য নয়। বাংলাদেশের যুবারা বিষয়বস্তুর সাথে হয়তো সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, ফলে তাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করাটাও ততো সহজ হবে না। তথাপি বিষয়বস্তু ওপর সাধারণ কিছু তথ্য দিয়ে প্রাসঙ্গিক ও প্রায়োগিক কিছু ধারণা তুলে ধরছি।

॥ ক ॥ বিষবস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা

বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন একটা প্রক্রিয়া। বিশ্বের বড়ো বড়ো উন্নত দেশ থেকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বিশ্ব-দর্শন, ভাবনা ও কৌশল-পদ্ধতি বিশ্বের সবদেশে ছড়িয়ে যায় তা বুঝার জন্য বিশ্বায়ন একটি ধারণা রূপে পরিচিত। এর ফলে যে জিনিসটা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর নানা জায়গায় যাকিছু হয় তা যেন নিজ ঘরে বসে যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে সব জানা যায়, পাওয়া যায়, এমন কি গ্রহণ করা যায় এবং তার দ্বারা অনায়াসে উন্নয়নের আদর্শ ও চিহ্ন হিসেবে প্রভাবিত হয়।

কিন্তু উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন যা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিকট সবকিছু গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাদের নিজস্ব কৃষ্টিগত ভাবে সঠিক ও সমন্বিত উন্নয়নের মডেল নয় বলে উপলব্ধি করছে। তাদের ধারণা উন্নয়নশীল দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী হয়ে প্রবেশ করছে, যার ফলে উন্নত বিশ্বের সমস্যা দ্বারা উন্নয়নশীল দেশগুলোও জর্জজড়িত হচ্ছে, উন্নত বিশ্বের অশুভ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো একদিকে চাচ্ছে উন্নয়ন, আবার অন্যদিকে বিশ্বের সমস্যা সমাধানে জন্য বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার চাপ সর্বদাই অনুভব হচ্ছে অথবা বিশ্বায়নের অশুভ শক্তি, যেমন বিশ্বের ক্রমাগত উষ্ণতা, হ্রাস করার জন্য উন্নত বিশ্বের ভূমিকা খুবই যৎসামান্য এবং তাদের উন্নয়ন চালিয়েই যাচ্ছে, অথচ ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে উন্নত বিশ্ব থেকে প্রয়োজন অনুসারে সহযোগিতা পাচ্ছে না। যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাবে অন্যায্যতা।

সবুজায়ন

উপরোক্ত কারণে বিশ্বের অর্থনীতিতে একটা নতুন ধারণা এসেছে যাকে বলা হয় "সবুজ অর্থনীতি"। এই ধারণায় বিশেজ্ঞরা মনে করছেন যে, এই সবুজ অর্থনীতিতে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সত্যিাকারের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

সবুজ অর্থনীতি তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই নীতিগুলো হল:

প্রথম: সকল উন্নয়ন হবে "পরিবেশ-কেন্দ্রিক"; অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরিবেশ হবে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং মূল্যায়নের মাপকাঠি। উন্নয়নের জন্য পরিবেশকে নষ্ট করা কোনভাবেই ন্যায্য হবে না।

দ্বিতীয়: বিশ্বের মধ্যে উন্নয়নের একটি সীমা আছে। উন্নয়ন অপরিসীম বা সীমাহীন নয়; জগতের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত এবং তার ব্যবহারে সম্পদকে নিঃশেষ করা যাবে না; তাতে আমাদের সাধারণের বসতবাটি এই পৃথিবীটাই শেষ হয়ে যাবে।

তৃতীয়: উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া স্বরূপ আমদানী করে উন্নয়ন করা ঠিক হবে না। এ বিষয়ে প্রতিটি রাষ্ট্র ও দেশ আপন গণতান্ত্রিক পর্যায়ে, টেকসই উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নেবে এবং কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

সামাজিক ন্যায্যতা

এ প্রসঙ্গে সমাজের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গটি আসে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ন্যায্যতা হচ্ছে: "যার যা প্রাপ্য তা তাকে দেওয়া"। এই নীতি অনুসারে মানুষের যা প্রাপ্য তা হচ্ছে মৌলিক অধিকার, আরও ব্যাপকভাবে বলা যেতে পারে: মানবাধিকার। উদাহরণ স্বরূপ মৌলিক মানবাধিকারগুলো হচ্ছে: বেঁচে থাকার অধিকার, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার এবং আরও অনেক। এই সব অধিকার লাভ করা মানুষের প্রাপ্য; আর তা থেকে বঞ্চিত হওয়া হচ্চে অন্যায্যতা। এই অন্যায্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত হবে।

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

বিশ্বের সবুজায়ন ও সমাজের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ যে সামাজিক জীব। সব মানুষের মধ্যে একটা বন্ধন আছে, সম্পর্কিত তার জীবন, এ বিশ্বটা সবার। সুতরাং মঙ্গল প্রতিষ্ঠা ও অমঙ্গল দূর করার দায়িত্ব সবারই। এ দায়িত্ব সমন্বিত। ইদানিং পোপ মহোদয় দুটো বিশ্বজনীন পত্র লিখেছেন: *"লাউদাতো সি"* (২০১৫ খ্রি.) এবং *"ফ্রাতেল্লি তুত্তি"* (২০২২ খ্রি.) যেখানে তিনি বলেছেন: এই বিশ্বটা বা পৃথিবীটা আমাদের সবার বসতবাটি, আমরা এই জগতে একটি পরিবার রূপে বসবাস করি, আমরা সকলে ভাইবোন। এই ভাবনা নিয়ে একসঙ্গে, ঐক্যবদ্ধভাবে জগতের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন করতে হবে। যুবাদের কাছেও ঠিক একই আহ্বান আসে। একা একা নয়, তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সামাজিক ব্যাপারে, সমাজবদ্ধ হয়ে, সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

॥ খ ॥ সবুজ বিশ্বায়নে ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা

সবুজ বিশ্বায়নে ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য মূল ও কেন্দ্রীয় বিষয় হলো: প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন ও সুরক্ষা।

এই পৃথিবীতে আমাদের নিবাস। যে এলাকায় আমাদের অবস্থান, যে বসতবাড়িতে আমরা বাস করি সেখানকার প্রকৃতি কত অপব্যবহার, কত দুর্ব্যবহারে আক্রান্ত। আমাদের আশেপাশের প্রকৃতি আজ চিৎকার করে বিলাপ করছে; সৃষ্টি "প্রসবদেনায় গুমড়ে মরছে" (রোমীয় ৮:২২)। প্রকৃতি মধ্যে দেখি বায়ু দূষণ; বন-বৃক্ষ নিধনে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড; ত্রুটিপূর্ণ ও মাত্রারিক্ত যানবাহন এবং নির্গত হচ্ছে কালো ধোঁয়া। পানি দূষণের ফলে পানীয় জলের অভাব; পানি যতটাই দুর্গন্ধ ততটাই বিবর্ণ; অন্যদিকে গৃহস্থালী বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, মাত্রারিক্ত সার ব্যবহার, জলাবদ্ধতা, প্রয়োজনমত পয়ঃনিষ্কাষণ ও বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থাপনার অভাবসহ নানাবিধ কারণে প্রতিনিয়ত পানি দূষিত হচ্ছে। খাল-বিল-ডোবা-নালা ও জলাশয় দিন দিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে; ফলে পানি-ধারণের ক্ষমতা ধরণী হারিয়ে ফেলছে; অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, তাপ-খড়া, ঝড়-বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ চরম আকার ধারণ করছে। প্রকৃতিতে জীব-বৈচিত্র হ্রাস পাচ্ছে; ঘরে-ঘরে, কলকাখানা-প্রতিষ্ঠানে, হাট-মাঠ-বাজারে, গ্রামে-শহরে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে শব্দ দূষণ; অপরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসিক এলাকায় শিল্পের প্রবেশ, সুন্দর বসতবাড়ি বস্তিতে পরিণত হচ্ছে। মৃত্তিকাদূষণ, দেহদূষণ ও মাদকাসক্তি, ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন, ইত্যাদির মধ্যে পলিক্ষিত হচ্ছে পরিবেশের বিপর্যয়। তাই প্রকৃতি কাঁদছে, সজোরে আর্তনাদ করছে।

(১) প্রকৃতি ও পরিবেশ: "লাউদাতো সি" বিশ্বজনীনপত্রে পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষা

সৃষ্টি ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী। এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় বলেন যে, ঈশ্বর আমাদের মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা; আবার তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আদিপুস্তকে সৃষ্টির বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের জীবন ঈশ্বর, প্রতিবেশী ও প্রকৃতির সাথে সম্পর্কময় জীবনের উপর ভিত্তি করে গড়া। (দ্র: আদিপুস্তক ১-৩ অধ্যায়)

পোপ মহোদয় বলেন যে, আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদের আছে *ত্রিমুখী খ্রিস্টীয় দায়িত্ব* ঃ সৃষ্টি ও প্রকৃতির প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি এবং মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমাদের বিশ্বাস-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঈশ্বরপ্রেম ও প্রতিবেশীপ্রেমের সাথে প্রকৃতিপ্রেম দশ আজ্ঞারই অবিচ্ছেদ্য দাবি। প্রকৃতির উপর যে কোন ধরনের আক্রমণ মানব-মর্যাদার পরিপন্থী। আবার অন্যদিকে প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের হৃদয়ে যদি না থাকে মমতা, কোমলতা ও ভাবনা, তাহলে প্রকৃতিকেও আমরা প্রকৃত অর্থে ভালবাসতে পারি না।

পরমেশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি বললেন: "তোমরা বশীভূত কর।" এ কথা দিয়ে ঈশ্বর মানবজাতিকে আহ্বান করলেন যেন মানুষও ঈশ্বরের মতো সৃষ্টিকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করে। ঈশ্বর আমাদের হাতে সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেন আমরা *বিশ্বস্ত কর্মচারী* হয়ে সেই দায়িত্ব পালন করি।

পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনেকভাবে মানুষের উন্নয়ন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা যদি *সকল ব্যক্তি ও প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের* জন্য পৃথিবীর সম্পদ বিনিয়োগ না করা হয়, তাহলে সেই ব্যবসা অযৌক্তিক, অন্যায় ও মানবতার পরিপন্থী।

বর্তমান পরিবেশের দূরাবস্থা ও বিপর্যয়ের *মূল কারণে রয়েছে মানুষ*। পরিবেশের কথা না ভেবে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা ভেবেছে। যার ফলে এসেছে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয়। মানুষকে এর বিরুদ্ধে বিবেকী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিকার করতে হবে।

পরিবেশ রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে পোপ মহোদয় *"সমন্বিত পরিবেশ"*, অর্থাৎ পরিবেশকে সামগ্রিক বা অখণ্ডভাবে দেখার নীতির বিষয়ে কথা বলেছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশকে মানবতা, পরিবার ও নগরায়ন, প্রভৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মাত্র বাসের স্থান বলে বিবেচনা করা যাবে না। "সমন্বিত পরিবেশ" ভাবনা হতে হবে ন্যায়বিচারের নতুন নীতি।

মানব পরিবেশ *"গণমঙ্গল"* নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে যারা দরিদ্র অবস্থায় পড়েছে তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসায় অগ্রাধিকার দেওয়া ন্যায্যতার দাবি।

"সমন্বিত পরিবেশ" নীতি নিত্যদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা বিরাট সামর্থ মানুষের আছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি, বিভিন্ন দল ও সংস্থার সৃজনশীলতা ও উদারতা লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয়। তারা প্রকৃতির বিরূপ আচরণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে, উৎপাদনশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে, অনেক অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে *সফল-প্রচেষ্টা* চালিয়ে যাচ্ছে।

পোপ মহোদয়ের লেখা প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক সর্বজনীনপত্রটি অধ্যয়ন করতে হবে। এই পত্রের আলোকে পরিবেশ বিপর্যয়ের সঠিক অবস্থা জানতে ও তার লক্ষণগুলো বুঝতে এবং তার মূল কারণগুলো আবিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন সফলতার উদ্যোগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং *সচেতনতা ও শিক্ষা* গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের অবস্থা জানা ও বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রয়োজন *আলাপ-আলোচনা, ঐকমত্য পোষণ ও বাস্তব কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা* যেখানে আমরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে প্রত্যেকে জড়িত হব। এ ব্যাপারে আমাদের সদিচ্ছা ও নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে পোপ মহোদয় নির্দেশ দেন।

পোপ মহোদয় নির্দেশ দিয়ে আরও বলেন যে, পরিবেশ রূপান্তরের জন্য প্রথমত প্রয়োজন *অন্তরের পরিবর্তন*। তাই অন্তরের পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে আর তার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিটি শিক্ষালয় জড়িত থাকবে, যেমন পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ মাধ্যম, ধর্মশিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবর্তনের সূচনা হবে *"নতুন জীবযাপন পদ্ধতি"* গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনের জীবন-অভ্যাসে আসবে পরিবর্তন, যেমন: জল ব্যবহারে পরিমিতি, বায়ু ও শব্দ দূষণের বিপরীতে কার্যকরী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ; বৃক্ষরোপন ও যত্ন, যত্রতত্র বর্জ্য না-ফেলানো, জৈবসারের ব্যবহার, অপচয় ও 'ফেলে-দেওয়ার' আচরণ বর্জন; বাড়ী ও জমির সীমানা-নির্ধারণ, গৃহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পরিবেশবান্ধব মনোভাব এবং প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ প্রেম; প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ, ভোগ ও গচ্ছিত করার অভ্যাস বর্জন; জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার, পুনঃব্যবহার ও নতুনভাবে ব্যবহারের অভ্যাস; বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও অপচয়রোধ।

পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, আমাদের থাকবে একটা *ধ্যানী মনোভাব*: প্রকৃতির সবকিছুকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার মনোভাব; আমার নয়, সবই পেয়েছি পরমেশ্বরের কাছ থেকে -- এরূপ ভাব। তাছাড়া ঈশ্বর তো আমাদের দিয়েছেন পরিবেশ বিশ্লেষণ ও পরিবর্তন করার সক্ষমতা। ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের দেবেন সৃজনশীলতা এবং নব উদ্যম।

স্বাধীন ও সচেতনভাবে যখন আমরা সংযমী জীবন যাপন করি তখন অন্তরে উপলব্ধি হয় গভীর আনন্দ -- *মঙ্গলবাণীর আনন্দ*। নতুন করে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা একে অন্যের জন্য প্রয়োজন, অন্যের প্রতি আছে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভালো হওয়া, ভাল করা ও ভালো থাকার একটা মূল্য আছে।

পোপ মহোদয় প্রতিদিনের খ্রিস্টীয় জীবন-সাধনায় নিয়মিত *মন-পরীক্ষার* সাথে আরেকটি মাত্রা যোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা যেন প্রতিদিন গভীরভাবে চিন্তা করি যে, আমরা ঈশ্বরের সাথে, নিজের ও অন্যের সাথে এবং সৃষ্টি ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলনসাধনায় জীবনযাপন করি। আসিসির *সাধু ফ্রান্সিস* আমাদের যাত্রাসঙ্গী হয়ে থাকুন, কেননা তিনি প্রকৃতিপ্রেম ও দরিদ্রদের প্রতি ন্যায্যতা, সামাজিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও অন্তরীণ শান্তির আদর্শ। *কুমারী মারীয়া*, যিনি তাঁর সন্তানের যত্ন নিয়েছেন সেই একই মাতৃত্ব ও বেদনা নিয়ে তিনি আমাদের যত্ন নিন। *সাধু যোসেফ*, মণ্ডলীর যিনি প্রতিপালক, তিনি আমাদের শিক্ষা দিন যাতে আমরা উদারতা ও কোমলতার সাথে আমাদের হাতে ন্যস্ত এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারি।

ধরিত্রীমাতার বন্দনাগীতি

সবাই মিলে আমরা এই ধরনীতে পথ চলি
সবাই মিলে আমরা করি তার বন্দনাগীতি
সবাই মিলে আমরা তাকে ভালবাসি
সবাই মিলে আমরা তার ক্ষত নিরাময় করি
আপন অন্তরে ধরিত্রীমাতার হৃদয় স্পন্দিত ॥
সবাই মিলে যুক্ত আমরা ধরিত্রীমায়ের সাথে
সবাই মিলে শ্রবণ করি অন্তরে তার পুণ্যগান
সবাই মিলে করি তাকে স্পর্শ
সবাই মিলে সারিয়ে তুলি তার যত ক্ষত
আপন অন্তরে ধরিত্রীমাতার হৃদয় স্পন্দিত ॥

Original: *Mother Earth Song*: Artist Denean (Native American)

পরিশেষে পোপ মহোদয়ের কথার সাথে একাত্ম হয়ে *প্রার্থনা করি*: "হে পবিত্র আত্মা, এই ধরণীকে পিতার ভালবাসায় পরিচালনা কর; প্রসববেদনাতুর সৃষ্টির সঙ্গে তুমি পথ চল; আমাদের হৃদয়ে স্থান নাও, যাতে যা কিছু মঙ্গল তা যেন আমরা করতে পারি। "তোমার প্রশংসা হোক"!

(২) সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশ উদ্‌যাপন কাল

পোপ ফ্রান্সিসের "লাউদাতো সি" (২০১৫ খ্রি.) প্রকাশের পর, প্রতিবছর পত্র-প্রকাশের বার্ষিকীতে, ৭ বছরের মেয়াদপুর্তিতে এবং প্রতিবছর একমাসের বেশী সময় ধরে (১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর) সৃষ্টি, প্রকৃতি ও পরিবেশের উদ্‌যাপন কাল পালিত হয়ে আসছে। আসছে ৪ঠা অক্টোবর "লাইদাতো সি" বার্ষিকীতে পোপ মহোদয় আরেকটি পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছেন।

এই উদ্‌যাপন কালে আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপগণ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে একটি পালকীয় পত্র প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন, যার উল্লেখ নিম্নে করা হল। আবার এবারেও সিবিসিবি-এর "শান্তি ও ন্যায্যতা কমিশন" এ বছরের আন্তর্জাতিক উপাত্ত বিষয় "ন্যায্যতা ও শান্তি প্রবাহিত হোক" উপর ভিত্তি করে আজ, ১৭ই সেপ্টেম্বর "লাউদাতো সি সানডে" পালিত হচ্ছে এবং বিশেষ উপদেশসহ খ্রিষ্টযাগের প্রার্থনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর নির্দেশনা: সৃষ্টি-প্রকৃতির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের করণীয়

(ক) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা : নিজের দেহ থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, উপাসনালয়, স্কুল-কলেজ ও ক্লাসরুম, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, সমাবেশস্থল, ইত্যাদি সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

(খ) অপচয়রোধ প্রয়োজন : অতিরিক্ত খরচপাতি, জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার, পানি ও বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার, ভোজনবিলাস ও ভোগের মানসিকতা বর্জন করা, ফেলে দেয়ার সংস্কৃতি পরিহার করা, জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার, পুন:ব্যবহার ও নতুনভাবে ব্যবহারের অভ্যাস করা, মিতব্যয়ী ও ত্যাগী মনোভাব অনুশীলন করা।

(গ) দূষণযুক্ত পরিবেশ হ্রাস করা : বিদ্যুত সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুত ব্যবহার করা, শব্দ, বায়ু ও জল - সকল প্রকার দূষণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা, নিজে এবং অন্যদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা।

(ঘ) প্ল্যাস্টিক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারে সচেতন হওয়া : প্ল্যাস্টিকজাতীয় দ্রব্যাদি (যেমন- প্ল্যাস্টিক ব্যাগ ও প্যাকেট) ব্যবহার না করা, এখানে সেখানে প্ল্যাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি ছুঁড়ে ফেলে মাটি, জলাশয় ও পরিবেশ নষ্ট না করা।

(ঙ) স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ : প্রকৃতিজাত, বিশুদ্ধ ও সুষম খাদ্য আহার ও পানীয় পান করা, পরিমিত পানি ব্যবহার করা। সহভাগিতার আলোকে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে পারি; এতে পরিবার, পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতি আরও বেশি যত্নবান ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠার সুযোগ থাকবে।

(চ) বৃক্ষরোপন কার্যক্রম : প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষায় স্কুল-কলেজ, গির্জা প্রাঙ্গণ, কনভেন্ট, হাসপাতাল ও অন্যান্য খালি জায়গায় ফলজ, ঔষধি ও টেকসই বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে প্রকৃতিকে আরো সবুজ ও সতেজ করা, ছেলেমেয়েদের/ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃক্ষরোপন ও সামগ্রিক পরিবেশ ও প্রকৃতির যত্নে আরো সচেতন ও মনোযোগী করে তোলা, বাড়ীর আশেপাশে, ছাদে সব্জি বাগান করা।

(ছ) প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাদান ও সম্মিলিত কার্যক্রম : ছেলেমেয়ে/ছাত্র-ছাত্রী ও আগামী প্রজন্মকে বিশ্ব-প্রকৃতির বিপর্যয় ও নানাধরণের সমস্যা-সংকট সম্পর্কে অবহিত করা ও সচেতন করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্দোলন সৃষ্টি করা। পরিবেশবাদীদের সাথে যুক্ত হওয়া, আন্তঃমাণ্ডলীক ও আন্তঃধর্মীয় গ্রুপ তৈরী ও নেটওয়ার্কিং করা। প্রতিবেশীদের প্রতি, বিশেষভাবে দরিদ্র, অসহায় বা বিপদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহনশীল আচরণ ও মনোভাব গঠনে নিয়মিত শিক্ষাদান।

পোপ ফ্রান্সিস স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন- মানুষ প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক ক্ষতি করে চলেছে। তিনি আরও বলেছেন 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে মনপরিবর্তন' অপরিহার্য, যাতে চতুর্দিকের জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপসংহার: যুবাদের করণীয়

সবুজ বিশ্বায়নে ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় যুবাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিষয়ে তোমার সম্মেলনে যোগ দিয়েছো। তোমাদের কাছে আমার আহ্বান নিম্নরূপ:

প্রথম: তোমরা বাংলাদের পেক্ষাপটে সবুজ বাংলাদেশ গড়ার জন্য এবং এভাবে সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের জীবন-সম্পর্কিত এবং সমাজ-সম্পর্কিত এবং তোমাদের সামর্থ অনুসারে দু'টি/একটি বিষয় তোমরা চিহ্নিত কর। (চিহ্নিত করার জন্য সিবিসিবি-এর প্রস্তাবিত করণীয় থেকে বেছে নিতে পার)।

দ্বিতীয়: "লাইদাতে সি"-বর্ণিত পোপ মহোদয়ের শিক্ষা থেকে উপরোক্ত বিষয়ে কিছু করার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে পরস্পরের সাথে পর্যালোচনা করে এবং কিছুক্ষণ নিরবে চিন্তা ও প্রার্থনার মাধ্যমে, তোমার কাছ থেকে পবিত্র আত্মা কী চান তা শ্রবণ কর।

তৃতীয়: ঐক্যবদ্ধ হয়ে, একসঙ্গে করার জন্য বাস্তব কর্মসূচী বেছে নেও। এর জন্য জ্যেষ্ঠদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পার।

চতুর্থ: তোমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে করার প্রক্রিয়া গ্রহণ কর।

যুবাদের মঙ্গল কামনা করি; সম্মেলনের সফলতার জন্য আশীর্বাদ করি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. *Laudato Si:* Praise be to you My Lord – On Care for our Common Home, বাংলা অনুবাদ: "তোমার প্রশংসা হোক" , Pope Francis, May 24, 2015

২. পালকীয় পত্র, সি.বি.সি.বি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

৩. সি.বি.সি.বি-এর "ন্যায় ও শান্তি কমশনের নির্দেশনা, "লাউদাতো সি" রবিবার পালনের নির্দেশনা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

রচনাকাল: ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

একটি পরিবারের সকলে ধন্যশ্রেণিভুক্ত

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে “পরিবার” বিষয়ের উপর ভাটিকানে একটি বিশপ-সিনড অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম: “গোটা একটি পরিবার সাধুশ্রেণী ভুক্ত করা হচ্ছে না কেন?” গতমাসে ফ্রান্সে গিয়ে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার মঠাশ্রমে এবং তার পিতামাতা যারা ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সাধু-সাধ্বী বলে মন্ডলী স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাদের নিকট তীর্থ করতে পেরে অনেক আনন্দ পেয়েছিলাম।

আরও বড়ো আনন্দ আমার ও সকল পরিবারের জন্য – এ কারণে যে, আসছে ১০ই সেপ্টেম্বর পোলান্ডে গোটা একটি পরিবারকে “ধন্যশ্রেণিভুক্ত” করা হবে।

পিতামাতা ছাড়া পাঁচটি সন্তান এবং একটি সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভুমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে জার্মান নাৎসিরা তাদেরকে হত্যা করে, কারণ পরিবারটি অনেক ইহুদিদের তাদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পিতামাতা ও সন্তানসহ আটজনের একটি পরিবার “ধন্যশ্রেণিভুক্ত” করা হবে।

খুবই আনন্দের ও বিরল ঘটনা। মন্ডলী ও প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি প্রেরণা হয়ে থাকবে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও
৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

১৮/০৮/২০২৩ খ্রি.

আধুনিক কালের ব্যতিক্রমী পরিবার

কুমারী মারিয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্বে, পোপের প্রাক্তন গ্রীষ্মকালীন শহর, কাসতেল গন্ডলফো মিসা দিতে গিয়ে একটা জিনিস খুবই ভালো লেগেছে। আর তা হলো সেখানে চারটি পরিবার ছিল প্রতিটি পরিবারে সাতজন ছেলেমেয়ের উপরে সন্তান ছিল। সবার ফটো এখন দিতে পারছিনা তবে একটি পরিবারের ফটো খুবই আনন্দের সাথে তোমাদের সঙ্গে সহভাগিতা করছি।

এই ছবিটিতে যে পরিবারটি দেখা যাচ্ছে সেটি, শুনলাম, স্পেন থেকে আসা ইতালিতে বসবাস করা একটি পরিবার। হঠাৎ করে ১৫ই আগস্ট কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্বের দিনে রোম থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে কাসতেল গণ্ডলফোতে খ্রিষ্টযাগের শেষে তাদের সাথে দেখা হল ও ফটো তোলা হয়। ১৬ তারিখ থেকে রোমে আমি নির্জন ধ্যানসভা শুরু করেছি একটি সেন্টারে। অপরিকল্পিতভাবে গতকাল ১৭ তারিখ সন্ধ্যাবেলা উক্ত গোটা পরিবার সেন্টারের চ্যাপেলে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করতে আসলো। অবাক হলাম!

১৮ তারিখ আজ সকাল সাড়ে দশটার সময় যখন চ্যাপলে একা একা ধ্যান করছিলাম ঠিক তখনই আবার ওই পরিবারের সকলে চাপেলে এসে নিরবে ধ্যান ও প্রার্থনা করতে শুরু করলো। আবারো অবাক হলাম!

পরিবারের একটি ছেলেকে অনুরোধ করলাম যেন একটি ভিডিও করে। পরে আমিও সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ভিডিও করলাম। সেই ভিডিওটি তোমাদের সাথে সহবাগীতা করছি।

আজকে আমার ধ্যানের বিষয় ছিল মন্ডলী ও পরিবার। পরিবারটি আগে চিনিনি। এখনো তেমন কোন কথাবার্তা হয়নি। অথচ চ্যাপলে প্রার্থনার সময় তাদের সাথে একসঙ্গে ধ্যানে সময় কাটানো এটা যেন আমার জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম।

ঈশ্বর কী বলছেন তা শোনার চেষ্টা করছি।
রোম, ১৮/০৮/২০২৩ খ্রি.

August 22, 2023

PILGRIMAGE TO EUROPE: MAIN EVENTS
JULY 29 - AUGUST 22, 2023.

I. PILGRIMAGE TO PORTUGAL (29 July - 6 August, 2023)

1. My first Pilgrimage to Portugal, the land of the First Missionaries who brought Christianity to Bengal starting from 1518. It was a pilgrimage of gratitude to the Catholic Church in Portugal.

2. Living 9 days with a family which was of typical in Portuguese history, culture, life- style, religious practices and devotions. It was a Family of Joao and Amelia Bleck, a family with whom we could converse on any topics of history, philosophy, theology, spirituality, piety and devotions; a family who was generous, hospitable, sharing and amicable. Pilgrimage at home!

3. Pilgrimage to our Lady of Fatima and the three saints connected with the apparitions of Blessed Virgin Mary and her messages to: Lucy, Francisco and Jacinta who are canonised Saints in the Church.

4. Pilgrimage to and offering Mass at the birthplace of St. Anthony of Padua, from whom strong popular devotions in Bangladesh have originated.

5. Grand Pilgrimage to the World Day of Youth in Lisbon with the presence of Holy Father, Pope Francis. One and half a million people gathered with estimated 800 Bishops and Cardinals and about 15 thousand priests from all over the world.

6. Youth performances for the opening, for the reception to the Holy Father, the Way of the Cross with testmonies and displays, Holy Hour with Night Vigil and the Final Mass with prayerful prayers, silence, heart touching personal sharings of the Youth marked all the events. Catechesis, Eucharistic Celebrations in groups, Encounters with Jesus in Sacramental Confessions ministered by priests and me included, were other highlights of the pilgrimage.

7. Holy Father called the Youth of the world to come to Lisbon, encounter Jesus and he has sent them out to the world as Missionary Disciples, like the missionaries of 16-17th centuries were sent from the Port of Lisbon of Portugal. "TODOS, TODOS, TODOS, ALL, ALL ALL" you all go together for the mission of Jesus, was the sending message before departure.

II. PILGRIMAGE TO FRANCE (August 7-13, 2023).

1. The first stop and accommodation in the House of "Missions Ètranger de Paris" (MEP) gave the opportunity to pilgrim to the past Missionaries who went from Paris to Asia from 17th century onward. Meeting the Bengali Christans from Bangladesh in two family gatherings and celebration of Mass and fellowship afterwards at the MEP House, was an occasion to experience the call they have, to be Bengali missionary in today's France.

2. Pilrimage to Le Mans, France was a deeper entering in to the heart of the Founder Blessed Basile Moreau and to the origin, root and early heritage of Holy Cross. Holy Cross Parish Church. tomb, presence of Holy Cross from mission countries including Bangladesh, Solitude, Heritage and the Sisters of the Marianites, Mother Province of France, etc. have deepened my love, bond, attachment and hope.

3. Pilgrimage to the Little Flower of Jesus, St. Theresa of Lisieux was a very touching experience. With special permission from the Prioress of the CarmeIite Monastery I was able to walk the ground

that St. Theresa walked, to see and touch the bed she slept on. I left a small note of prayer to St. Theresa under the pillow she used to sleep on, sat for a while on bench and the place where she used to sit during her prayers and meditations.

4. In 2014 at the Summit Meeting on family, a question came to my mind why a family is not canonised in the Church. In 2017 Pope Francis canonised the father and mother of St. Theresa. How lovely to see other 4 sisters of St. Theresa who were living in the same convent with her. The Basilica, tombs and the Museum made me enter into the sanctity of St Theresa's family. What a pilgrimage experience!

III. PILGRIMAGE IN L'OPERA DELLA CHIESA - WORK OF THE CHURCH OF MOTHER TRINIDAD (August 14-19, 2023)

1. I planned to make a retreat of four days at a Center to be preached by Mother Trinidad, who died in 2021, the Foundress of " THE WORK OF THE CHURCH" through Video Talk. She is a lay woman, instructed by God to communicate the messages she received in her prayers and ecstatic union with God.

2. The retreat started with the Community Celebration of Consecrated Life of the members who are priests, lay men, woman and associated families on the Assumption of our Lady on 15th August in the City of Castel Gondolfo, the past summer house of the Pope. I offered Mass in Italian preached homily in English which was translated.

3. In this Pilgrimage God has blessed me with opportunity to encounter four families who each had more than seven children attending the Mass. One of the families, coming from Spain, of eight children with their two parents accompanied me six times in four days of the retreat with their silence, prayers and adoration in the chapel where I was making my own. What an awesome event of making a part of the retreat with a large loving single family, wo got attached to me. Praise the Lord for this unique opportunity.

4. Mother Trinidad, an would be saint, spoke during the retreat about: Mystery of the Divine Family of Holy Trinity; Mystery of Incarnation; Mystery of Mother of God; Mystery of the Church, Priesthood, Liturgy and Prayers. All the conferences made me enter into the bosom of the above mysteries and helped me to grasp mystery more deeply the spirituality of the aggiornamento brought about by the the Second Vatican Council.

CONCLUSION: HOLY CROSS GENERALATE (August 20-22, 2023)

I took these two days to live in the Holy Cross Generalate to re- capitulate and to document briefly what I lived in this Pilgrimage. These two days have been momentous and gracious occasion to recall my last 62 years of pilgrimage in Holy Cross Congregation leading to still unfolding the unknown of the journey.

My soul sings the songs of God, of the Church of the Laity (FAMILIES), Priest and Consecrated People and of the Holy Cross Congregation.

Gratitude to all those who have journeyed with me, made sacrifices and contributed to the memorable Pilgrimages.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Holy Cross Generalate in Rome. August 22, 2023

July 29, 2023

A message from Cardinal Patrick D'Rozario

Friends of Notre Dame University Bangladesh, greetings. I deeply regret that I am not able to be present with you in person for the blessing and inauguration of this new building and the joyful celebration of the university's tenth anniversary. A long-standing commitment to participate the World Youth Day with Pope Francis in Portugal, has obliged me to depart the country on this same day.

Instead, allow me to convey a heartfelt message along with my prayers and best wishes for all the students, teachers, and staff of NDUB who have carried this extraordinary project forward. We are also grateful to guardians, donors, and many others who have helped to make this dream become a reality.

The Catholic Church in Bangladesh has a long and remarkable history of involvement in education which continues to grow, expand, and thrive. Often the mission schools in our country have been pioneers in advancing innovative programs, maintaining high standards, and meeting needs that might have been overlooked or left unattended. One of the most important priorities in our involvement in education is to form mind and heart of the partners in order to build "Human Fraternity" respecting everyone as our brother and sister.

With the foundation of Notre Dame University Bangladesh, we have opened a new chapter in this story of the Congregation of Holy Cross in our midst, and we look forward to its continuing evolution and flourishing. NDUB represents a great leap forward toward a fuller engagement, especially with the country's scholars and leaders who find inspiration in the vision of integral learning, character formation, and social responsibility as defining features of a university in the Catholic tradition.

Finally, may the grace of God and the patronage of Our Lady, Notre Dame, continue to guide and strengthen us and to provide for all those involved with this university as we strive to make it a special place of learning, wisdom, and service.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka

July 28, 2023

MESSAGE

I am delighted to share my few words on the celebration of the 10th Anniversary of Notre Dame University Bangladesh and the inauguration of the new building.

I have witnessed the remarkable growth and impact of this university in our city and beyond. I have also seen the fruits of its commitment to academic excellence, faith formation, formation in human fraternity and social justice.

Notre Dame University Bangladesh started its journey with hope and challenges to make a positive change in our society and we can say that, the University is on its track towards the vision and mission. Despite being a tiny population, the Catholic Church in Bangladesh has had a significant influence, particularly through its educational system. All our educational institutions, either located in cities or in rural areas, either elementary, secondary or higher secondary level, are accessible to everyone, for education in human values and human fraternity.

As the sole Christian-sponsored institution in the nation, Notre Dame University Bangladesh started classes ten years ago after extensive planning. The idea was to bring something to the university level that has long been valued at the lower levels.

In the face of the complex situation that we live, it is urgent that all concerned should sign together as a choir, journey together in common dialogue, moving forward to the common goal with courage, initiative and creativity, and open to sharing with one another and to concern for the future.

This new building will be a place of encounter, dialogue, and learning for students, faculty, and staff, as well as for the wider community. It will also be a place of love and respect, where we can deepen our human and spiritual relationship.

I congratulate everyone who has contributed so much to come this far and I pray that God will bless this University and all who enter it. I also pray that God will continue to bless Notre Dame University Bangladesh as it looks forward to a bright future.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Archbishop emeritus of Dhaka

২৭ই জুলাই, ২০২৩

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি এর বাণী

সারা পৃথিবীতে করোনা মহামারী মানুষকে শিখিয়েছে কঠিন বাস্তবতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করে জীবনকে আলিঙ্গন করতে। আর জীবনের এই কঠিন বাস্তবতাকে গ্রহণ করে শুরু হয়েছে সৃজনশীল কর্মতৎপরতা। শিক্ষাজীবনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা শিক্ষার্থীর সৃজনশীল এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের এক আন্তরিক প্রয়াস। প্রতিভাদীপ্ত শিক্ষার্থীদের সুকুমার বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে কলেজ ম্যাগাজিনে। মননচর্চার এক নান্দনিক প্রয়াস 'ক্রাইব' ২০২০-২২ নতুন লেখকদের সুযোগ করে দিয়েছে এবং সেই সাথে শিক্ষকদের লেখনি বার্ষিকীকে করেছে আরও ঋদ্ধ। এ সংখ্যাটি হলি ক্রস কলেজের ৭০ বছর পূর্তি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা গোটা চার্চ উপলব্ধি করি যে, মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে আমরা আহ্বান পেয়েছি, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছি এবং মুক্তির সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি। স্বাধীন

বাংলাদেশকে সোনার বংলায় পরিণত করার নির্মাণ কাজে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে চার্চ সর্বাত্মকভাবে কাজ করেছে । বিশেষ ভাবে বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ দেশের জনগনের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে নিবেদিত প্রাণ। হলি ক্রস কলেজ তন্মধ্যে অন্যতম একটি বিদ্যাপীঠ। বিগত ৭৩ যছর যাবৎ নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশুনা করে অনেকেই আজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে দেশের ও দশের সেবা করে চলেছেন। এমনকি পৃথিবীর অনেক দেশে অনেকে সুনামের সাথে কাজ করছেন। এ জন্য আমি গর্ব অনুভব করি।

সাম্প্রতি পোপ মহোদয় গুরুত্ব আরোপ করেন 'সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর' ওপর। 'সিনড' কথার অর্থ হচ্ছে 'একসঙ্গে পথ চলা', 'সবার অংশগ্রহণ'। 'সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর' প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'শ্রবণ করা'। পবিত্র আত্মার অবধারণ শক্তি দ্বারা আমরা জানি, বিবেচনা করি, যাচাই করি পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে কী বলছেন। এ অবধারণ শক্তি দ্বারা আমাদের নিজেদের মধ্যে যা কিছু ভালো বা মন্দ আছে তা আমরা জানতে পারি; অন্যের মধ্যে পবিত্র আত্মা আমাদের কী করতে বলেন? যা কিছু ভালো বা মন্দ আছে তাও আমরা জানতে পারি। যা কিছু "ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম", (গালাতীয় ৫:২২-২৩); ঐক্য-মিলন, ভ্রাতৃত্ব, ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান, সমঝোতা, সংলাপ, সংহতি,স্বার্থচিন্তা-মুক্তি, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে- তাই পবিত্র আত্মার কাজ।

পবিত্র আত্মা আমাদের কী করতে না করেন? "ব্যাভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ-উৎসব"(গালাতীয় ৫:১৯-২১), মিথ্যা-অপবাদ দেওয়া, দুর্নাম করা, সুনাম নষ্ট করা, বিরূপ সমালোচনা করা, স্বার্থচিন্তা, আঞ্চলিকতা, পরনিন্দা, পরচর্চা, মিডিয়ার মধ্য দিয়ে কাউকে হেয় করা, কারো চরিত্র হনন করা, হুমকি-ধামকি দেওয়া, ক্ষমতা প্রদর্শন করা, সত্যতা যাচাই না করে অসত্য প্রচার করা, ইত্যাদি কাজ সব পবিত্র আত্মার পরিপন্থী। 'সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী' গড়ার প্রক্রিয়ায় এসো আমরা পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা অবধারণ প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে পথ চলি। সত্যকে গ্রহণ করে, অন্তর আত্মার নির্দেশে সর্বদা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করি। আমাদের শুভ চিন্তা ও কাজে এ পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠুক। নিরাশার মাঝে আমি-তুমি-সে---আমরা সবাই যেন হই আশার আলো।

মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন, নিরাপদ রাখুন।

_____

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি
অবসরপ্রাপ্ত ঢাকার আর্চবিশপ

২৪/০৭/২০২১

কার্ডিনাল মহোদয়ের শুভেচ্ছা বাণী

অবলেট মিশনারিদের বাংলাদেশে আগমন এবং খ্রিস্টবাণী প্রচার ও পালকীয় সেবাদানের সুবর্ণ জয়ন্তীতে অবলেট ধর্মসংঘের প্রত্যেক সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পালকীয় যত্ন ও সেবাদানের জন্য যাজকদের গঠনদান একটি অত্যাবশকীয় করণীয় ছিল। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী অবলেট মিশনারিদের সেমিনারিতে গঠনদানের পাশাপাশি ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাদানের জন্য আহ্বান জানান। বিশপ সম্মিলনীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অবলেট মিশনারিগণ ২৯ শে জুলাই, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি মেজর সেমিনারীতে গঠনদানের সাথে সাথে তারা বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে পালকীয় সেবায় নিয়োজিত আছেন।

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রসার ও বিকাশে অবলেট মিশনারীদের অবদান অনস্বীকার্য। মঙ্গলবাণী বিস্তারে তারা প্রথম থেকেই বদ্ধপরিকর ছিল। তাদের ক্যারিজম, "তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন-দরিদ্রের কাছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে" (লুক ৪:১৭) - এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত সিলেট অঞ্চলে মঙ্গলবাণী বিস্তারের জন্য নিরলস কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। খাসিয়া, গারো এবং চা-বাগানের জনগোষ্ঠি ভাই-বোনদের মাঝে খ্রিস্টবাণী প্রচারের সাথে সাথে এই সকল আদিবাসী ভাইবোনদের শিক্ষা

সেবা দিয়ে তাদের আত্ন-মর্যাদা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তারা গ্রামে গ্রামে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেন এবং ক্যাটেখিষ্ট শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠির মাঝে খ্রিস্টবিশ্বাস প্রসারে ও বিকাশে অবদান রেখেছেন। আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষায় বড় করার জন্য হোষ্টেল প্রতিষ্ঠা করেন।

খ্রিস্টভক্তদের যথাযথ পালকীয় যত্ন ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে, তারা সংশ্লিষ্ট ধর্মপ্রদেশের জন্য নতুন ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। সিলেট অঞ্চলটিকে একটি ধর্মপ্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে, অন্যদের সাথে তারাও অনেক বড়ো অবদান রেখেছেন। ধর্মপালের আমন্ত্রণে তাদের প্রৈরিতিক কার্যক্রম সুদূর চট্রগ্রাম ধর্মপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশেও বিস্তার লাভ করেছে। অবলেট মিশনারিদের নিরলস শ্রম ও প্রৈরিতিক সেবার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

অবলেট মিশনারিদের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইউজিন ডি' মাজেনড তাঁর মৃত্যুশয্যায় অবলেটদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বদা প্রেম, প্রেম এবং প্রেম চর্চা করো এবং বর্হিবিশ্বে মানব মুক্তির জন্য উদ্যমী হও!" বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সকল অবলেট মিশনারিদের জীবনে সাধু ইউজিনের এই আকাঙ্খা যেন পরিপূর্ণতা লাভ করে সেই প্রার্থনা ও শুভ কামনা করছি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি
ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ

২৬ই জুলাই, ২০২৩ খ্রি.

যিশুর হৃদয়ের সংঘপ্রদেশ-এর উদ্দেশ্যে
একসঙ্গে পথচলার ব্যক্তিগত চেতনা ও অভিজ্ঞতা
সংঘের সাংগঠনিক বিষয়

ভূমিকাঃ

- যিশু হৃদয়ের সংঘপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিস্ট পথচলা উদ্বোধন করতে আমরা সমবেত হয়েছি।
- সংঘপ্রদেশের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সাম্প্রতিক মাণ্ডলিক প্রসঙ্গ হচ্ছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী, যার যাত্রাপথে আছে তিনটি অগ্রাধিকারঃ মিলন, মিশন ও অংশগ্রহণ।
- প্রাসঙ্গিকতার কারনে জয়ন্তী উৎসব হতে পারে সিনড-বিশিষ্ট পবিত্র ক্রুশ সংঘপ্রদেশ হিসেবে পরিপক্ক হওয়ার একটি প্রক্রিয়া।

১) পবিত্র ক্রুশ সংঘের একসঙ্গে পথচলাঃ মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশন

পবিত্র ক্রুশ সংঘের গোড়াপত্তন থেকে শুরু ক'রে অতীতের দীর্ঘ যাত্রাপথে ছিল অনেক মাইলফলক। পবিত্র ক্রুশ সংঘটি পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাবে শুরু, আবার একত্রে মিলন-প্রতিষ্ঠার বিশেষ মুহূর্ত (১৯৩৭খ্রি.)। সংঘে পুণ্য পরিবারের আদর্শে স্থাপিত তিনটি সমাজ (ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার), আবার আদর্শগত ভাবে একটি পরিবারের মিলন, মিশন এবং সম্মিলিত মিশনে অংশগ্রহণ (১৮৫৩-১৯৪৫)। সিস্টারদের ভিন্ন সময়ে তিনটি সংঘ প্রতিষ্ঠা (১৮৫৫ পৃথক, তিনটি সংঘ রূপে অনুমোদন ১৮৬৭, ১৮৬৯, ১৮৮৩), আবার তারা একই সংঘ-প্রতিষ্ঠাতার অনুসারী ও সন্তান। ১৯৪৫ খ্রি. ফাদার ও ব্রাদারদের স্বতন্ত্র প্রভিন্স স্থাপন; আবার সংঘ পর্যায়ে সাংবিধানিক আদর্শে ও অনুশাসনে আছে ঐক্য ও মিলন। এই ছিল গোটা পবিত্র ক্রুশ সংঘজুড়ে স্বাতন্ত্র্য ও মিলনের ধারার ইতিহাস। সাম্প্রতিককালে সংঘের অবকাঠামোতে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রতীক্ষায় থাকব সেই পরিবর্তন কীভাবে আদি আদর্শে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে কিছু লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

২) বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার-ব্রাদারদের একসঙ্গে পথচলা আবার স্বাতন্ত্র্য ও মিলনধারা

- বঙ্গে মিশনকে লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখে একসময়ে ছিল গোটা পবিত্র ক্রুশ সংঘের পথচলা যার ফলশ্রুতিতে পবিত্র ক্রুশ সংঘের অনুমোদন লাভ করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে।

- বাংলায় একাধিক জাতি ও কৃষ্টির সদস্যদের মধ্যে (আমেরিকান, ইউরোপীয় কানাডীয়, বঙ্গীয় ও ভারতীয়) ছিল স্বাতন্ত্র্য; আবার পবিত্র ক্রুশ সংঘের মিলন ও মিশনে অংশগ্রহণের মধ্যে ছিল সবার মিলন ও ঐক্য।
- সাংগঠনিক কাঠামোগত ভাবে পবিত্র ক্রুশ সংঘের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা (আমেরিকান ও ফরাসীভাষী ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাইকারিয়েট বা ডিস্ট্রিক্ট), আবার সেখানেই মিলনের ধারায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রাদারদের জন্য ও ফাদারদের জন্য ডাইয়োসিস পর্যায়ে পৃথক দুটো ডিস্ট্রিক্ট প্রতিষ্ঠা করা। পরবর্তীতে সংঘ-পর্যায়ে ব্রাদার ও ফাদারদের জন্য স্বতন্ত্র সংঘপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে, তথাপি বাংলায় জাতীয় পর্যায়ে উভয়ের মিলন অব্যাহত থাকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
- ধর্মপ্রদেশের সীমানার ভিত্তিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে, আমেরিকা ও কানাডার প্রভিন্সের অধীনে আবার চারটি ডিস্ট্রিক্ট স্থাপন করা হয়: ফাদার ও ব্রাদারদের জন্য ঢাকাতে দুটো এবং ও ব্রাদার ও ফাদারদের জন্য চট্টগ্রামে দুটো।
- স্থানীয় মণ্ডলীর চিন্তাধারার প্রেক্ষাপট থেকে ১৯৮০ দশক থেকে বাংলাদেশে ফাদারদের জন্য একটি ও ব্রাদারদের জন্য একটি ডিস্ট্রিক্ট করার প্রক্রিয়া শুরু হয় যা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন করা হয়।
- ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের পর উক্ত দুটো ডিস্ট্রিক্ট কে ভাইস-প্রভিন্স হিসেবে উন্নীত করা হয় এবং এক যুগ ধরে যাত্রার শেষে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে দুটো পৃথক প্রভিন্স প্রতিষ্ঠ করা হয়। এই ঘটনার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে আমরা মিলিত হয়েছি।
- বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সিস্টার, ব্রাদার ও ফাদারগণ, সাংগঠনিক অবকাঠামোতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করলেও, সেখানে রয়েছে মিলন, মিশন ও অংশগ্রহনের একসঙ্গে পথচলা, যা বিভিন্ন ও সম্মিলিত কর্মসূচিতে প্রকাশিত হচ্ছে।
- পৃথক পৃথক ভাবে সংঘপ্রদেশের রজত জয়ন্তীর সূচনা হলেও আবার আগামী বছরে একত্রে, সমবেতভাবে বাংলাদেশের দুটো সংঘপ্রদেশের রজত জয়ন্তী উৎসব করার বাসনা ও নির্দেশনা রয়েছে। এরূপ সিদ্ধান্তটিও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে মিলন-সন্ধান ও মিলন-বাসনার ইঙ্গিত বহন করছে।

৩) পবিত্র ক্রুশ সংঘে আমার পথচলার অভিজ্ঞতা:

(ক) ১৩ই জুন, ১৯৬১ সাগরদি নবিশিয়েটে প্রবেশ: ৬২ বছরের পথচলা

(খ) ১৪ই জুন, ১৯৬২ প্রথম ব্রত গ্রহণ আর শেষব্রত গ্রহণ করেছি ১৯৭১ খ্রি.

(গ) পথচলার অভিজ্ঞতার কয়েকটি দিক:

- স্কুল জীবনে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের দ্বারা প্রাথমিক গঠন লাভে ঐক্য ও মিলনের সাক্ষ্য দেখেছি। যাজকীয় পালকীয় জীবনেও অনেক ক্ষেত্রে তার বিস্তৃতি আমার উপলব্ধি হয়েছে।
- নোয়াখালি (১৯৫২) এবং সাগরদীতে (১৯৫৪) ফাদার-ব্রাদার এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ভাইকারিয়েট/ডিস্ট্রিক্ট এবং আন্তঃধর্মপ্রদেশ/আন্তঃপ্রভিন্সের-এর যৌথ নবিশিয়েট ও (থিওলগেইট) স্কলাস্টিকেটের গঠন ব্যবস্থা, পবিত্র ক্রুশ সংঘের একটি সুন্দর ঐতিহ্যগত সম্পদ।
- যৌথ প্রাথমিক গঠন লাভ ক'রে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার হওয়ার পর, একই বাংলাদেশে বাস ক'রে ইন্ডিয়ানা ও ফ্রান্স-কানাডীয় প্রভিন্সের অধীনে পৃথক ভাবে থাকার বিষয়ে প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনে।
- প্রভিন্স প্রতিষ্ঠার পেছনে যারা স্বপ্নদ্রষ্টা, অগ্রদূত, যারা কঠোর পরিশ্রম ক'রে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি: ফাদার পাইয়াঁ, বিশপ যোয়াকিম, ফাদার লেকাভালিয়ের, ফাদার প্যাটনোড, ফাদার ডি'ক্রুজ, ফাদার নেলসন, ফাদার লাবে, ফাদার টিম, ফাদার ভুর্ডি, ফাদার জিম্মারম্যান, ফাদার টমাছ বারোস, ফাদার স্টিফেন, ফাদার বেঞ্জামিন, ফাদার প্যাট্রিক, ফাদার গিলবার্ট, ফাদার ফ্রাঙ্ক, ব্রাদার লরেন্স, ব্রাদার জন, প্রমুখ আরো অনেকে।

- জয়ন্তী উৎসবকালে স্থানীয় পবিত্র ক্রুশ সংঘ গড়ার প্রেরণায় অন্যদের সাথে একত্র হয়ে আমার নিজের সক্রিয় অবস্থান, চিন্তাভাবনা, কার্যক্রম, নেতৃত্ব, প্রভৃতিতে সম্পৃক্ততা স্মরণ করছি এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে ঈশ্বরের পথচলা এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের সদস্যদের সাথে চ্যালেঞ্জপূর্ণ একটি দীর্ঘ সহ-পথচলাও স্মরণ করছি।
- আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সহভাগিতার পরিসমাপ্তিতে আমি প্রতিষ্ঠাতা ধন্য বাসিল মরোর সাথে একাত্ম হয়ে স্বপ্ন দেখি একদিন বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদার ও ফাদারদের সমাজ (শুভসময়ে সিস্টার-সমাজ) সবাই পবিত্র ক্রুশ সংঘের সন্ন্যাসব্রতী নামে অভিহিত হবে। আদিতে তো তাই ছিল। ফাদার মরো তো সেটাই চেয়েছিলেন। ফাদার মরে যেমন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, পরিকল্পনাটি "বাহ্যতঃ হঠকারী হলেও, তা স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ"।
- পবিত্র ক্রশ সংঘের সংবিধানের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে: "পবিত্র ক্রুশ সংঘ শুধুমাত্র সেবাকাজে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদল হিসাবেই নিজেদের পরিচয় ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়নি, উপরন্তু প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্য সামনে রেখে যাজক-সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তসন্ন্যাসব্রতীদের নিয়ে গঠিত সংঘটি পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত জীবন যাপন করার এবং পরস্পরের সংগে ও পবিত্র ক্রুশ সংঘের ভগ্নীদের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করার প্রয়াস পাচ্ছে।"

(ঘ) বাংলাদেশে ফাদারদের একটি সংঘপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা করার কারণসমূহ

- প্রথম, বাংলাদেশে স্থানীয় মণ্ডলী গড়ার লক্ষ্য, আগ্রহ ও রূপরেখা - নিজেদের মধ্যে ও অন্যদের মাঝে – মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে, এবং এ ক্ষেত্রে যৌথ ভাবে পবিত্র ক্রুশ সংঘের অবদান রাখার বাসনা।
- দ্বিতীয়, বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদারদের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের বাসনা ও অশুভ ভিন্নতার পরিহার। এই সময়ে ব্রাদার ও ফাদারদের একটি প্রভিন্স করার যুক্তিও জোড়েসোরে ব্যাক্ত করেছেন।
- তৃতীয় স্থানীয় মণ্ডলীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘের মতো একটি বৃহৎ ধর্মসংঘের পরিপক্কতার দৃষ্টান্ত অর্জন এবং স্থানীয় সন্ন্যাসব্রতীদের মধ্যে নেতৃত্ব ও পরিচালনের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- চতুর্থ, সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বাবলম্বীতা অর্জনের প্রচেষ্টা এবং বিদেশী মিশনারিদের উপস্থিতিতে ও তাদের অভিজ্ঞতার সহায়তায় একসঙ্গে পরিপক্কতার উদ্দেশ্যে পথচলার ভাবনা। এই কারণে মিশনারীরা তাদের থাকাকালীন অবস্থায় নবীনদের কাছে সংঘের কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।
- পঞ্চম, পবিত্র ক্রুশ সংঘের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ সংঘ-প্রদেশের নিজস্ব অবদান রাখা। গ্রহণকারী অবস্থা থেকে প্রদানকারী অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া।

প্রভিন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তীর উদ্বোধন আমাদের কাছে আহ্বান আসছে: বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার ও ব্রাদারদের সম্প্রদায়ে ঈশ্বর অতীতে কী করেছেন? তাঁর আত্মার কণ্ঠস্বর ও পরিকল্পনা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে? সংঘের সদস্যরা অতীতে কীভাবে এবং বর্তমানে কীভাবে সেই আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন? এ সবকিছু দেখে দেখে প্রভুর প্রশংসা করা।

দ্বিতীয় আহ্বান আসছে: আমাদের ব্যর্থতা ও অপারগতা চিহ্নিত করা এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়া ঈশ্বরের কাছে এবং পরস্পরের কাছে।

আর তৃতীয় আহ্বান আসছে: আগামী ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের আত্মা পবিত্র ক্রুশ সংঘকে কী বলছেন তা শ্রবণ করা, যাতে নতুন চলার পথ আবিষ্কার ক'রে সেই পথচলার জন্য অঙ্গীকার করা, যাতে আমাদের মধ্যে মিলন, অংশগ্রহণ এবং মিশন আরও সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, অর্থপূর্ণ ও প্রাবক্তিক হতে পারে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
মরো হাউজ
সংঘপ্রদেশ প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে দেওয়া উপদেশ
২৬ই জুলাই, ২০২৩ খ্রি.

"পিতামাতামহ ও প্রবীন দিবস" – ২৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.

রবিবার, ২৩ শে জুলাই পোপ মহোদয়ের নির্দেশনায় গোটা কাথলিক মণ্ডলীজুড়ে পালিত হচ্ছে ৩য় বিশ্ব "পিতামাতামহ ও প্রবীন দিবস"।

উক্ত দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে: "যুগ যুগ ধরে তোমার করুণার কথা"। সবাইকে আহ্বান করা হচ্ছে যেন রবিবাসীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান করে এবং যে-প্রবীনরা একাকী জীবন যাপন করছে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

রবিবারে পিতামাতামহদের সঙ্গে নিয়ে নাতি-নাতিনরা যেন একসঙ্গে খ্রিস্টযাগে যোগদান করে এবং যে প্রবীনরা একাকী জীবন করছে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নবীনরা যেন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে।

রবিবারের প্রতিটি খ্রিস্টযাগ যেন "পিতামাতামহ ও প্রবীন দিবস" হিসেবে পালিত হয় এবং মূলভাবকে কেন্দ্র করে উপদেশ প্রদান ও **প্রার্থনা** করা হয়। এই দিবসে প্রত্যেকের মধ্যে যেন এই চিন্তাটি অন্তরে অনুভব করা হয় যে, প্রবীনদের দ্বারাই যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস পরবর্তীতে প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তারাই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের উপস্থিতিতে পর্তুগালের লিসবনে (আগস্ট ১-৬, ২০২৩ খ্রি.) বিশ্বযুব দিবস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগস্টমাসের পোপ মহোদয়ের **প্রার্থনার** উদ্দেশ্য হল যুবাদের জন্য **প্রার্থনা** করা যাতে যুবারা মণ্ডলীর প্রবীনদের কাছ থেকে পাওয়া বিশ্বাস গ্রহণ ক'রে, তারাও যেন মা মারীয়ার মতো প্রভু যিশুকে জীবনে ধারণ করে এলিজাবেথের সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁকে সেবা করার জন্য ত্বরিতগত ভাবে বেরিয়ে পড়ে। যুবাদের মিশনারী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতামাতা, পিতামাতামহ ও প্রবীনদের উপর ন্যস্ত। রবিবারে **"পিতামাতামহ ও প্রবীন দিবস"** পালনের মধ্য দিয়ে তারাও যেন মণ্ডলীর এই প্রেরণকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও

২৩শে জুলাই রবিবার, ২০২৩ খ্রি.

অতি প্রিয় নাতি-নাতিন, পুতি-পুতিন ও ধুতি-ধুতিন,

আজ রবিবার, ২৩ শে জুলাই, পোপ মহোদয়ের নির্দেশনায় গোটা কাথলিক মণ্ডলীজুড়ে পালিত হচ্ছে, কুমারী মারীয়ার নানা-নানি যোয়াকিম ও আন্নার **পর্ব-দিবসে**, ৩য় বিশ্ব "পিতামাতামহ ও প্রবীন দিবস",। এই বিষয়ে উপরে একটি ছোট্ট লেখা দিলাম সবার জন্যে। এবারে তোমাদের উদ্দেশে কিছু **আশীর্বাদ-বাণী** রাখছি।

আজ অনেক আবেগ ও আনন্দভরা অশ্রুজলে তোমাদেরকে স্মরণ করে সকালের খ্রিস্টযাগ তোমাদের জন্য উৎসর্গ্ করলাম।

তোমাদের পিতামাতাদের মাধ্যমে আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাস তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমরা পেয়েছিলাম আর তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি বলে আজ তোমরা খ্রিস্টান বলে পরিচিত ও খ্রিস্টীয় জীবনে জীবন্ত। আজ তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। তোমাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যের জন্য তোমাদের প্রশংসা করি।

তবে আমাদের দায়িত্ব পালনে ও তোমাদেরকে খ্রিস্টবিশ্বাসে গঠনে আমাদের যদি কোন অবহেলা হয়ে থাকে তার জন্য আমরা অনুতপ্ত এবং ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা-প্রার্থী।

তোমরা আমাদের আনন্দ, তোমরা আমাদের বিশ্বাসজীবনের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রত্যাশা, যেমন আমরাও আমাদের পিতামাতা ও পিতামাতামহদের নিকট ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রত্যাশা ছিলাম।

তাই আজকের এই দিবসে, আমাদের প্রীতি চুম্বন ও আলিঙ্গনসহ, তোমাদের ওপর হাত বাড়িয়ে আশীর্বাদ করছি: ভালো থাকো, সঠিক পথে চলো, খ্রিস্টবিশ্বাসকে জীবনে অটল রাখো এবং জীবনের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকো; পিতামাতামহ ও জেষ্ঠদের ভালবেসো, যত্ন নিও, শ্রদ্ধা ও সম্মান করো। যিশু বলেছেন: "যা অন্যের প্রতি করো তা আমার প্রতিই করো"।

ইতি তোমাদের আপনজন,

দাদা-দিদি, নানা-নানি, বড়বাবা ও বড়মা ....
২৩ই জুলাই, রবিবার, ২০২৩ খ্রি.

July 7, 2023

CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE OF BANGLADESH

SEMINAR ON

FABC AND BANGLADESH CHURCH : JOURNEYING TOGETHER

Perspective: National and Continental Synodality

OBJECTIVES OF THE SEMINAR

(1) To be familiar with the FABC: Vision, Mission, Structure and Methodology
(2) To highlight the Milestones of the Journey of the Church in Bangladesh with FABC
(3) To search for New Pathways of the Journey Together in the Emerging Realities of Asia.

METHODOLOGY: Conversation in Spirit (silence, prayer and listening)

PROGRAMS OF THE SEMINAR

Introduction: What is FABC : its Vision, Mission and Structure

Presentation 1: Journey of Bangladesh Church with FABC from 1970

Presentation 2: Journeying Together on New Pathways (Final Document FABC-50)

WORKSHOPS:

(a) Workshop 1: Emerging Asian Realities (2 Groups)
(b) Workshop 2: Discerning: What does the Holy Spirit say to Asian Church (2 Groups)
(c) Workshop 3: New Pathways (2 Groups)

PLENARY SESSIONS

CONCLUSION

SOURCES: (In order of priority as summary)

1. FABC 50 BANGKOK DOCUMENT: *Journeying Together with the Peoples of Asia*, 2023. pages 45.
2. FABC Papers No. 180: FABC : *The Church in Asia – Evangelization, Vision, Future Directions*. (pages 64)

3. Cardinal Patrick D'Rozario, csc., *Church in Asia: Vision and Mission* (Ch. 1. Art.3 pp. 6) in the Book: *Church and Ministry: Bangladesh Local Church*, Dhaka 2022.
4. Fr. Vimal Trimana, Editor, Fifty Years of Asian Pastoral Guidance: Statements of the Pleneary Assemblies (pages 338)

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

৩রা জুলাই, ২০২৩ খ্রি.

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী

সিনড প্রস্তুতি ও বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সিনড-অধিবেশন

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি

বিগত ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে বিশ্বজনীন মণ্ডলী ও স্থানীয় মণ্ডলীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিনড বা একসঙ্গে পথচলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আজ কুড়ি মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। কারো কারো মনে প্রশ্ন – সিনড বিষয়ে আমরা বর্তমানে কোথায় আছি?

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে একটি ধারণা আর সেটা হল সিনড – একসঙ্গে পথচলা একটা প্রক্রিয়া। এটি চলমান। যাত্রাকালে বিশেষ কয়েকটি মাইলফলক নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করা যেতে পারে, কিন্তু খ্রিস্টমণ্ডলীর পথচলা একটি যাত্রাস্বরূপ যা সর্বদাই চলমান।

দ্বিতীয়ত, সিনড মণ্ডলী বর্তমানে কোথায় আছে তার উত্তরে আমাকে অবশ্যই প্রথমে বলতে হবে আমি কোথায় আছি? এর মানে হচ্ছে আমি যে মণ্ডলীতে সহযাত্রা করছি, আমি কোথায় আছি? আহ্বান পেয়েছি মিলন-সমাজ করতে, অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী গড়ে তুলতে এবং মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করতে। এই সময়ে পবিত্র আত্মা আমাকে কী বলেন? আমি পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর কীভাবে শুনতে পাচ্ছি? পবিত্র আত্মা আমাকে কী শুনতে, কী বলতে, কী করতে অনুপ্রাণিত করছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বর্তমানে আমি এই সিনড প্রক্রিয়ায় কোথায় আছি?

তৃতীয়ত, যাকে আমরা খ্রিস্টমণ্ডলী বলি সেটা আকাশে-বাতাসে থাকছে না, কল্পিত কিছু নয় বরং বিভিন্ন পর্যায়ে তার অবস্থান রয়েছে। একই মণ্ডলী বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে: পরিবার বা গৃহ-মণ্ডলী, ক্ষুদ্র সমাজ মণ্ডলী, ধর্মপল্লীর মণ্ডলী, ধর্মপ্রদেশীয় মণ্ডলী, আঞ্চলিক বা দেশীয় মণ্ডলী, মহাদেশীয় মণ্ডলী এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলী। প্রতিটি পর্যায়ের মণ্ডলী সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হয়ে পথ চলবে; সীমিত একটি সময়ের জন্য নয়, কিন্তু সর্বসময়ে, সর্বস্থানে ও সর্বপরিস্থিতিতে পবিত্র আত্মার কথা শ্রবণের মাধ্যমে মিলন-সমাজ হবে, সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে, মঙ্গলবার্তা ঘোষণার মিশন সম্পন্ন করার জন্য একসঙ্গে পথ চলবে। সুতরাং প্রত্যেক পর্যায়ের মণ্ডলীকে প্রশ্ন করতে হবে এবং তার উত্তর দিতে হবে সিনড-প্রক্রিয়ায় আমরা কোথায় আছি?

বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সিনড অধিবেশন

প্রাথমিক পরিকল্পনায় কাথলিক মণ্ডলীর প্রচলিত "বিশ্ববিশপ সিনড"-এর চূড়ান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। কিন্তু যেহেতু বিশ্ব-বিশপ সিনড-এর মূল আলোচ্যবিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল "সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী" যার জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন ছিল, সেহেতু এখন বিশ্বজনীন সিনড রোমে অনুষ্ঠিত হবে দু'টি অধিবেশনে – প্রথম অধিবেশন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং দ্বিতীয় অধিবেশনটি হবে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে উল্লেখ করা যথার্থ বলে মনে করি। পূর্বের প্রচলিত কাথলিক মণ্ডলীর "বিশ্ববিশপ সিনড"-এর অফিসিয়াল সদস্য ছিলেন মাত্র বিশপগণ এবং প্রাচীন কয়েকটি ধর্মসংঘের যাজক-ধর্মাধ্যক্ষ (প্রায় ১০ জন)। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় আসছে সিনড-এর পূর্ণ সদস্য হিসেবে আরও ৭০জনকে নিয়োগ দেবেন যাদের মধ্যে থাকবেন পুরুষ ও নারী ধর্মসংঘের ১০জন প্রধান, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের প্রতিনিধি এবং অধিকাংশ পুরুষ ও নারী ভক্তজনগণ। এই সিদ্ধান্ত সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীরই ধারাবাহিকতার স্বীকৃতি, প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি এবং ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর ইঙ্গিত।

সিনড-এর *কার্য-প্রণালী*

আগামী সিনড-এর দুটো অধিবেশন কোন্ বাস্তব অবস্থার নিরীখে অনুষ্ঠিত হবে, কী বিষয়ে আলোচনা করা হবে এবং কী প্রক্রিয়ায় সেই আলোচনা চলবে সেই বিষয়ে একটি "বিশ্ববিশপ সিনড" মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ একটি "*কার্য-প্রণালী*" (বা ইনস্ত্রুমেন্তুম লাবোরিস) প্রস্তুত করেছেন এবং ২০শে জুন, ২০২৩ খ্রি. তা অনলাইনে সবার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

(**https://www.synod.va/en/synodal-process/the-universal-phase.html**)

নিম্নে বিশ্বজনীন সিনডের প্রথম অধিবেশনের জন্য যে কার্য-প্রণালী প্রকাশ করা হয়েছে তারই একটি সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হল।

কার্য-প্রণালীতে প্রেরণাবানী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত শাস্ত্রবাণী: "সমস্ত নিষ্ঠতা, সমস্ত আশ্বাসের উৎস স্বয়ং পরমেশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, খ্রিস্টযিশুর আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একপ্রাণ হতে পার, আর এই ভাবে একই মনোভাব নিয়ে তোমরা যেন মিলিত কণ্ঠে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা কীর্তন করতে পার।" (রোমীয় ১৫:৫-৬)

সিনড প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের অর্জন

বিগত ২০২১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় গোটা মণ্ডলীকে "সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী" বিষয়ক মূলভাবসহ সিনড আহ্বান করেছেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা পথ চলেছি। আমাদের জন্য যে নির্দেশনা ছিল তা হল: "একসঙ্গে পথচলার যাত্রা মণ্ডলীর বিভিন্ন পর্যায়ে – স্থানীয় থেকে সর্বজনীন পর্যায় পর্যন্ত – কীভাবে বর্তমান মণ্ডলীতে চলছে, মণ্ডলীর নিকট ন্যস্ত মঙ্গলবার্তার ঘোষণা করার মিশন কীভাবে পালন করা হচ্ছে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হতে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আমরা কী কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে স্থানীয় (ধর্মপ্রদেশীয় ও দেশীয়) মণ্ডলী এবং মহাদেশীয় মণ্ডলীর ধ্যান-প্রার্থনা-পর্যালোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করে সিনড সংক্রান্ত পোপের মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্ট বা দলিল প্রেরণ করা হয়। এরই আলোকে সিনড-এর "কার্য-প্রণালী" প্রস্তুত করা হয়। এরই মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় সিনড-এর প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে দু'টো সিনড অধিবেশন (২০২৩ এবং ২০২৪)।

(১) প্রথম ধাপে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা মণ্ডলী বর্তমানে কী পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে, তাদের কী উপলব্ধি তা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অন্যের কাছে তা শেয়ার করা হয়েছে। সিনড-এর প্রথম ধাপে এই চিহ্নিত পরিস্থিতির মধে বিশ্বজনীন সিনড-অধিবেশন আরও গভীর ভাবে প্রবেশ করবে এবং তারা চিন্তাভাবনা করবে কী করে এই অবস্থায় মণ্ডলী তার মিশনকাজ চালিয়ে যেতে পারে।

(২) প্রথম ধাপে সবাই একটা আনন্দময় মুহূর্ত উপলব্ধি করেছে আর সে আনন্দ হচ্ছে পরস্পর বিশ্বাসী ভাইবোনের সাথে আন্তরিক সাক্ষাৎ হয়েছে এবং এই সাক্ষাতের মধ্যে প্রভু যে তাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন তারও অভিজ্ঞতা হয়েছে। মণ্ডলীর কাথলিক অর্থাৎ সর্বজনীনতার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হয়েছে, বহুর মধ্যে একের অভিজ্ঞতাও উপলব্ধি হয়েছে।

(৩) মণ্ডলীকে আরও সিনড-বিশিষ্ট হওয়ার জন্য তার আপন পরিচয় ও আহ্বান সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা উপলব্ধি করেছি যে, আমরা পথে আছি, একসঙ্গে পথ চলছি এবং ভবিষ্যতেও চলব। আমরা আরও সচেতন হয়েছি যে, এই পথচলা জগতের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

(৪) সিনড প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের শেষে, সকল সাধু-সাধ্বী এবং বিশেষ ভাবে মণ্ডলীর মাতা কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যেন সিনড-অধিবেশনে পবিত্র আত্মা যেন আগমন করেন, তার চাইতেও বেশী, আমরা যেন এমন অনুগ্রহ লাভ করতে পারি যাতে সিনডের ফলাফল বিশ্বের প্রতিটি খ্রিস্টান-সমাজের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব করে তুলতে পারি।

বিশ্বজনীন সিনড-অধিবেশনের "কার্য-প্রণালী"

১) কার্য-প্রণালীতে বলা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে স্থানীয় মণ্ডলী, মহাদেশীয় সিনড এবং মহাদেশীয় অধিবেশের প্রতিবেদন, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ডকুমেন্ট রয়েছে। যারা সিনডে অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা অতীতের ডকুমেন্ট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং এগুলো যেন তাদের অবধারণের জন্য সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেন। তাছাড়া ভাটিকান থেকে প্রকাশিত অন্যান্য ডকুমেন্ট সম্বন্ধেও অবগত থাকেন।

২) অতীতের সকল ডকুমেন্ট অধ্যয়ন করে, ঐশজনগণের কথা শ্রবণ করে, যে-অগ্রাধিকারগুলো বেরিয়ে আসছে তার উল্লেখ কার্য-প্রণালীতে করা হয়েছে। কোন বিষয়ে সমর্থন না করে সিনড-অধিবেশনের নিকট প্রশ্ন আকারে তুলে ধরা হয়েছে। সিনড-অধিবেশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আত্মায় অবধারণ করবে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর বৃদ্ধির জন্য বাস্তব পদক্ষেপ সুপারিশ করে পোপ মহোদয়ের কাছে তা প্রেরণ করা হবে। এই কার্য-প্রণালী যদিও মূলত সিনড-যোগদানকারীর জন্য, তথাপি সকলের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে কেবলমাত্র স্বচ্ছতার কারণে নয়, বরং স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলে যেন প্রার্থনা, অনুধ্যান, সিদ্ধান্ত ও নিজস্ব অবদান রাখার জন্য বিষয়বস্তুর ব্যবহার করতে পারেন।

৩) সিনডের প্রথম ধাপে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্থানীয় মণ্ডলীর চিন্তাধারার ওপর, কারণ সেখানেই রয়েছে ঐশতাত্ত্বিক স্থান ও দীক্ষিতজনের "একসঙ্গে পথচলা"র অভিজ্ঞতা। তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন স্থানীয় মণ্ডলী অন্য স্থানীয় মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কোন স্থানীয় মণ্ডলী বিশেষ ভাবে রোমের মণ্ডলী থেকে পৃথক অবস্থানে থাকতে পারে না, কেননা তার প্রধান হচ্ছেন পোপ মহোদয়, যাঁর হাতে ন্যস্ত হয়েছে মণ্ডলীর ঐক্যকে অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব এবং যিনি নিজেই বিশ্বজনীন মণ্ডলীকে সিনডে আহ্বান করেছেন।

৪) সিনডের কার্য-প্রণালী মধ্যে জোর দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় নির্ধারিত মণ্ডলীর ভিশন-এর ওপর, যা সবাইকেই গ্রহণ করতে হবে, যা স্থানীয়ত্ব ও সর্বজনীনত্ব উভয়েরই স্বীকৃতি দান করেছে এবং যেখানে গোটা দেহ, মস্তকসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযুক্ত।

৫) সিনডের "কার্য-প্রণালী" দু'টো ভাগে বিভক্ত: (ক) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী, (খ) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর তিনটি অগ্রাধিকার: মিলন, মিশন ও অংশগ্রহণ।

॥ ক ॥ সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী: ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

"নানা দিব্য দান আছে, তবে যিনি তা দিয়ে থাকেন, সেই পবিত্র আত্মা কিন্তু এক। নানা সেবাকর্মও আছে, তবে যাকে সেবা করা হয়, সেই প্রভু কিন্তু এক। ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রত্যেককে দেওয়া হয় সকলেরই মঙ্গলের জন্য।" (১করি ১২:৪-৭)

কার্য-প্রণালীর প্রথম ভাগে, বিগত দিনের একসঙ্গে পথচলার আলোকে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর পথ চলায় একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে আর তাহল পথচলাকালে পবিত্র আত্মার সঙ্গে সংলাপ।

খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে প্রভুর সাথে বন্ধন উপলব্ধি করতে, জনগণের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন উপলব্ধি করতে এবং মণ্ডলীকে ভালবাসতে সিনড প্রক্রিয়া এক বিশেষ আনন্দময় সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। উপলব্ধি হয়েছে যে, পবিত্র আত্মায়ই ছিলেন সিনড-প্রক্রিয়া প্রধান পরিচালক। তাত্ত্বিক আলোচনার স্থলে অনুভব হয়েছে "আপন গভীর" থেকে উদ্ভাবিত কণ্ঠস্বরের সহভাগিতা, কোন নীতি ও সূত্রের আলোচনা নয়, বরং সেখানে ছিল সক্রিয়, শ্রদ্ধাশীল, প্রার্থনাপূর্ণ আলাপ, শ্রবণ ও সংলাপমূলক প্রক্রিয়া।

(১) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর মূল ভিত্তি হচ্ছে দীক্ষাস্নানের মর্যাদা, যা সবার জন্য এক, যার ফলে সকলে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা, ঐশ পরিবারের সদস্য, খ্রিস্টেতে ভাইবোন, একই আত্মার দ্বারা আচ্ছাদিত এবং একই মিশন সম্পাদনে প্রেরিত। তাই সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হচ্ছে মিলন-সমাজ, যা আবার একই সময়ে মিশন।

(২) মণ্ডলীর কাঠামো, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রকাশ ঘটবে যেখানে সকলে তাদের দীক্ষাস্নানের মর্যাদা, সহ-দায়িত্ব নিশ্চিত হবে এবং তার অনুশীলন ও চর্চা হবে। কর্তৃপক্ষ পালন করবে সেবার দায়িত্ব।

(৩) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হচ্ছে শ্রবণকারী মণ্ডলী: আত্মার কথা শুনে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে খ্রিস্টানসমাজের কথা শুনে।

(৪) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী বিনম্র থাকার বাসনা পোষণ করে, মণ্ডলী জানে যে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে।

(৫) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে আছে সাক্ষাৎ ও সংলাপ করার বৈশিষ্ট্য; খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য মণ্ডলী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সিনড-বিশিষ্ট আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপে নিয়োজিত, কেননা অন্য মণ্ডলীগুলোও একই দীক্ষাস্নানের অধিকারী। খাঁটি সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী একই দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিদেরকে সম্পৃক্ত করে। সকল প্রকার নির্যাতন ও পরিবেশিক জরুরী অবস্থায় "শহীদমৃত্যু দ্বারা খ্রিস্টীয় ঐক্য" স্থাপনে মণ্ডলী সক্রিয় থাকে।

(৬) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী অন্য ধর্ম, কৃষ্টি ও সমাজের সাথে "সাক্ষাৎ ও সংলাপের কৃষ্টি" গড়ে তুলতে আহূত। এই মণ্ডলী নিজের মধ্যে থাকা বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা ভয় করে না বরং মূল্য দান করে, সমরূপ হবার কোন চাপ সৃষ্টি করে না। সিনড প্রক্রিয়ায় আমরা শিখতে পেরেছি বহুর মধ্যে ঐক্যে বাস করা। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে "আমি" পরিবর্তে "আমরা" হয়ে উঠি। সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করে আমরা কাথলিক বা সর্বজনীন হয়ে উঠি।

(৭) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সবার প্রতি উন্মুক্ত, সবাইকে গ্রহণ করে এবং সবাইকে আপন করে নেয়। পবিত্র আত্মার কাজের কোন সীমানা নেই। খ্রিস্টধর্মের প্রধান পরিচয় হল সকল মানুষকে নিয়ে, সকল ভাইবোন মানুষের মাঝে, এমন একটি সমাজ নির্মাণ করা যেখানে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হয়ে জীবনযাপন করবে, ভালবাসার সত্যকে ধারণ করবে, দান গ্রহণ করে উদার হবে। আমাদের মৌলিক আহ্বান হল সবাই মিলে আকর্ষণীয় ও বাস্তবসম্মত মণ্ডলী নির্মাণ করা, একসঙ্গে করা, যা হবে বহির্মুখী মণ্ডলী যেখানে সবাই সাদরে গৃহীত হবে।

(৮) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সত্যিকারে এবং নির্ভয়ে মণ্ডলীকে চ্যালেঞ্জ করে যেন সবাই ভালবাসা ও সত্য – এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর ভাবে বুঝতে পারে। সাধু পলের আহ্বান হচ্ছে: "বরং ভালবাসার প্রেরণায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে, আমরা সব দিক দিয়ে আরও নিবিড় ভাবেই খ্রিস্টের অঙ্গ হয়ে উঠব। মস্তকস্বরূপ তিনি; তাঁরই ওপর নির্ভর ক'রে সমগ্র দেহ তার যত গ্রন্থির বাঁধন-শক্তিতে

সুসংবদ্ধ সুসংহত হয়ে আছে; তাঁরই উপর নির্ভর ক'রে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারেই সমগ্র দেহটি গড়ে উঠছে আর নিজেকে গেঁথে তুলছে ভালবাসার গাঁথুনিতে।" (এফেসীয় ৪:১৫-১৬)

(৯) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে সকল প্রকার উদ্বিগ্নতার দ্বারা নিঃশেষিত না হয়ে সম্মুখপানে পথ চলতে সক্ষম করে। উদ্বিগ্নতার অভিজ্ঞতা মিলন, মিশন ও অংশগ্রহণ আরও গভীর করতে, তার অর্থ বুঝতে, সেই অনুসারে জীবন-যাপন করতে আমাদের সক্ষম করে। একসঙ্গে পথচলার মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত পরিবর্তনের সুগম পথ।

(১০) একসঙ্গে পথ চলা আমাদের জন্য নিয়ে আসে সুস্থ অস্বস্তি ও অসম্পূর্ণতা – এই চেতনায় যে আরও অনেক কিছু আছে যার বোঝা বহন ও ধারন করতে আমরা অক্ষম (দ্র: যোহন ১৬:১২)। তাড়াহুড়া করে সমস্যার সমাধান করা প্রধান উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।

(১১) ঐ সমস্ত উদ্বিগ্নতার সমাধান কারো ব্যক্তির বোঝা নয় বরং সেটা গোটা সমাজের দায়িত্ব। সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী সর্বদাই নিজেকে পরিপুষ্ট করে উপাসনা-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যা মণ্ডলীর উৎস ও পরিণাম।

(১২) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হচ্ছে "আত্মায় অবধারণ"মূলক মণ্ডলী। "পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে কী বলেন" (প্রত্যাদেশ ২:৭) তা শুনতে আরও মনোযোগী হই। যার ফলে মণ্ডলী পবিত্র আত্মার শক্তিতে অধিকতর প্রাবক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

(১৩) সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর ভবিষ্যত পথচলা: "আত্মায় সংলাপ"

- বিগত সিনড প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় স্বীকৃতি পেয়েছে আর তা হল: "আত্মায় সংলাপ" বা "সিনড-পদ্ধতি"।
- "আত্মায় সংলাপ" হচ্ছে: আত্মার কথা শোনা ও অন্যদের সাথে একাত্ম হয়ে পারস্পরিকতায় কথা বলা বা সহভাগিতা করা। বলা যায় পবিত্র আত্মাই সেখানে প্রধান পরিচালক। আত্মায় সংলাপে আমরা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় একসঙ্গে একত্রিত হই, আত্মার কথা শ্রবণ করি এবং একসঙ্গে শ্রবণ করি।
- "আত্মায় সংলাপ" করা এমন একটি পদ্ধতি যা সিনড প্রক্রিয়ায় গৃহীত ও "আবিষ্কৃত" হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে এবং আত্মায় অবধারণ করতে, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- "আত্মায় সংলাপ" করা মণ্ডলীতে একটি অতি প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত মাণ্ডলিক অবধারণ পদ্ধতি যার ফলে মণ্ডলীতে কর্মপদ্ধতি ও কর্মধারার বিচিত্রতা সৃষ্ট হয়েছে।
- অনেক দৃষ্টান্তের মাঝে মঙ্গলসমাচারে একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে: ইম্মাউসের পথে দুই শিষ্যদের সাথে পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর কথোপকথনের বিবরণ (দ্র: লুক ২৪:১৩-২৫)। ব্যাখ্যায় এটি স্পষ্ট যে, পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে মিলন নির্মাণ করেন, মিশনারি আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং আবার মিলন-সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।
- "আত্মায় সংলাপ" যেন সমবেত অবধারণের জন্য একটি সহভাগিতামূলক প্রার্থনা। এই পদ্ধতিতে তিনটি ধাপ আছে: (ক) প্রথম ধাপে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথমে কথা বলে এবং অন্যেরা তা শ্রবণ করে; (খ) দ্বিতীয় ধাপে নিরবতা ও প্রার্থনার মাধ্যমে অন্যের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি সে নিজেকে উন্মুক্ত করে এবং অন্যের ও আত্মার কথা শুণে তা নিজের অন্তরে কথা জেগে ওঠে এবং তার মধ্যেই পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর প্রকাশ পায়; (গ) তৃতীয় ধাপে আবারও প্রার্থনার পরিবেশে ও আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মূল বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয় এবং সবার সম্মতিতে সমবেত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
- যখনই আমরা ভালবাসায় অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও নতুন কিছু জানি।
- "আত্মায় সংলাপ" বিষয়ে গঠনের মধ্যে আছে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে গঠনের ধারা।

॥ খ ॥ তিনটি অগ্রাধিকার: মিলন, মিশন ও অংশগ্রহণ

বিগত দিনের সকল পর্যায়ের সকল আলোচনায় তিনটি অগ্রাধিকার চিহ্নিত হয়েছে। সিনড-অধিবেশনে এই তিনটি অগ্রাধিকারের ওপর আত্মায় অবধারণের জন্য প্রতিটি অগ্রাধিকারের জন্য পাঁচটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। দলীয় কর্মশালায় এই তিনটি অগ্রাধিকার সম্বন্ধে সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হওয়ার উদ্দেশ্যে কীরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে বিগত দুটো বিশ্ববিশপ সিনড-এর সাধারণ অধিবেশনের আলোচিত বিষয় দুটো বিশেষ গুরুত্ব পাবে: পরিবার (*"ভালবাসার আনন্দ"*- ২০১৫) এবং যুবসমাজ (*"খ্রিস্ট জীবিত"*– ২০১৮)।

তিনটি অগ্রাধিকারের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- মিলন যা আলোকিত করে: আমরা কীভাবে ঈশ্বরের সাথে মিলন এবং মানবসমাজের সাথে ঐক্যের চিহ্ন হতে পারি?
- মিশনকর্মে সহ-দায়িত্ব: কীভাবে আমরা আমাদের গুণাবলি ও কর্তব্যকাজ মঙ্গলসমাচারের সেবায় নিয়োজিত করতে পারি?

- অংশগ্রহণ, প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষ: সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীতে কী সকল প্রক্রিয়া, অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান থাকবে?

জুন ২৮, ২০২৩ খ্রি.

ঈদুল আজহা উপলক্ষে মুসলমান ভাইবোনদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

"ধর্ম যার যার উৎসব সবার" বাঙলার সংস্কৃতিগত এই ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা ঈদের আনন্দ ও একাত্মতা অনুভব করছি।

ঈদুল আজহা উপলক্ষে আমরা স্মরণ করি যে, আব্রাহামকে ঘিরে আমাদের তিনটি ধর্মের অনুসারীদের (ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুলমান) মধ্যে আছে মিলন ও ঐক্য। আব্রাহামের বলি উৎসর্গ আমাদের সবার ধর্মীয় জীবনে দান করে এক মহান উদাহরণ ও প্রেরণা।

অতএব এই ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আজ ঈদুল আজহা উপলক্ষে আমাদের দেশের সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করি যেন আমাদের ব্যক্তি ও সমাজের সকল মন্দতার বলি দিয়ে সুন্দর দেশ গঠন করতে পারি।

সকলকে জানাই ঈদের সুখ ও আনন্দ। ঈদ মোবারক।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

June 21, 2023

ANSWERS TO THE QUESTIONS
Presented by Dan Allen
Associate Director of Spirituality and Service, University of Notre Dame

Greetings from the Notre Dame Alumni Association, and welcome to our FaithND podcast, Everyday Holiness. My name is Dan Allen, and I serve as the host of the podcast and Associate Director of Spirituality and Service at the association. We are honored to have you join us for the beginning of our 9th season, and I am humbled to be joined today by our first guest from the College of Cardinals, His Eminence Cardinal Patrick D'Rozario, CSC. Cardinal D'Rozario is the first-ever Cardinal from Bangladesh and only the second member in the history of the Congregation of Holy Cross to be named to a Cardinal.

Cardinal D'Rozario, thank you for taking the time to be with us today.

Thank you for having me, Dan.

Certainly. To help give us some context of your life, where did you grow up, and what were some important lessons of faith during your childhood?

I am from Bangladesh. I was born in 1943 in a rural Parish called Padre+Shibpur. The name Padre was given to the village called Shibpur by the Augustinian Missionaries coming from Portugal in 1764. The Parish is situated at the South of Bangladesh which was part of Chittagong Diocese created in 1927 and entrusted to the Holy Cross Missionaries of Priests, Brothers and Sisters from Canada. Now Padrishibpur is under Barishal Diocese which was separately created in 2016 out of the former Chittagong Diocese.

When I was 3 years old, my father left the house, renouncing family life with a view to becoming a Christian Sannyasi (Sadhu). After 6 years of ascetic life in solitude he started wearing red clothes, similar to the clothes of the Apostles of Christ. All his life he lived as Sadhu, worked as voluntary Catechist with the Holy Cross priests working in Chittagong Hill Tracts. My father died in 1988 at the age of 85. With my immediate elder sister I have been brought up and educated at home by my mother during my childhood. I am the youngest of the eight siblings of our family, four of whom were living in Calcutta in West Bengal.

My mother was a very strong Catholic and brought me up in that Catholic Faith and practices, going every day to Mass in the Parish walking 15 minutes, saying Holy Rosary at home every evening. Mother's instruction was, "No Rosary, no meal." Strict moral Christian formation was given at home.

Going to Mass every day, serving as altar boy, offering the first fruits of agricultural products at home to the parish Priests regularly, etc., brought me close to the Parish Priest who was a Diocesan when I was doing my primary schooling. At the secondary level, I had a Holy Cross Canadian Parish Priest who journeyed with me, involved me in different Catholic movements in the Parish providing formation and giving me spiritual direction once in every month.

Very good. So how did you develop an awareness of your vocation to religious life and the priesthood, and what were some of your joys and challenges early in your ministry?

Family formation at home, participation in parish activities and programs, personal contacts with the Parish Priests and their guidance have initiated my vocation to become a Holy Cross Priest. In secondary School education, the whole parish knew that I had desire to become a priest. After passing the 10th grade exam I joined the Holy Cross Novitiate and made my first Profession in 1962 at the age of 18 and half.

Formation period to Religious Life and Priesthood continued for 4 years of B.A studies at Notre Dame College, Dhaka and 6 years in the Major Seminary in Karachi, Pakistan.

During Major Seminary study, I enjoyed to be trained with the theological and pastoral thinking of the Second Vatican Council by excellent Dutch Franciscans of the Order of Friar Minors.

The last year of my Seminary study, that is in 1971, the war of liberation broke out which lasted for 9 months and resulted in the separation from Pakistan and victory of Bangladesh as an

independent nation on 16th December 1971. Three weeks after independence I was ordained Priest in my home Parish, the first Priest to be ordained in Independent Bangladesh.

Immediately after the Ordination in January 1972, I was assigned in a rural Parish Gournadi, from where thousands of Hindus, political leaders and supporters of liberation, fled to India as refugees because of the killings and tortures of Pakistani army. I was a Director of a Project for Relief and Rehabilitation for twenty thousand families who were directly affected by the war of liberation.

It was a very challenging work. My theological formation did not prepare me for that kind of responsibility. But this challenge led me to open up to new experiences, for example: exposure to socio-economic realities of the people, openness to the people of different religions: Muslims, Hindus and to other Christian denominations, and also open to the people culturally different from mine. All these experiences remained in me as locus for theological thinking and reflection during the three years of my academic studies in the Catholic University of Leuven, Belgium.

Because of the separation from Pakistan, Bangladesh Church had to start a Major Seminary and in order to prepare me to teach there, I was sent for studies in Moral Theology in Louvain. After three years of studies I returned in 1976 and started teaching in the newly established Major Seminary which lasted till my Episcopal Ordination in 1990.

During the teaching in the Seminary, my clearest goal was to bring renewal of the local Church in Bangladesh in the light of the Second Vatican Council. This goal was also shared by some of my classmates in the Seminary. Voluntarily we formed ourselves as a team of 6 Diocesan and Holy Cross priests and undertook different programs and projects for renewal of the Church responding to the urgent needs. We founded PRODIPON, a philosophical and theological Journal of the Seminary; organized Seminars for the formation of the Priests, Religious and the Laity; developed common formation Programs for Religious men and women under formation; initiated a National Center for Pastoral Service to assist the Catholic Bishops' Conference of Bangladesh; promotion of pastoral planning in the Church and Christian Bengali Literature, publication of liturgical aids, translation of the important Church Documents and many other initiatives in the field of education, communication, youth ministry, formation of Christian nurses and other formation programs for lay people, etc.

All these initiatives gave us and me a sense joy in ministering to the Priests, Religious and Lay People on the teachings of the Second Vatican Council and thus bring about a renewal which was quite visible in the local Church.

The above mentioned activities, and at the same being Pastor of a Parish, Diocesan Director of Chittagong Pastoral Team, Director of Retreats and Pastoral Service Centre, District Religious Superior of the Canadian Holy Cross Fathers and a teaching in the Seminary as visiting professor etc., were very demanding and challenging. However, when we see the fruits we can feel the joy of gathering them for the glory of God and for the good of the Church.

After my priestly ministry for 18 years I had 30 years of Episcopal Ministry in three Dioceses. Just to complete my story, I briefly mention the following:

Bishop of Rajshahi (1990-1995): I was consecrated on 12 September 1990 as First Bishop of a new Diocese called Rajshahi, separated from Dinajpur Diocese. I hailed from the South but was called to go to the North where mostly indigenous or tribal people live. The Word of God that inspired me during this period of five years was: "Do you love me? ... Feed my sheep" (Jn. 21:17). It was an experience of knowing what it means to be a Shepherd, who should know his people and people know him. I visited 95% of the families of the new Diocese which had about six thousand families. The Motto I took as Bishop was: CONTEMPLATING COMMUNION.

Bishop of Chittagong (1995-2010): I was transferred to my home Diocese, Chittagong in 1995 April and stayed there for 16 years. During my ministry as Bishop of Chittagong, the inspiring Word of God for me was: "The power of the Holy Spirit is on me, he has anointed me to preach the good news" (cfr. Luke 4:16-18). This was a call to be a Pastor of peoples of multiple cultures; ministry of evangelization, inter-religious dialogue and inculturation; formation in Catholic Faith using the new Catechism of the Catholic Church; formation of family and small Christian Community.

Archbishop of Dhaka (2011-2020): "That they may be one" (John 17:21) was the inspiring Word of God during the Episcopal Ministry in the Archdiocese of Dhaka from 2011-2022. My ministry geared to promote the Church as Communion, Mystery and Mission; with threefold vocations of the Laity, Religious and Priests, with their threefold priestly, prophetic and royal functions in view of building Communion of Priests, Religious and Laity, a synodal character of the Church.

Since 2020 I am leading a retired life, staying at the Center of the Bishops' Conference of Bangladesh. My main occupation is writing and publications. During the last 2 and half years of retirement, I have been able to work on 9 publications.

Wonderful, thank you for that rich background. Another person you would have encountered in your ministry was Servant of God Archbishop Theotonius Amal Ganguly, CSC, and I would like you to say something about him as well. When did you become aware of Archbishop Ganguly, and what did you find inspiring about his life?

Before I speak about Archbishop Ganguly, I must say something in order to situate myself regarding my contacts and relationship with him.

First of all, I was 23 years younger than Archbishop Ganguly. When he was made Auxiliary Bishop of Dhaka in 1960, I was studying in the 10th grade in School.

Secondly, he was belonging to Holy Cross Fathers in Dhaka District under the Jurisdiction of Indiana Province in Dhaka Diocese; and I was belonging to the Chittagong District under the French Canadian Province in Chittagong Diocese.

Thirdly, I hardly knew Archbishop Ganguly personally before I came to do my College Studies at Notre Dame, Dhaka in 1962. When I was studying at Notre Dame College from 1962-1966, I came to know from others that Fr. Theotonius Amal Ganguly, csc, was a learned but humble man, was the Principal of the Notre Dame College, at the same time involved in many pastoral ministries in the city and in the rural areas; he was simple but abled personality, engaged himself in so many activities. He became the first Bengali Holy Cross Principal of Notre Dame College, very well

known in the country. Immediately after few months as Principal of the College he was made the Auxiliary Bishop of Dhaka Diocese and moved to the Archbishop's House.

From 1966-1971 I was studying in Karachi. I was out of the country for higher studies in Belgium from 1973-1976.

All these details speak about one thing and that is, I had limited contacts with the Archbishop in the beginning. However, I had few occasions during the period when I met him personally. Let me cite those events in brief:

It was 3rd November 1965 when he was installed as the coadjutor Archbishop of Dhaka. I was one of the altar servers in the ceremony. I learned from others that the Archbishop was a great scholar. He was the most suitable priest to be made bishop. He was the first Bengali bishop and a very scholarly person with good reputation.

The first time when I personally came to know him was in Belgium when I was studying there. It was in 1974 that he came to Belgium to attend the Wedding Silver Jubilee of one of the brothers of Fr. Henry van Hoff, omi, missionary in Bangladesh, hailing from Antwerp. He stayed with me in Leuven at the Holy Spirit College for 3 days. I accompanied him to Antwerp for the wedding anniversary and also took him to Liege at the house of Madeleine Brusten, one of my well-wishers, living at 10 Rue de la Score. Her house became the house of many Priests, Religious and Bishops coming from Bangladesh. Archbishop Ganguly later kept contact with Madeleine untill his death and he very well communicated with her in French both in writing and speaking. His knowledge of French language surprised me a lot. When Archbishop Ganguly was declared Servant of God, Madeleine regretted later that she did not preserve the linen of his bed that he slept for a relic of a future saint.

In the beginning of 1977, being the Prefect of Studies in the National Major Seminary, I together with four other priests-colleagues took the initiative to organize a National Seminar for all the Priests in Bangladesh. We came to discuss the matter with Archbishop Ganguly seeking his permission. He accepted the proposal, gave his advice, and encouraged us to go ahead with assurance of his whole hearted support. We felt that he had the same kind of idea. He happily gave us some insights about the seminar, supported and encouraged us. The seminar finally took place in July, 1978 with presence of 129 priests and Bishops including the Nuncio, out of 143 of them working in Bangladesh. Unfortunately Archbishop Ganguly died in September 1977, the previous year. We felt his absence as he supported us so much.

On 2nd of September I was in Matthis House at Notre Dame College attending a Seminar organized by the SAIDI Team. Archbishop Ganguly was supposed to come for the closing Eucharist, but instead we got the news during Mass presided over by Fr. R. W. Timm, csc, that he expired because of heart attack.

His body was exposed in the Church till his burial on 4th. His body had to be embalmed to preserve for at least three days. I witnessed the procedure as I was given the responsibility to look after the body in the Sacristy. All blood from the veins of his body was drained out and

poured in the bucket. At that night I could not sleep because of the horrible sight of the blood being poured out from the body of the Archbishop.

I, together with a team of four other people worked the whole day and the night to prepare the liturgical texts of Office Reading for the Dead and Mass in Bangla to be held on the funeral day, 4th September with the presence of a big congregation. Eleven hundred sets of 10 pages each booklet was mimeographed working the whole night. I was the master of ceremony and the announcer. There were about three thousand people for the funeral, and it was difficult to control the flow of the crowd. The great mass of people irrespective of religions, mourning of people shedding tears, exemplified that he was not an ordinary person, he was a person who drew attention of many even after his death.

In response to what did I find in Archbishop Ganguly that was inspiring for me and also to others can be summarized as:

(1) **Morning shows the day.** When I look at his life of childhood and school days, I can easily see him as a special Gift of God for the Church in Bangladesh, a gift which needed many years to blossom in fullness, manifested in variety of ways, to be recognized and to be told the tale of his life describing him as a person: coming from a good Catholic and educated family, brought up with religious and spiritual formation, recognized in him something exceptional in school and in the minor seminary, a person with divine call, meritorious boy with excellent results in the school final exam, third in the merit list at the national level; his active involvements in sports, music, drama; a person with simplicity, devotedness, prayerfulness, sincerity and honesty and joyfulness in living and sharing his life, etc.

(2) **Discernment of his Vocation of Life:** While Theotonius Amal Ganguly was in the minor seminary he already decided to become priest. But he wanted to be a Holy Cross Priest. He expressed his wish to Archbishop Lawrence Graner, csc, the Archbishop of Dhaka. His request was turned down because Archbishop Graner, csc, as a policy wanted to promote first Diocesan Clergy for the Local Church. He advised him to wait till his Ordination and then decide. Theotonius Amal Ganguly accepted the advice but kept his discernment open.

After finishing his Seminary studies in India at St. Albert's Major Seminary, Theotonius Ganguly was ordained priest on 6th June, 1946. From 1947-51 Fr. Theotonius Amal Ganguly completed his Bachelor, Master and Doctorate in Philosophy from Notre Dame University, being always first among the group.

After living five years with the Holy Cross Fathers at Notre Dame University and inspired by the Holy Cross missionaries, he expressed his mature desire to Archbishop of Dhaka to join the Holy Cross Congregation. This time permission was granted and he made his Novitiate and took the First Vow on 16th August, 1952.

His own experiences in the journey of discernment of his own vocation and that of the others, inspired him to write a book on ***Vocation of Life*** in Bangla in a series of articles in

the Christian Weekly Protibeshi. However, the book deals with all vocations: to Priesthood, Religious and married life.

(3) **Local Culture and Thoughts:** The third thing that inspired me in his life is his love for local culture and Indian thoughts and philosophy. In one word Archbishop Ganguly was a "Cultured" man in all aspects: knowledge of Bengali culture and language, arts and literature; he himself was a polished writer and a gentle speaker, beautiful singer in Bengali and Gregorian chant, excellent playing in drama; a great lover of Rabindranath Tagore, the Nobel Prize winner in Bengali Literature. He spoke fluently Bangla, English, French, Latin and Hindi, and he had the knowledge of Sanskrit, Hebrew, Greek and German, etc. Gentleness, meekness and humility, softness, soberness and joyfulness characterized the expressions of his life. He was educated in Western thoughts in his philosophical and theological studies. But he entered into the Indian thoughts by writing his doctoral thesis in 1952 on: **Self and Nature** (*Purush and Prokriti*) according to Upanishad in Indian thoughts.

(4) Renewal of the Church: Archbishop Theotonius Amal Ganguly, the first Bishop and later the first Archbishop became the head of the Bangladesh Church Hierarchy. He attended all the Sessions of the Second Vatican Council. Naturally, after assuming the responsibility as the Archbishop of Dhaka in 1967, his pre-occupation was to bring the teachings of the Second Vatican Council to the local Church and thereby work for its renewal.

He was convinced of all the changes proposed by Vatican II. But those changes brought tensions, conflicts and even polarization of opinions among Priests, Religious and the Laity. He wanted to see a Church as Body of Christ with different parts which will be active. He loved everyone, sympathized with everyone, and did not want to hurt anyone. However, in this situation he only suffered and his heart bled so many times. He was humble, but others were proud of their authority. He tried to understand everyone, but he was sometimes miss-understood. Others wanted to win victory, and he suffered pain to the point of his heart giving out in his death. A humble pastor, saintly life-style and a suffering servant of God. Only a man of Faith, Hope and Charity could bear all that.

(5) War of Liberation: During the Liberation war of Independence of the country, as Archbishop, he gave excellent shepherding leadership, with love of the nation to be born, with courage to take part in the liberation, to stand at the side the poor victims of war and atrocities. Strong and courageous faith, love for the suffering people and his hope in God's providence marked his leadership at that crucial moment.

Archbishop Ganguly, stood for rights of the people of Bangladesh, defended the position of Archbishop Lawrence Graner, csc, after 1964, who was told by the Govt. to leave the country. He spoke openly on the four principles of the envisioned new nation: democracy, nationalism, socialism and secularism. One of the Christian Military Authority told the Archbishop that he was enlisted as one of the intellectuals of country who were under plan to be killed during by the Pakistan army. Many intellectuals were killed but providentially he was saved.

When he met the Father of the Nation, Sheikh Mujibur Rahman after his return from exile to Bangladesh in 1972, Archbishop Ganguly gave his golden pectoral cross as a donation for the reconstruction of the devastated country. It was a deep symbol to express that the church is with the people of the country. To give his cross as an expression of love is a great gesture of patriotism.

(6) Virtues and Qualities: Archbishop Ganguly was courageous. He used to travel in ordinary transports to be one with the people who were suffering during the war. He sometimes took the risk of his life and was not afraid at all. He had patience when things were not moving, calm and serene with faith in God, humbly bearing the sufferings and burden of the others.

As bishop or Archbishop he was simple. He used to go around with simple white cassock and pectoral cross. He himself used to drive his own car and several times he rode on bicycle. Sometimes being conscious of his responsibility he wrote challenging letters to some of the priests when he felt needed, but later he withdrew the letter because of his softness of heart as he did not want to hurt his priests. One of his most important virtues was to suffer in silence, to bear the cross for the sake of charity towards God and the people.

His humility was his personality character. He was always consoling to others. He suffered for Christ's sake. His spiritual exercises were always to seek the kingdom of God. He did not fight back but returned goodness in return to misconducts. Holy Cross Superior, Fr. Zimmerman's homily at the funeral Mass gave testimony of his life of the gospel beatitudes he lived.

While he was still living, he was considered "a living saint" because of his holiness, simplicity, spirituality and his gentle behavior towards all.

At the time of his funeral I felt that that his body would not be decayed and we would find his body uncorrupted. And with that thought in my mind he was buried. Later on, the priests who were sometimes opposing him, publicly acknowledged their misbehavior towards him and felt sorry. Some even said that they caused his early death because of the sufferings they gave to him.

His holiness, sanctity of life is a gift of God. I believe holiness is given to him, not for his own sake alone but for the benefit of the whole Church and particularly the Church in Bangladesh. This holy person has been given to the church so that she becomes holy by following his example. We are to follow and imitate him. It is good and urgent for the church that this beatification process comes to completion fast. His sainthood is like a treasure still hidden which needs to be uncovered, exposed and lifted up high for the good of the Church.

Of course, the Church has a process to investigate the lives of holy people like Archbishop Ganguly. What is your role in Archbishop Ganguly's cause for sainthood, and what can others do to be part of this effort?

The cause of the Canonization of Archbishop Theotonius Amal Ganguly was opened in 2006 by my predecessor, Archbishop Paulinus Costa. When I took the responsibility of the Archdiocese of Dhaka in 2011, I found some work have been already done, but the Tribunal and different Commissions were not functioning well. In 2015 I reconstituted the Tribunal and the Commissions, personally took interests in organizing and accelerating the Diocesan Investigation. In April 2017 finally the Diocesan reports of the Cause was brought to conclusion and all the documents were sent to the Postulator of the Cause in Rome. This has been my first role in the Cause of Ganguly's Sainthood.

Secondly, I formed a Pastoral Commission for the Promotion of the Cause with the following functions: (a) Collection of the personal items used by the Archbishop for future relics (b) Promoting devotions and prayers to the Servant of God in every Church within the Archdiocese (c) Publications in media and Dissemination of materials to all the other Dioceses in Bangladesh, (d) Gathering Information about favors received because of his intercession, (e) Preserving the birthplace and home property of this Servant of God, (f) Celebration of his Birth and Death Anniversary with talks, sharing of testimonies, Eucharistic Celebration and prayer at his grave. (g) Initiating a Museum of Archbishop of Ganguly for the public, etc. Most of the functions are being done regularly.

After my retirement as Archbishop my role is almost nil, except my personal prayers through his intercessions and sharing in writings and reflections.

Since a Saint is Saint for the Universal Church, we need the assistance of prayers and promotion of the cause involving more people. Some of the things that can be done for the cause are: (a) To make Archbishop Ganguly known world-wide especially to those who have been linked to him in one way or the other; (b) To continue the initiative taken today by the Notre Dame Alumni Association's outreach; (c) Promotion of Devotions and Prayers asking favors through his intercession; (d) Sharing the testimonies of favors received (e) Financial assistance to the Holy Cross Generalate in Rome who is following the cause; (f) To universalize his holiness and sainthood spreading among many, (g) To pray for a miracle which can be medically proved, etc.

Well, it is a perfect fit for the Alumni Association to be involved because Archbishop Ganguly could possibly be the first graduate of the University of Notre Dame to be canonized a saint. Do you know of any significant spiritual moments he had while he was a student here?

It was at Notre Dame University that Archbishop Ganguly studied B.A., M.A. and the Doctorate in Philosophy and passed six years as academician. Surely his intellectual career has been enriched most at this University of Notre Dame.

His doctoral thesis seems to have been an excellent dialogue between the Western and Indian thoughts. The University of Notre Dame contributed to his intellectual search, and Archbishop Ganguly enriched the academic tradition of the University in a dialogical way.

The most important spiritual moment that I can imagine, is his encounter with the Holy Cross Charism, spirit, environment which was much deeper than what he received in his School days. Six years of his living and studying in the University were beautiful and experiential moments when Archbishop Ganguly came in touch with the Charism, Spirit and Mission of the

Congregation of Holy Cross in a concrete way. It was in that context he decided to join Holy Cross, a gracious conversion to opt for Religious Life. Personal living experiences in community life, in spiritual exercises, in missionary tasks of the members and the stories of the great Missionaries made him to decide to join the Holy Cross Novitiate and made the first Vow before leaving for Bangladesh in 1952.

You are also a member of the Congregation of Holy Cross. What is meaningful to you about the charism of the Congregation, and how was Archbishop Ganguly impacted by this spirituality?

When I look back to school days, the initial call that I received was to respond to the urgent needs of the times. The Holy Cross Parish Priest, Fr. Phlip Payent, csc. used to take me along, carrying a lit candle in hand, to accompany him to go to distribute Holy Communion to the sick in the village. Once after Mass Fr. Payent took me by a rowing boat to a village about seven miles far from the parish center to distribute Holy Communion to the Sick. On our return journey, Fr. Payent told me, "See, how urgent is the need of more Priests". He used to send me to the poor to give help, to repair the broken houses belonging to older people and widows, to direct me to see the needs of others and respond as much as possible. This is the part of the Charism of Fr. Basil Moreau, that I learned later, that is, respond to the urgent needs with apostolic Zeal. This has been always active in my life till today.

Secondly, the Charism of Communion as envisioned by our Founder Blessed Moreau attracted me. Right from the school days, I have been formed by the Brothers, Sisters and Priests of Holy Cross. The Holy Cross Community is patterned around the Holy Family, a family of Priests, Brothers and Sisters. This aspect of the Charism always motivated me to live, to promote and also to minister as priest and as Bishop throughout my past ministry.

Thirdly, in the work of the Mission the call that always remained as motivating force is the Team Spirit, to build together and not alone, a Holy Cross spirit and attitude. I and others can quite clearly see visible in my life.

Fourthly, a spirituality of God's Providence. Faith in God's Providence, it is not mine but God's Work. So much our Blessed Founder Fr. Moreau lived this aspect of the Charism. In some very hard ways I had to learn and acquire this spirit. There was a lot of giving up, surrendering, and self-abnegation to do. But now I see the fruit.

Looking at the life of Archbishop Ganguly and his ministry as Priest and Bishop, all these aspects of the Holy Charism have surely impacted him. Archbishop Ganguly, right after his Ordination to the priesthood, felt always an inner urge to go to help the people who are in needs, going to the people living far away, going to those who live in periphery, to go on foot, on bicycle or to take any means of transports like rickshaws, trains, pulling carts, etc. Once he was going by train and there was no way to enter the train because of the crowd and the train was moving away, he immediately jumped and stood on the joints in between the two wagons of the train, traveling with his cassock on.

Archbishop Ganguly was a person who mixed with everyone: laity, religious brothers and sisters and priests. Inspired by the Second Vatican Council, Archbishop wanted to build communion among the Laity, Religious and Priests in the Diocese. For the first time in 1982 he started in his

archdiocese “ADAN-PRODAN” program, a gathering of priests, religious and laity for mutual exchange in order to build communion among themselves. His leadership in the Church as President of the Conference was also guided by the same spirit.

His spiritual life manifests a strong faith, hope and charity, and his example was of a humble, God-fearing and God-surrendering person. He never considered himself as author of what he did in the Church, in the nation-building, in taking care of poor to alleviate the war-caused miseries, etc. Faith and Hope in God’s Providence marked his life and mission.

Thank you for sharing those inspiring words. Returning to your life for a few minutes, you are now a cardinal of the Catholic Church. What was it like to hear that news for the first time, and what have been some of the most memorable moments of this experience?

The news of the appointment as Cardinal was announced by Pope Francis on 9th October, 2016 at the time of the Angelus in Rome without prior information to anyone, not me and not even to the Nuncio. At that hour it was 4:00 pm BD time when I started the Mass of the Feast of the Holy Rosary Church attended by about three thousand people. After the Mass at 5:30pm while going to sacristy, a little girl of nine years wished me “Congratulations”. I said “for what”? “Oh you do not know, you are made a Cardinal” she said. From the mouth of a little babe came the announcement to me. At the start of the second Mass at 6:00 pm when there were more than five thousand people attending the Feast Day Mass, while incensing the statue of our Lady of the Rosary in the beginning of the Mass, I did not have any thoughts other than what Blessed Mother had at the time her Annunciation.

I was bewildered and dumfounded by my lack of any emotion! What does the appointment mean? Why me? and why? ... I came back to the Archbishop’s House, and at midnight I read the news on the internet written by an American Journalist attached to Vatican News and “AMERICA” periodical, and also a friend of mine, Gerard O’Connel. After reading and reflecting over this, a thought came to my mind: the appointment as Cardinal was a love of God for the poor people in Bangladesh, love of Pope Francis extended to the periphery of the world, a recognition by him of a minority Church, and a new blessing for the Church and the Nation.

What surprised me most, is that, the appointment of a Cardinal from Bangladesh, as remarked by both by the President and the Prime Minister of Bangladesh, is “an Honor for the Nation”.

It took more than a year to conclude for myself that I have been appointed Cardinal, on the one hand, to represent a nation in the periphery, represent a small but at the same time a powerful and vibrant Christian Community at the universal level, and to speak on the richness of the poverty of the people of Bangladesh; and in other hand to bring the teachings of the Church to the people of the nation and to the Church in Bangladesh.

People within and outside of the Church spoke highly of the honor of being voting or being voted as candidate for the election of a new Pope. But this never enticed me particularly because I strongly felt all along that Pope Francis should not resign and live long to continue, because of the moment of Synodality process that the Church is going through. At this juncture he is needed

most. Now I am relieved that I will not probably have to vote for Papal election since my right to vote will end on the 1st October this year.

It must have been quite surreal to represent the hopes of so many in being a Cardinal of Bangladesh. And yet, no matter our vocation, there is a commonality in our call to holiness and sharing the Gospel through our lives. Archbishop Ganguly preached the Good News throughout his life. What aspects of his message are still particularly relevant for the world to hear today?

Archbishop Ganguly was primarily a pastor in the Church. Besides his priestly and governing function, he had to carry out the teaching function of the Church, and preaching good news was part of the function. One of the top priorities of his teaching was to know the signs of the times, know the culture of the people, reflect on them, in the light of the teachings of the Second Vatican Council and bring message to the people and provide pastoral directions accordingly. This is very relevant, because I feel, together with Pope Francis, that the truth and beauty of the Second Vatican Council has not been fully discovered yet and appropriate actions for implementations have not been taken. One has to be very much imbued with the values of the Gospel and not simply listening and doing what the people would like to hear. Inculturation of the Gospel must have a priority in the present day culture of the people.

Secondly, Archbishop Ganguly's life has been a clear prophetic stance against clericalism of the Church. His life style, his priority to be close to the people, to all people, particularly to those who are far away, deprived, severed away because of some problems, being open to other faiths and Christian denominations are very relevant now. Relevancy of his preaching is being relevant to the people. De-clericalisation of Bishops, Priests, Religious men and women and even many lay faithful is the most relevant teaching of the day. Archbishop Ganguly can serve as model.

Thirdly, we see in Archbishop Ganguly, the message of what we call Synodality, the most important fruits of the Second Vatican Council: Communion, participation and mission of the disciples of Christ. At the base of synodality lies the most fundamental, that is, listening to what the Holy Spirit says to his disciples as individuals and as community. Archbishop Ganguly, discerned the will of God, through prayer, meditation and in Eucharistic Celebration.

Fourthly, Archbishop Ganguly's life has been a message. He preached much more through what he was, than by what he said and did. Archbishop Ganguly is being honored as a "living saint" not primarily because of his activities but because of his heroic virtues of faith, hope and love, because of moral virtues of justice, prudence, fortitude and temperance, because of the way he lived the Beatitudes of the Gospel, because of the fruits of the Holy Spirit that he testified in his life: humility, simplicity, faithfulness, endurance, joy, charity, and so on. His life was a message which we preach and the Church needs to preach.

Thank you for offering that for our reflection. In addition to Archbishop Ganguly, who have been your models of holiness who have guided you in your life and vocation?

I had many models in different stages of life. In my primary School level, a Diocesan Priest Bertrand Rodrigues, the Parish Priest of my home parish, whom I came to know closely because

of my mother's instruction to go to him and offer the first fruits of the home garden and who thrice a week was cleaning the wounds of my leg with Dettol and medicine for many months.

In my high school days, a Holy Cross Parish Priest, Fr. Philip Payent, csc, who formed me in my vocation, journeyed with me and gave spiritual direction before I joined the Holy Cross Novitiate. Holy Cross Brothers who taught me, directed me, and setting examples before me are among the most important formators. Holy Cross Sisters, who went out of the way to take care of me in their convent, when my health was at critical stage suffering from strong Diarrhea, saved my life so that within two weeks I could go to join the Novitiate in 1961.

After my Priestly Ordination ministered by Bishop Joachim Rozario, csc., Bishop of Chittagong and Alumni of Notre Dame University, Bishop Joachim was my model during my priestly ministry of 18 years and my Episcopal ministry of 22 years in the Diocese of Rajshahi and Chittagong. I looked at Bishop Joachim as a person with: simple life-style, spirit of detachment, down-to-earth person, close to ordinary people, open to everyone irrespective of religions, culture and social stratifications, a prophetic voice of justice, leadership, inculturation and local Church, active promoter of Inter-religious Dialogue and Christian Unity among the different denominations, love for the poor and promoter of integrated human development. I worked with him many years as collaborators but at the same time his follower.

I did not know Archbishop Ganguly deeply enough before I was made the Archbishop of Dhaka in 2011. After taking the responsibility, my personal decision was that I would like to be a pastor of the Archdiocese like Archbishop Ganguly. The more I came to know him and got involved in the cause of his Beatification, the more I was consciously and internally imbued by his spirit and examples. I am thankful to God that I could end my last 10 years of episcopal ministry being in Dhaka Archdiocese where Archbishop Ganguly was my Predecessor and I tried to follow him and his message.

We like to ask every guest about their journey towards holiness since these answers help, I think, to edify one another as we journey through our lives of faith. Therefore, what has been effective for you as you seek holiness in your years as a vowed religious, priest, bishop, and cardinal?

Without much illustration I just mention the following points which have impacted in seeking holiness in my vowed religious, priest, bishop and cardinal:

(a) I have experienced innumerable times that Vocation is a gift of God, reveals itself gradually, in the context of new responsibilities as vowed religious, priest, bishop of three dioceses and finally as Cardinal. It is one and the same Vocation guided by God's call and his Providence.

(b) I was a strong man of planning, an organized person, active but not super-active, and so on. However, I have learned in a very hard way, (suffering from spinal problem, being immobilized three times, each time 2-4 months) and would say learned in a miraculous

way that, it is not my plan, it is God's plan, not my work, it is God's work, not what I want but what God wants.

(c) I am pleased with the kind of formation I have received; initial formation I had already mentioned. But I would like to mention the academic formation that I received at Notre Dame College from the Holy Cross Fathers, in the Major Seminary in Karachi from the Dutch Franciscans immediately after the Vatican II was over, in the Pontifical University of Leuven and the on-going formation in the Asian theology developed within the Federation of the Asian Bishops' Conference.

(d) In the last 51 year of my ministry what I see now looking back, is nothing but the priestly ministry of sanctification, prophetic ministry of teachings and royal ministry of governance for the kingdom of God, according to the Magisterium of the Church given by the Second Vatican Council and the Post-Vatican II teachings, pastorale and spirituality.

(e) I tried to see my vowed life as Religious, Priest, Bishop and Cardinal in the perspective of the Vision of the Church given by Vatican II: (a) Church as Communion: with God and with others: Clergy, Religious and Laity, with other People of God and other Church Denominations, (b) Church as Mystery: mystery of the Body of Christ, union of the divine and human, sacramental character of the Church, human signifying the divine, mystery of the Incarnation of the Word of God. (d) Church as Mission: of evangelization, that is bringing the Gospel to the life-reality, mission of every baptized person who is a missionary, participation of all in the mission of the Church, and so on.

(f) Finally, understanding holiness as wholeness, integrated holiness, the main core of holiness is: "That They be One" as Jesus prayed. Holiness is understood as perfection of charity.

Indeed, the teachings of the Second Vatican Council and Lumen Gentium's explicit universal call to holiness have been the inspiration for this podcast. Cardinal D'Rozario, thank you for the time and care you have shown us by being on the podcast today and for sharing so much of the life of Servant of God Archbishop Ganguly. To close, would you please offer a prayer for Archbishop Ganguly's intercession and also give us your blessing?

Here below I cite the prayer of intercession that is being officially said in almost every parish after the Mass and in many Religious Houses in the Archdiocese of Dhaka and also on special occasions in other Dioceses on the birth or death anniversary of Archbishop Ganguly.

Let us pray...

We thank you Lord, because you have given your Servant, Archbishop Theotonius Amal Ganguly as a gift to the Church and to the people of Bangladesh.

By his works of charity and apostolic generosity, you have led your people at the time of sorrows and sufferings, deprivations and war-time and made him a Day Star for those who are under the shadow of death and darkness.

Remembering his love and devotion to you and his mercy to others, we pray through his intercession that we may receive (.... request of favors) the favors we asked for.

Lord, for the glory of your Holy Name and for good of the Church, make your Servant Blessed; increase our love for him; and let his life inspire us to follow his examples. Amen.

Mary of Immaculate Conception, Pray for us.
St. Joseph, Pray for us.

May the Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit bless you and remain with you always. Amen.

Date: June 13, 2023, 62nd Anniversary of my Entrance to Holy Cross Novitiate.

১৪ই জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আজ পবিত্র ক্রুশ সংঘে আমার প্রথম ব্রতগ্রহণ অনুষ্ঠানের ৬১ তম বার্ষিকীতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

ধন্য ফাদার মরো কর্তৃক প্রাপ্ত আত্মার অনুগ্রহদানের দ্বারা পুষ্ট হয়ে, এবং তারই মধ্যস্থতায় (১) মানুষের জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে সাড়া দেওয়া; (২) আগ্রহ ও উদ্যমভরে সেবাকাজ করা; (৩) মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাসনা ও সাধনা; (৪) একসঙ্গে সকলে মিলে কাজ করার প্রেরণা; (৫) বিধাতার তত্ত্বাবধানে নিজেকে সমর্পণ করা এবং (৬) "ক্রুশই আমার একমাত্র প্রত্যাশা" ভাবনায় পথচলা, প্রভৃতির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং সংঘের ভ্রাতা-ভগ্নিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবার কাছে প্রার্থনা কামনা করি যেন: ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবং ফাদার মরোর মধ্যস্থতায় আজীবন পবিত্র ক্রুশ সংঘের ক্যারিজম অনুসারে জীবনযাপন করে, জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে পারি।

প্রার্থনায় যারা স্মরণ করবেন তাদের প্রতিও রইল আমার অনেক কৃতজ্ঞতা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও

১২ই জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মাইকেল নিঙ্গাল ডি' রোজারিও-এর মৃত্যু বার্ষিকী – ১২/০৬/২০২৩

আজ আমার বাবা মাইকেল নিঙ্গাল ডি' রোজারিও-এর মৃত্যু বার্ষিকী। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন কোলকাতা কল্যাণপুর ধর্মপল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে ওখানেই সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে তাঁর চার ছেলেমেয়ের পরিবারের সাথে জীবনের শেষান্তে প্রায় দু' বছর বাস করার পর মৃত্যুবরণ করেন।

মাইকেল নিঙ্গাল ডি' রোজারিও-র জন্মঃ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগষ্ট; (এ বছর তার ১২০তম জন্ম বার্ষিকী) এবং বিবাহঃ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ; তার স্ত্রী ছিলেন ফ্লোরা এসপিওজা ডিসপিনা ডি' রোজারিও (জন্মঃ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ, বিবাহঃ ১৯২১, মৃত্যুঃ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ)। আমি তাদের কনিষ্ঠ সন্তান (১৯৪৩); আমার বড়ো আইরিছ (১৯৪০) দিদি কোলকাতায় বাস করেন।

তার মৃত্যু বার্ষিকীতে বাবার জীবনের দিকে তাকিয়ে আজ স্মরণ করি তার জীবনের চারটি ধাপঃ (১) ব্রম্মচর্য জীবন (১৯০৩-১৯২১ঃ ১৮ বছর); (২) গার্হস্থ্য জীবন (১৯২১-১৯৪৬ঃ ২৫ বছর); (৩) বাণপ্রস্থ জীবন – সন্ন্যাসজীবনের জন্য বনবাসী (১৯৪৬-১৯৫২ঃ ৬ বছর); (৪) সংসার-ত্যাগী – সাধু (১৯৫২-১৯৮৮ঃ ৩৬ বছর)।

সংসার ত্যাগী জীবনে তিনি "নিঙ্গাল সাধু", কখনো বা "লাল সাধু" বলা হত কারণ তখন তার অঙ্গজুড়ে ছিল লাল কাপড়। পাজামা, আলখাল্লা, কোমর বন্ধনী আর চাদর সবই লাল। গলায় বড় আকারের একটি ক্রস -- যার আকার ছিল লম্বায় ৬ থেকে ৭ ইঞ্চি আর চওড়া ২ ইঞ্চি। হাতে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহঃ স্বর্গদ্বার, পবিত্র বাইবেল একটি লাল কাপড়ে মোড়ানো, হাতে লাঠি ও বড় একটি রোজারী মালা, পায়ে স্যান্ডেল। তার ছিল এক সেট কাপড়। পরবর্তীতে তাকে আরও এক সেট লাল বসন দেয়া হয়েছিলো ।

আমার বাবার জীবনযাত্রা, কাজ ও গুণাবলি স্মরণ করে দেখিঃ সংসার-ত্যাগী, দরিদ্র ও নিরাসক্ত জীবন, নিজস্ব সম্বল বলতে কিছুই ছিলনা, প্রায় বিনা পয়সায় সব জায়গায় যাত্রা করতেন; রাঙ্গমাটি পাহাড়ীদের মধ্যে বাণীপ্রচার করেছেন যেখানে লুসাইরা তাকে "বাবা" বলে ডাকতেন; ওখানকার পুরেহিতদের সাথে বিনা বেতনে কাটিখিস্ট হিসেবে থাকতেন। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে যোগদান, খ্রিস্টযাগের আগে ও পরে ব্যক্তিগত প্রার্থনা; মিশনে বা বাড়িতে প্রতিদিন হেটে হেটে বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা ও রোজারিমালা আবৃত্তি করতেন। ঈশ্বরের সেবক ব্রাদার ফ্লেবিয়ানের সঙ্গে কিছু সময় দিয়াঙে আশ্রমবাসী ছিলেন। ত্যাগস্বীকার, উপবাস ও প্রার্থনা ছিল তার জীবনসাধনা। শ্রাদ্ধ ও প্রার্থনার পরিচালনার আহ্বানে তিনি বিভিন্ন বাড়িতে যেতেন।

বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে আলোচনা ও সাক্ষাৎ। মানুষের মধ্যে মিথ্যা দেখতে পারতেন না, সত্য কথা, সত্যের রাজ্য প্রচার করতেন; "সত্যের দোকান" খুলে, অর্থাৎ চায়ের দোকানে চা নাস্তা খেয়ে স্বেচ্ছায় বাক্সের মধ্যে দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, এভাবে তিনি মিথ্যার প্রতিবাদ করেছেন।

গরিবদের সাহায্য করা তার নিয়মিত দয়ার কাজ ছিল। যাদের বিবাহ হতো না তাদের বিবাহ ব্যবস্থা করে দিতেন; সংসারত্যাগী জীবনযাপন করলেও মাঝে মাঝে বাড়ির জমিতে কৃষিকাজ করতেন; ফসল সংগ্রহ ও প্রস্তুতির জন্য বিধবাদের ব্যবহার করে তাদের আয়ের সংস্থান করে দিতেন;

জনগণের সাথে সর্বদাই মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের পক্ষে কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন। অখ্রিস্টীয় অনৈতিক জীবন দেখলে তিনি প্রাবক্তিক ভূমিকায় চ্যালেঞ্জ দিতেন এবং তাদের দোষ সংশোধন করতেন। কোন সময় তার কোন শত্রু ছিল না।

আমার যাজকীয় অভিষেকের দিন (৮/১/১৯৭২) বাড়িতে আমাকে বরণ করার সময় তার আশীর্বাণী ছিলঃ "তোমার জীবন জ্যোতির্ময় হোক" । আজকে বাবার মৃত্যু বার্ষিকীতে তার জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং প্রার্থনা করি যেন তিনি স্বর্গলোকে " জ্যোর্তিময়" হয়ে থাকতে পারেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি.

১৪ই জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

আজ পবিত্র ক্রুশ সংঘে আমার প্রথম ব্রতগ্রহণ অনুষ্ঠানের ৬১ তম বার্ষিকীতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

ধন্য ফাদার মরো কর্তৃক প্রাপ্ত আত্মার অনুগ্রহদানের দ্বারা পুষ্ট হয়ে, এবং তারই মধ্যস্থতায় (১) মানুষের জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে সাড়া দেওয়া; (২) আগ্রহ ও উদ্যমভরে সেবাকাজ করা; (৩) মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাসনা ও সাধনা; (৪) একসঙ্গে সকলে মিলে কাজ করার প্রেরণা; (৫) বিধাতার তত্ত্বাবধানে নিজেকে সমর্পণ করা এবং (৬) "ক্রুশই আমার একমাত্র প্রত্যাশা" ভাবনায় পথচলা, প্রভৃতির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং সংঘের ভ্রাতা-ভগ্নিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবার কাছে প্রার্থনা কামনা করি যেন: ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবং ফাদার মরোর মধ্যস্থতায় আজীবন পবিত্র ক্রুশ সংঘের ক্যারিজম অনুসারে জীবনযাপন করে, জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে পারি।

প্রার্থনায় যারা স্মরণ করবেন তাদের প্রতিও রইল আমার অনেক কৃতজ্ঞতা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও

9th June, 2023

Medical Condition of Pope Francis

Pope Francis continues to recover well from the three-hour surgery for an intestinal hernia that he underwent on June 7. His "clinical picture is progressively improving, and the post-operation course is regular."

Pope Francis said: "I sincerely appreciate the prayers and numerous expressions of closeness and affection received in the past few days. I am praying for everyone, especially those who suffer. I ask you to keep me in your prayers."

Let us continue to pray for his full recovery.

যতবার আমরা প্রার্থনায় পোপ মহোদয়কে স্মরণ করি ততবার আমরা উপলব্ধি করি, যিশুর সাথে আমাদের একাত্মতা, তাঁর দৃশ্যমান প্রতিনিধি পোপ মহোদয়ের সঙ্গে আমাদের একদেহের বন্ধন, বিশ্বের জন্য মণ্ডলীর ভূমিকা, পোপ মহোদয়ের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও আনুগত্য, বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সাথে আমাদের ঐক্য। এ সবকিছু পবিত্র আত্মার কাজের প্রকাশ।

প্রতিমাসে তাঁর দেওয়া উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উপরের সবকিছুই প্রকাশ করে এবং আমরা আরও খ্রিস্টীয় হয়ে ওঠি

3rd June, 2023

CAUSE OF BEATIFICATION AND CANONIZATION

OF THE SERVANT OF GOD

BROTHER FLAVIAN LAPLANT

BROTHER PROFESSED OF THE CONGREGATION OF HOLY CROSS

(1907-1982)

QUESTIONNAIRE OF THE PROMOTER OF JUSTICE

FOR THE WITNESSES

INTEROGATION ANSWERS

BY CARDINAL PATRICK D'ROZARIO, CSC.

Ans. Q. 1:

Cardinal Patrick D'Rozario, csc., born on 1st October, 1943, in the Parish of our Lady of Guidance, Padrishibpur, Barisal.

I have been a Holy Cross priest, Bishop of Rajshahi, Bishop of Chattogram and Archbishop of Dhaka. I was named Cardinal in 2016 and I got retired from the office of the Archbishop of Dhaka in 2020 at the age of 77.

I did my Major Seminary studies in Karachi Christ the King Seminary and the Licentiate in Theology from the Pontifical Universiteit te Leuven, Belgium.

My present address: CBCB Center, 24/C Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka.

Mobile phone: +88 0171 500 3843.

Ans. Q. 2:

I am not related to the Servant of God, Bro. Flavian Laplante, csc. The reason I am called to give testimony is that I hail from Chattogram Diocese, that I was a member of the same Holy Cross Congregation and had some connection with him, that I was the Bishop of Chattogram from 1995 to 2010, and that I opened the Cause for his Canonization in 2007 when I was the Local Ordinary of the Diocese.

Ans. Q. 3:

When I was in High School in 1950s, Bro Flavian came a few times to my home parish school in Padrishibpur, Barisal, run by the Holy Cross Brothers. Twice he addressed the School Assembly of St. Alfred School. He was considered second hero for education in the Diocese of Chittagong as was introduced to us by the Holy Cross Brothers. What I remembered seeing him from a distance, he was a big and tall man, very strongly built, loved by the Brothers of Holy Cross.

Bro. Flavian is remembered in St. Alfred's School in Padrishibpur, where I did my Primary and High School. In this school he worked both at Primary level in 1930s and High school in 1940s. His contribution is remembered well by the School and the students.

Quite a few of my classmates about 8 to 10, who were also staying in the same boarding house, St. Joseph's, came from Diang fishermen community in Chittagong who were called "Bro. Flavian's Boys". These boys were from Hindu fishermen community, Bro. Flavian had them baptized and were sent to Padrishibpur St. Alfred High School for education and Christian formation. By 1959 many boys were taken to Noakhali, Bro. Andre's School which was upgraded as High School. Only one of my classmates, who was a fisherman boy who continued his study till the end of 10th grade.

Being a boy from Chittagong Diocese, having been formed by the Brothers of Holy Cross, having joined the same Holy Cross as candidate for priesthood in 1961, I saw him many more times in different gatherings, meetings and feasts, but no personal relations. However, once I remember, Brother encouraged me to persevere in the vocation to the priesthood.

After Bro. Flavian started his monastic life, I went to Diang, met him in Ashram, saw his ashramic life of austerity and simplicity, solitude, prayer and love for the fisherman, etc. After his death many times I went to Diang Ashram to make my personal retreat, conducting Diaconate program for many years, conducting annual pilgrimage to our Lady of Lourdes. All these occasions helped me to know more about him, his life-history, life-style in the Ashram and helped to pray for him in my personal prayers and public worship during the pilgrimages.

I have also read the book written by Bro. Alberic, csc, titled: "Great Brother Flavian", English Edition of 1991 and the Bengali Edition, February, 2003. These writings of Bro. Alberic are authentic according to my judgment.

Sections 1: Birth and the Family (Q. 5-8); Sections II (Q.9-21); Sections: III: From the Entrance into Religious Life to professional vows (Q. 22-35);

Since I do not have any information regarding these three Sections and the questions from 5-35, I deter from giving any information and opinion. Precise biographical data may be collected from other sources.

However, reading his biography, (Bro. Alberic's Book) his childhood was not pleasant because of the early death of his mother and accidents at home, farmer family, his knowledge of catechism, love for the games and sports, hard labour, interested in many kinds of manual labour, organizer for different games, interests for mission work, love for education, teaching and formation, personal prayer life, devotion to our Lady, meeting with the then Bro. Andre at St. Joseph Oratory – all these indicated the kind person he would be at a later stage of life.

Ans. to Question 36:

Being a member of the Missionary Congregation of Holy Cross with a fourth vow for missionary work that led him to leave homeland.

Many missionaries who were working in Bengal at that time inspired him to be like them. Bro Andre, later who became Saint Bro. Andre encouraged him to go to Bengal mission.

It was a difficult mission because of the health issues, climate, transport and communications, poverty, injustices, poor living conditions, lack of literacy and education, crimes among the people, particularly among whom Bro. Flavian worked,

The above mentioned dangers were there and he was aware of those dangers and challenges.

As missionary the only preparation that Bro. Flavian could take is missionary motivation, zeal, love for the people,

Answer to Question 37:

Reading in his biography, we see that it took 45 days of traveling by train and boat in order to reach Bengal accompanied by two other conferrers, Fr. Omer Deroche, Bro. Ambrose Dion and Novice Eugene Poirier. They left Montreal for Bengal on 17th October, 1932.

He came to live in Chittagong where Holy Cross Brothers and Fathers were living as a community

Answers to Question 38-51:

After spending a year or so in the community in Chittagong he was sent to Padrishibpur where Bro. Godfrey opened a school, called St. Alfred School. He studied Bengali for one year for preparation of his missionary life. He was working as assistant to Bro.

Godfrey, teaching, governing primary school which was already extended. Bro. Flavian was in Padrishibpur from 1933-1936 when I was not born even.

Then in 1936 Bro. Flavian was sent to Noakhali to start a primary school which he developed to sixth grade. Side by side his teaching he was studying B.A. under New Brunswick University.

In 1938 Bro. Flavian was transferred to St. Placid School to teach in English Medium School, to take care of the boarding house of about 100 students. He was the prefect of Sports of the School. Parallel to the responsibilities mentioned, he was studying and had received in 1939 B.A and B. Ed degree from Montreal University.

The qualities the students and the parents highlighted in Bro. Flavian were: he mixed with the students, took active part in the sports together with the students, visited their homes, etc.

During the Holy Week of 1939 Bro. Flavian suffered a lot because of conspiracy of a guardian over a trivial matters. In order to save his reputation from the conspiracy Bishop LePailleur, the Bishop of Chittagong transferred Bro. Flavian to Padrishibpur again, where his conferrers were very happy to receive him. He was eventually made Headmaster of the School. He stayed there till May 1942.

In the meantime Bro. Flavian went to Noakhali accompanying three candidates for the Holy Cross Novitiate. He heard that as part of the World War going on, St. Placid School was taken over by the Allied forces, the residential students were sent to Padrishibpur, Bishop's House was evacuated. In the midst of all that Bro. Flavian came to Chittagong by train in one early morning to see the condition of Chittagong. Fr. Bertrand Rodrigues briefed him about the developments and requested Bro. Flavian to stay in Chittagong. Fr. Bertrand contacted the Superior in Padrishibpur and convinced them to keep Bro. Flavian in Chittagong.

In this situation Bro. Flavian started a primary school in Changaon, six miles away from the City, where he was going cycling for the management and teaching in the School.

The war situation ended in Chittagong in 1942 December. However, because of shortage of food famine started. Fishermen were bringing food from Burma, but the Japanese military has stopped all the transports because of which about sixty five thousands boats were confiscated at the Bay of Bengal. The fishermen were most hit in the famine. Bro. Flavian came to contact and started to organize the fishermen and taking care of them. He opened feeding centres for the Hindu fishermen community.

During 1942-1945 with the help of the army, Bro. Flavian organized a labour force of 1000 workers, opened Shelter for food distribution, health care and school for the orphans of the aftermath of war victims.

The famine which lasted for two years (1943-1944) took away about sixty lakh of people in Bangladesh. It is called Famine of 50 (following the Bengali Year 1350).

Answers to Q. 52:

It is true that immediately after the Second World War, he had to struggle to keep alive the families affected, the poor people especially, the fishermen, who were Hindus. As he organized the fishermen and provided boats and nets to the fishermen with the help of the Local Military authority. When they started fishing they were robbed by the organized pirates. Bro. Flavian himself with the help of the government went to the sea to be with fishermen boat with a group of gunmen to protect them from the attacks of the pirates. After a while Bro. Flavian with others succeeded in removing the pirates from the fishing area. It was a risky job for Bro. Flavian showed courage to protect the weak and innocent people, he sided for the justice at the risk of his life.

TIDAL WAVES OF NOVEMEBER 1970 and WAR OF LIBERATION – 1971

A huge cyclone and tidal waves took place at the coastal area of Bangladesh including Chittagong, Noakhali, Patuakhali and Barisal in November, 1970. Diang is at the side of the Karnafuly Port and it was also affected. It is said that around five hundred thousand people died and about ten thousand people were fishermen. Bro. Flavian himself wrote about the devastation made by cyclone which was published in SALAM, No. 21.1 Jan-March, 1971.

His companion Fr. Bertrand Rodrigues a Diocesan Priest, in charge of Caritas Chittagong was also involved in the relief and rehabilitation work. Two of his Conferrers Brother Lawrence Dias, csc, and Bro. Constant Brouillard, csc, were engaged in relief work in the south of Noakhali and Barisal.

Immediately after this cyclone, the Liberation Movement started from March 26 and continued till 16th December 1971, the date marking the Victory Day of independent Bangladesh after nine months of guerrilla fighting and war aided by India. In the war three million people were killed, two hundred thousand women were tortured, 100 million people took shelter in India because of the genocide and destruction of houses and property by the Pakistan army.

After the natural calamities and man-made calamities a long period of relief, rehabilitation and developments started by the Diocese of Chittagong and later by the entire Church in Bangladesh.

Bro. Flavian stayed in the Diang, Chittagong, particularly very close to the people with whom he worked. He was involved in Relief work through the organization called first Chittagong Organization for Relief and Development (CORD) which was initiated in Chittagong Diocese after the devastating tornedo and tidal waves by the Social Commission of the Diocese of Chittagong.

At a latter date an inter-diocesan Organization was set up by the Bishops of Bangladesh, called Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR), which became Caritas Bangladesh from 1972 and continues its work till today.

During this long period Bro. Flavian stayed in Diang and took care of the Christian and Hindu and Muslim communities. He also visited other affected areas in Manpura island.

This period has also responsible for emergence of many initiatives for the development of the poor in Diang where Bro. Flavian was the main leader and also supported by other Brothers of the Holy Cross Community and the Diocese of Chittagong and CORR.

The initiatives were:

a) Increased number of fishing boats and Mechanization of the fishing boat of the poor fishermen.
b) Cooperative Movement of the Fishermen.
c) First batch of 11 fisherman boys who completed School exam successfully from the School founded by Bro. Flavian.
d) Land reclamation was done for agricultural farming, irrigation work, etc.
e) Women cooperatives were opened giving them training at the training Center Bro. Flavian built.
f) Poor people were given land and houses as part of the rehabilitation program.
g) Cyclone Shelter at the Mission compound was built for future protection.
h) Different cooperative groups were formed among the Muslims, Hindu and Fishermen and Christian people for developments.
i) Work for food programs were initiated.
j) Bro. Flavian took care of the Orphans and sending them abroad with legal permission from the Government, which was always difficult to get.
k) Bro. Flavian actively supported the foundation of trade school for the street and drop out children started by Fr. Dujarier, a PRADO priest.

Answer to Quest. No. 69.....

I think every person is unique, particularly when that person is sent by God for special mission. A particular mission is a charismatic gift of the Holy Spirit, among many other variety of gifts. Of course, every saint has some commonalities, like very strong

relationship with God, life of prayer, spiritual life, love of neighbour, etc. Mother Theresa of Calcutta was called to show God's love for the poorest of the poor. Bro. Flavian too, had the love for the poor, who are deprived of their rights, poor who do not see much for future. In that sense both Mother Theresa and Bro. Flavian have been called to reveal God's love for the poor. But Bro. Flavian should be seen in the light of the poor fishermen, friend of fishermen, an apostle of fishermen. That was his call and he did through his active engagement with them as well as in his hermit, a contemplative life. Hence I would say comparison is not necessary. Every gift of the Holy Spirit is unique. Uniqueness is what characterizes his life of holiness.

Cardinal Patrick: PERSONAL REFLECTION

What are the reasons for the choice hermit life? I do not know his own personal motive. But reflection on his life arouse in me the following:

(a) It is quite common in the religious and cultural society in Bangladesh, that a very active life is concluded with solitary life, alone with God, a contemplative life, a non-active but not passive life.
(b) In all his life, he was super-active, dynamic, moving, running, challenging, facing the challenges of life, an action-oriented life. But a divine light dawned on him calling for a quiet life, active in another way, loving people, serving them in another way.
(c) All his life Bro. Flavian tried to be contemplative in action but at the end of life he tried to be active in contemplation.
(d) He had many enemies who wanted to do harm on him, kill him, because he sided with the poor fishermen. He tried so much to change their mentality, have conversion of life, we cannot say whether he succeeded or not. But at the last stage of hermitage life, he worked for their conversion through prayers. And the testimonies are many of those people, Muslims and Hindus who came to the hermitage to ask pardon from Bro. Flavian.
(e) Diang, a place of so much of work, activities, projects, dreams of human developments of all sorts, but Diang, because of Bro. Flavian stands now as a hermitage, a holy place, a place of pilgrimage, an Ashram, a sign of true perfection and holiness to which everyone must aspire, move and go in the journey of life.
(f) Diang stands for something which is eternal, blissful, heavenly, a Mount Carmel with the presence for Blessed Virgin Mary of Lourdes, thanks to the plan of God and thanks to Bro. Flavian discovering that plan.
(g) After the discovery, that I made in 1989 after reading the history of Diang and Chittagong at the period of 16th and 17th century, Diang always reminded of the First Monastery of some Dominican and Franciscan Fathers who resided there in the beginning of 17th Century, and the six hundred people who were killed by the Arakan Army in 1602 AD. So Diang has been a place of monastery, a place of martyrs in Bengal, to an Ashram of Diang transformed by Bro. Flavian, and a holy place of pilgrimage.

(h) Hence my conclusion is Bro. Flavian, knowingly or unknowingly did what God had planned earlier and now Bro. Flavian will continue that heritage with the help of Divine Providence, manifesting his holiness of life as Saint, an Apostle of Fishermen after the examples of the Disciples of Christ.

HEROIC VIRTUES IN BRO. FLAVIAN

1. The entire life of Bro. Flavian testifies to all the Theological Virtues of Faith, Hope and Charity. During the struggles of life, facing challenges of the mission, and pleading assistance from the Divine Providence and his ardent devotion to Mother Mary portrays those virtues in his life.
2. He was a good man, a good human being with sense of prudence, justice, courage and temperance. All these made him a good human being as well as a good Christian and Religious.
3. In his active as well as in contemplative life, we saw him as man of God, prayerful person, having special devotion to our Lady of Lourdes, committed to love the poor and the deprived, particularly the fishermen, ready to give up his life at any cost imitating Christ.
4. Bro. Flavian was a heroic Missionary as expressed in coming to Bangladesh and working here, as expressed in evangelization (mission ad gentes) of the fishermen community working for their integral development and all the apostolates that he was actively engaged.
5. Solidarity with the poor, particularly fishermen community, being everything to all, father, mother, brother, friend, solace, companion in the journey of holiness.
6. When we look at the eventful life of Bro. Flavian, we see in him the work of God's providence with a direction to the call of holiness, to which he was always ready to surrender.

In Conclusion, I would like to say:

Bro. Flavian's holiness, sanctity of life is a gift of God. I believe holiness is given to him, not for his own sake alone but for the benefit of the whole Church and particularly the Church in Bangladesh. This holy person has been given to the church so that she becomes holy by following his example. We are to follow and imitate him. It is good and urgent for the church that this beatification process comes to completion. We need to speed up our work fast. His sainthood is like a treasure still hidden which needs to uncovered, exposed and lifted high for the good of the Church.

Signature

_____

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

Archbishop Emeritus of Dhaka

Date:

2nd June, 2023

CARDINAL'S MESSAGE

The Chittagong YMCA has been very kind to extend an invitation to me to celebrate Golden Jubilee of its foundation in Chittagong and also has requested me to convey a message for the occasion. My sincere thanks to the President, Secretary and the Board concerned.

To commemorate fifty years of journey of YMCA, launched in Chittagong immediately after the independence of Bangladesh, is very significant, because the YMCA Chittagong too walked together with independent Bangladesh in its efforts of the nation building, for which the YMCA Chittagong can well be proud during the celebration of Golden Jubilee for all the contributions it has made.

Personally I had the opportunity too, to have close ties with Chittagong YMCA and with its leadership given by persons, some of whom are now celebrity in the national and international arena who did their apprenticeship in Chittagong and has spread in and abroad of the nation. When I was the Bishop of Chittagong, some of these leaders have been close to me, in thinking, creating vision, implementing in action and moving the movement forward. This also gives me a very sincere joy in the celebration of its Gold Jubilee.

On the occasion of the fiftieth anniversary of the Chittagong YMCA, my thoughts go beyond the boundary of fifty years and remember the First World Conference held on 22nd August, 1855 and be inspired by the backdrop of identity and mission of the YMCA: *"The Young Men's Christian Association seek to unite those young men who regard Jesus Christ as their God and Savior, according to the Holy Scriptures and desire to be his disciples and extend His kingdom among young men."*

At the occasion of the Golden Jubilee of Chittagong YMCA, I experience a great joy and gratitude to God as well as to the young people who have been in forefront of ecumenical journey of the Church since its inception at global as well as local level. In front of my own eyes I have seen the remarkable growth in the Ecumenical Spirit with joining of the Catholics with other Christian Denominations.

When we commemorate a jubilee, we experience a spirit of gratitude and thanksgivings, a spirit of contrition of our failures and a spirit of hope and commitment for the future. The future hope and commitment are already well articulated in the Vision 2030 of World YMCA.

Along with the Vision 2030, may I, therefore, appeal to the Chittagong YMCA to start a new journey of building "Human Fraternity" in their bond of membership, in commitment of their mission to build the kingdom of God, and of living out the vision of communion as "Brothers and Sisters" of one human family - among the children, young people and others.

In conclusion I express my heartfelt thanks and congratulations to all the members and to all those giving leadership in Chittaong YMCA.

With Blessings

+ Patrick D'Rozario, csc

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

১লা জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

জুন মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য : নির্যাতন বন্ধ করার জন্য প্রার্থনা করা।

এসো আমরা প্রার্থনা করি: বিশ্বের সকল দেশ যেন নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের ও তাদের পরিবারগুলোকে যেন সহায়তা দান করে।

নির্যাতন – হায় ঈশ্বর – নির্যাতন! নির্যাতন কেবলমাত্র অতীত ইতিহাসের কোন বিষয় নয়। দুর্ভাগ্য যে সাম্প্রতিকালেও কত নির্যাতন আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। কী করে মানুষ এতো অমানুষ হতে পারে?

আমাদের সমাজে একদিকে আছে সহিংস নির্যাতন; আবার আছে অতি সুচতুর ভাবে কাউকে অবনমিত করা, কাইকে বোধশূন্য করা, অথবা অধিক জনগোষ্ঠিকে অমানবিক পরিবেশে হাজতে রাখা; এমনই এক পরিবেশ যেখানে ব্যক্তির মর্যাদা থেকে তারা বঞ্চিত করা।

এরূপ নির্যাতন নতুন কিছু নয়। চিন্তা করতে পারি যে যিশুকেও সেভাবে নির্যাতন করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।

এসো আমরা এরূপ নির্যাতনের সহিংসতা বন্ধ করি। মানুষের মার্যাদাকে সবকিছুর উপরে স্থান দিই। তা না হলে যারা ভুক্তভোগী তাদেরকে মানুষ বলে জ্ঞান না ক'রে "বস্তু" হিসেবে বিবেচনা করা হবে; তাদের প্রতি নির্মমভাবে আচরণ করা হবে, যার ফলে কারো মৃত্যুও ঘটতে পারে, অথবা সারা জীবনের তরে মানসিক ও শারীরিক ভাবে তারা প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে পারে।

তাই এসো প্রার্থ্না করি: আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে এরূপ নির্যাতন বিলুপ্ত করার জন্য যেন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের জন্য সহায়তা দান করা হয়।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

২৬শে মে, ২০২৩

প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিণী সংঘ

৯০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

সংঘের সাথে আমার পথচলা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

সংঘের ইতিহাসে নয়টি দশক পথচলা সেতো একটি দীর্ঘ যাত্রা – শতাব্দীর কম মাত্র একটি দশক। বছর গুণে গুণে যাত্রার পরিমাপ করছি না শুধু। তবে যাত্রাটাকে দেখছি যিশুর মানব দেহধারণ রহস্যের সাথে মিলিয়ে; যার ফলে পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠিত হয়ে, মারীয়ার সাথে একাত্ম হয়ে, মানব যিশুকে জীবনে ধারণ করে, "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া সঙ্গিনী সংঘ"-এ (এস.এম.আর.এ) ছিল তোমাদের যাত্রা, মুক্তির যাত্রা, পবিত্র হওয়ার যাত্রা।

এই যাত্রায় সংঘের ভগ্নিগণ, তোমরা আহ্বান পেয়েছো, নিয়োজিত হয়েছো মিশনকর্মে, নিবেদিত হয়েছো সন্ন্যাসব্রতী জীবনে, বাস করেছো সংঘবদ্ধ মিলনসমাজে, নিরত ছিলে প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক সাধনায়, সন্ন্যাসজীবনে গঠন ছিলো চলমান, পরিচালিত হয়েছো

কর্তৃপক্ষের সেবাদানে। তাই তোমাদের পথযাত্রা ছিল ঈশ্বর-মনুষ্যের রহস্য দ্বারা আবেষ্টিত, যাতনা-মৃত্যু-পুনরুত্থান দ্বারা চিহ্নিত, পবিত্র হওয়ার যাত্রায় পবিত্রতার উদ্দেশে ধাবিত, যা তোমাদের নিয়ে যাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তাই প্রভুর জয়গানে তোমাদের ও স্থনীয় মণ্ডলীর অন্তর মুখরিত।

তোমাদের যাত্রাপথে একদিন আমার সাক্ষাৎ হল; তখন হয়ে গেলাম তোমাদের সহযাত্রী। বিভিন্ন দশক ধরে ধরে বিশেষ বিশেষ শুভসময়ে উপলব্ধি হল তোমরা আছ আর আমি আছি পরস্পরের নিকট সহযাত্রী রূপে।

বিগত শতাব্দীর ষাট দশকে ছিল যাত্রার সূত্রপাত: দূর থেকে দেখা, দূর থেকে শোনা, দূর থেকে জানা ছিল প্রথম পরিচয়; নিজস্ব গ্রামের একজন আত্মীয়ার সংঘপ্রবেশ, পবিত্র ক্রুশ সংঘ থেকে এই সংঘটির উদ্ভাবন, যে পবিত্র ক্রুশ সংঘে আমি হলাম একজন সদস্য; শুনেছি এই দশকে সংঘের জন্য একটি ক্রান্তিকাল যা আমাকে স্পর্শ করেছে। এ সবকিছু ছিল প্রথম সাক্ষাতের উপলব্ধি।

সত্তর দশকে যাজক আমি যাজক হলাম। বিদেশে পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরে আসার পর, এস.এম.আর.এ সংঘের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর হওয়ার সুযোগ হলো। সংঘের সাথে আমার যে সম্পর্ক সেটা কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়। সম্পর্ক স্থাপনে আরও ছিলেন সমসাময়িক কালে আমার তিন বন্ধু ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি, ফাদার বার্ণাড পালমা ও ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা। ফাদার বেঞ্জামিনকে সঙ্গে নিয়ে, যৌথভাবে এস.এম.আর.এ সংঘের বার্ষিক নির্জন ধ্যানসভা পরিচালনা, সন্ন্যাসব্রতী জীবনে প্রাথমিক ও চলমান গঠনের নবায়ন, উপাসনা-সঙ্গীত, খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন, জাতীয় পালকীয় সেবাকেন্দ্রে সিস্টারদের সম্পৃক্ততা, ইত্যাদি এবং জাগরণী, বটমলি অরফানেজ ঘিরে নিয়মিত যোগাযোগ ও পালকীয় সেবাদান এই দশকের ছিল বিশেষ অনুগ্রহ মুহূর্ত। এ সবকিছুর পেছনে যে প্রেরণা আমাদের বন্ধুটিমের ছিল তা হচ্ছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা ও নবায়ন সিস্টারদের কাছে বিচিত্রভাবে পৌঁছে দেওয়া।

আশি দশকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পথচলা ছিল এস.এম.আর.এ সংঘের সংবিধান নবায়নে ও রচনায় আমার সম্পৃক্ততা। বর্তমান সংবিধানটি যদিও চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু তা নিয়ে গবেষণা, আলোচনা-পর্যালোচন, মতামত গ্রহণ এবং বাংলায় তা রচনা করা। এই সংবিধানটি বাংলায় লিখতে গিয়ে এস.এম.আর.এ সংঘটি আমার প্রাণের একটি সম্পদ হয়ে উঠেছে। এর ভাষা সম্পূর্ণ বাংলা, ইংরেজীর কোন অনুবাদিত প্রকাশভঙ্গি এর মধ্যে নেই। এস.এম.আর.এ সংঘের আত্মিক দান ও ভাবমূর্তি নিজস্ব করে নিতে পেরেছি বলে সংবিধানটির বাংলা রচনা আমার অন্তরের গভীর অনুভূতি থেকে কাব্য আকারে বেরিয়ে এসেছে। যখনই এই সংবিধানটি স্মরণ করি তখনই আমার অন্তরে একটি আনন্দের স্পন্দন অনুভব করি।

নব্বই দশকে এস.এম.আর.এ সংঘের সাধারণসভা পরিচালনা, নবায়িত সংবিধান ও অনুশাষন অনুমোদন ও বাস্তবায়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম এবং প্রায় দেড়দশক ধরে নানা পরামর্শ দিয়ে সহযাত্রায় পথ চলেছি। এই দশকে এস.এম.আর.এ সংঘের কতিপয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সাথে সহযাত্রা করে নিজে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছি অনেক। উক্ত আধ্যাত্মিক সন্নাসব্রতীদের সাথে সম্পর্ক আমার আধ্যাত্মিকতা বিবর্তনে অনেক সহায়তা দান করেছে। এস.এম.আর.এ সংঘের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অনানুষ্ঠানিক ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে পরমর্শ দান করে একসঙ্গে যাত্রা করেছি।

বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে চট্টগ্রামের ধর্মপাল হিসেবে আমি পেয়েছি একটি বড়ো উপহার – চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে এস.এম.আর.এ সিস্টারদের আগমন। জামালখান, নারিকেলবাড়ী, পাহাড়তলী, বান্দরবান ও রোয়াংছড়িতে সিস্টারদের আগমন একদিকে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা, আবার অন্যদিকে পিতৃত্বের ভালবাসার পথচলা। সংঘের নিকট আমার অফুরান কৃতজ্ঞতা।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়া থেকে সংঘের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে আমার একটি নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে। এই সময়ে এস.এম.আর.এ সংঘের সাথে আমার সম্পর্ক আরও গভীর, প্রেমপুর্ণ ও কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা থাকায় নতুন নির্দেশনা, চ্যালেঞ্জ দান করে সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাত্রা করতে চেষ্টা করেছি। এই সময় উপলব্ধি হয়েছে সংঘের সকল ভগ্নিদের ভালবাসা ও আনুগত্য, প্রার্থনায় আধ্যাত্মিক সমর্থন এবং সম্পর্কে অনেক স্বাচ্ছন্দবোধ। ধর্মপাল ও সংঘের মধ্যে প্রত্যাশিত মিলন ও বন্ধন আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি।

তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে, ঢাকার ধর্মপালের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে, কভিড-১৯ মহামারির সমাপ্তিকালে, এস.এম.আর.এ সংঘের সাথে আমার পথচলার শীর্ষ একটি মুহূর্তে আমি উপনীত হয়েছি। এস.এম.আর.এ সংঘের সাথে পথচলার আটটি দশকের গোড়ায় অবস্থান করে "ধন্য" হওয়ার আটটি সিঁড়ির ধাপ বা অষ্টকল্যাণবাণী একসঙ্গে ধ্যান করার জন্য, আমার বাসনা অনুসারে, চারটি দলে চারটি নির্জনধ্যান সভা পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ যেন পর্বতের ওপরে বসে যিশুর আটটি "ধন্য" বাণী একসঙ্গে শ্রবণ করা, এ যেন চলার পথে "ধন্য" হওয়ার উপলব্ধি, এ যেন "ধন্য" হওয়ার উদ্দেশে ভবিষ্যতে পথচলার আহ্বান।

পরিশেষে দীর্ঘপথচলার একটি শুভক্ষণে, প্রেরিতগণের রানী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘ-এর পচাত্তরতম বার্ষিকীতে, সংঘের প্রতি একটি বন্দনা গান করেছিলাম অতীতের দিকে তাকিয়ে, যা আজও যথার্থ। উক্ত বন্দনা গানটির অনুসরনে আবার বলি:

হে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘ
আজ তোমার নব্বইতম জন্মবার্ষিকী
শতবর্ষ পূর্তির আরেকটি দশকের উদ্দেশ্যে
একটি মহান যাত্রার শুভ সূচনায়
উল্লসিত আমাদের সকলার প্রাণ
পুর্ণতার পথচলার প্রত্যাশায় ধাবিত আমাদের মন-প্রাণ।
বার বার সকলের অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান;
প্রভুর প্রশংসা ছাড়া, তোমায় দিতে, আর তো নেই কোন উপহার ॥

জীবনের একটি শুভ মুহূর্তে
সাক্ষাৎ হয়েছিল তোমার সাথে,
ধ্যানে-অনুধ্যানে প্রবেশ করেছিলাম তোমার অন্তরে
ভালবেসে ফেলেছি তখনই
যখন পেয়েছি তোমার আত্মিক অনুগ্রহদানের সন্ধান।
আত্মিক দানের পরশে রচিত হয়েছে সংঘ-গাঁথা - ভালবাসার কবিতায়
সেই কথা ভেবে আজ, প্রাণ আমার উল্লসিত ॥

ওহে সংঘ, তোমার মাতৃক্রোড়ে
কত ভক্তকে নিয়েছো আপন করে।
পুষ্ট হয়েছে তাদের জীবন,
পুণ্য জীবনে ধন্য হয়েছে তোমার কৃত সন্তান,
দেখেছি তাদের জীবনাহ্বান।
ধ্যানময় কর্মজীবনে ও কর্মময় ধ্যানে
ধন্য হয়েছে তারা তোমারই সংঘ জীবনে
তাই অন্তর আমার উল্লসিত প্রভুরই জয়গানে ॥

হে প্রেরিতগণের রাণী মা কুমারী
তোমার বাণীই তো সংঘের প্রেরণার বাণী;
বাণী সত্য হয়ে উঠেছে তোমার সন্তানের জীবনে
তাই তোমার কথায় গাই প্রভুর জয়গান এই আনন্দময় ক্ষণে ॥

তোমার দীনতা দিয়ে তাদের করেছো ভূষিত
নম্রতা দিয়ে সাজিয়েছো তাদের জীবন
আনুগত্যের বন্ধন দিয়ে করেছো তাদের স্বাধীন
ক্ষুধিত হৃদয়কে তুমি করেছো পরিতৃপ্ত,
আস্থা ও আত্মসমর্পণে তুমি তাদের করেছো অনুপ্রাণিত।
তাই তারা ধন্য হয়েছে তোমার আশিষদানে
ব্রতসাধনে ও ঐশবাসনা পালনে পুণ্য হয়েছে তাদের জীবন ॥

ওহে সংঘ, তুমি ধন্য,
যুগে যুগে ধন্য ধন্য বলবে তোমায়
কেননা পভু পরমেশ্বর, দানে তোমাকে করেছো কত মহান!
তিনি সহায় হয়েছেন, রক্ষা করেছেন তিনি, তাঁর প্রতিশ্রুতি ও দান,
তাই তাঁর চিরন্তন করুণার কথা করি গুনগান।

পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্বের প্রস্তুতি-অষ্টাহ (২২-২৭ শে মে, ২০২৩)

প্রিয়জনেরা,

আগামী রবিবার (২৮শে মে) পঞ্চাশত্তমি রবিবার, পবিত্র আত্মার অবতরণ দিবস, খ্রিস্টমন্ডলীর জন্মদিবস এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে পবিত্র আত্মায় আমাদের সবার নবজন্ম দিবস।

পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমরা খ্রিস্টভক্ত রূপে যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করি, এবং ঐশপুত্রত্বে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের নামে আমরা দীক্ষিত ও প্রেরিত।

মন্ডলীতে পবিত্র আত্মাই হল আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের পরিচালক, মিলনসমাজের ঐক্য, অংশগ্রহণের শক্তি এবং মিশনকাজের উদ্যোক্তা। সিনড-বিশিষ্ট এই মন্ডলী নির্মাণে "পবিত্র আত্মার কন্ঠস্বর শোন"।

পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্বের প্রস্তুতি-অষ্টাহ পালন করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাই। এই অষ্টাহে প্রতিদিন ধ্যান ও প্রার্থনা করার জন্য বাইবেল থেকে যিশুর কয়েকটি উক্তি নিম্নে দেওয়া হল:

সোমবার: "আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় ফেলে রাখব না; আবার তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে; তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠবে।" (যোহন ১৪: ১৮; ১৬:২২)

মঙ্গলবার: "সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি তোমাদের সবকিছুই শিখিয়ে দেবেন, এবং যাকিছু আমি তোমাদের বলে গেলাম, সে-সমস্তই তিনি তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।" (যোহন ১৪:২৬)

বুধবার: "সেই পরম সহায়ক, যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব – সত্যময় আত্মা, যিনি স্বয়ং পিতার কাছ থেকেই আসেন – তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার সপক্ষে সাক্ষি দেবেন।" (যোহন ১৫:২৬-২৭)

বৃহস্পতিবার: "তোমাদের ভালোর জনেই আমি চলে যাচ্ছি, কারণ আমি না গেলে সেই সহায়ক যিনি, তিনি তোমাদের কাছে আসেবেনিই না।" (যোহন ১৬:৭)

শুক্রবার: "সেই সত্যময় আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পূর্ণ সত্যের পথে নিয়ে যাবেন"। (যোহন ১৬:১৩)

শনিবার: "সেই সত্যময় আত্মা যখন আসবে, তখন তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ যা আমার নিজেরই কথা, তা থেকেই তাঁর বলার কথা তুলে নিয়ে তিনি তোমাদের তা জানিয়ে দেবেন।" (যোহন ১৬:১৪)

পঞ্চাশত্তমী রবিবার: "পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত ক'রে তোমাদের পাঠাচ্ছি ! এবার তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর !"

উপবাস: বাংলাদেশস্থ মন্ডলীর কোন কোন এলাকায় "স্পিরিটুস সান্তি রোজা" অথবা "পবিত্র আত্মার রোজা" বলে ঐতিহ্য প্রচলিত আছে। এর অর্থ হচ্ছে বা উপবাস । পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পূর্বদিন, অর্থাৎ শনিবার এই রোজাটি রাখা হয়। যারা ইচ্ছুক তারাও ঐদিন পবিত্র আত্মায় নবীকৃত হওয়ার উদ্দেশে রোজা বা উপবাস পালন করতে পারে।

অষ্টাহের প্রার্থনা:

হে পবিত্র আত্মা আগমন কর, তোমার ভক্তগণের হৃদয় পরিপূর্ণ কর, তোমার প্রেমাগ্নি আমাদের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত কর। তোমার আত্মার প্রেরণে বিশ্বের নবসৃষ্টি হোক এবং সমস্ত পৃথিবী নবরূপ ধারণ করুক।

হে পরমেশ্বর, তোমার ভক্তগণের হৃদয় পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ করেছো। কৃপা কর, তোমার আত্মার আলোকে আমরা যেন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করি এবং তাঁর নিত্য সহায়তায় নিরাপদে থাকি। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন ।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
২২শে মে, ২০২৩

May 17th 2023

Book Review

Education (*Shikha*) and Service (*Seva*)
(Catechesis, Social Teachings and Educational Institution)

Francis Sunil Rosario

His Eminence, Patrick Cardinal D'Rozario, Archbishop Emeritus of Dhaka Archdiocese in his retirement years yet brought out another very important book on the social teachings of the Church in Bengali. He is a prolific thinker and writer. He is a practical theologian and is able to contextualize the social teachings of the Church down the century since 1891, the maiden Social teaching, "Rerum Novarum" by Pope Leo XIII in 1891. The encyclical *Rerum Novarum* dealt with persons, systems and structures, the three co-ordinates of the modern promotion of justice and peace, now established as integral to the Church's mission.

Since 1974, Cardinal's effort to bring out thought provoking, 17 such in depth study of theological reflections published in Bengali on the teachings of the Church. An ardent lover of the Church teachings, through this most recent book he wants to implement the on-going faith formation through catechesis, to empower the institutions in building aims and objectives to promote human dignity and awareness of human rights, so that all may become effective evangelizers in the respective fields of ministry.

The book entitled '**Shikha O Seva'** (Education and Service) in the light of the social teachings of the Church can be a useful tool and handbook to implement the teachings of the Church in Pastoral, Social, Economic and Political domain. This book will help in the theological reflection and Gospel to make effective and relevant to our times.

According to an Irish theologian, Dr. Donal Dorr, "The study of Social teaching examines the extent to which the Church's teaching is an effective defense of the poor and powerless in society and an encouragement to them in the struggle for justice as well as an effective response to the pressing issue of environmental justice. The concept of an option for the poor is a standard by which one can assess the depth and effectiveness of the Church's concern for the poor. It also provides a unique point of view that throws light on all the other topics dealt with in Catholic social teaching."

The book covers the background of the Social teachings of the Church and introduces various topics, as our pastoral and social concerns to address the issues affecting the Church in our region. Cardinal has systematically categorized those in three parts. An option for the poor is a

commitment to struggle against structural injustice. This commitment has a solid base in the biblical teaching about the attitude of God toward injustice, oppression, and poverty.

The first part consists of the Social teachings of the Church right from 'Rerum Novarum' the first Social encyclical by Pope Leo XIII (1891). This section has four chapters. Ch 1 is on the chief principles of the Social teachings of the Church. Ch 2 has Pope's various encyclicals and Apostolic Exhortations. Ch 3 highlights on Human Persons, Human Dignity and Human Rights. Ch 4 gives the bird's eye view on Social organizations and instiutions based on Social teachings of the Church.

The Second part of the book covers the Social teachings of the Church and role of Institutions in the field of education, social service and health care. It has two chapters, namely Chapter 1 gives the main principles of the social teachings of the church and Ch. 2 gives some guidelines to govern various institutions in education, social service and health care. It suggests the ways to connect the Social teachings and Gospel with the Government schemes, projects and policies. How the Church can tie up with such schemes to carry on the service to the marginalized and the downtrodden of the society to address the issues of injustice, oppression and poverty. The guidelines and policies of the governing Church are to be in line of thinking with the social teachings. These are in the context of the Church in Bangladesh. These can be very well adapted to any local Church situations and context.

The third and final part of the book consists of promoting fraternal charity through dialogue. This section is very vital for the Church in the present global context. It clarifies some of the objectives of dialogue in the Church with other faith communities. It also highlights on the Peace pilgrimage to Iraq by Pope Francis to build bridges of peace. The warmth of heart brings peace and fellowship. Cardinal has contextualized giving importance to the 'Father of the Nation' Bongo Bondhu, Late Sheikh Mujibur Rehman in the light of the Church's teachings on dialogue and 'Fratelli Tutti'. Finally Cardinal speaks of ever growing pluralistic society and the need to promote Inter-faith dialogue within the Church and build bridges for peace, universal solidarity, interconnectedness and universal brotherhood that can sustain our love for one another.

This book has 247, hard bound and published by Protibeshi Prakashini and Jerry printing, Dhaka 1100, Phone 47113885. The cost is very reasonable Rs. 200. The book is available at CBCB, Dhaka, Bangladesh.

১লা মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

মে মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য :

মন্ডলীর মধ্যে স্থাপিত আন্দোলন ও দল-সংগঠনসমূহের জন্য প্রার্থনা করা।

এসো আমরা প্রার্থনা করি: মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন ও দল-সংগঠনসমূহের জন্য যেন তারা মঙ্গলসমাচার প্রচার করার মিশন পুন-আবিষ্কার করতে পারে এবং তাদের আত্মিক অনুগ্রহদান সমাজের প্রয়োজনে নিয়োগ করতে পারে।

মন্ডলীর প্রধান মিশন হচ্ছে যীশুর মঙ্গলসমাচার প্রচার করা। এই লক্ষ্যে মন্ডলীর বিভিন্ন যুগে প্রয়োজনের খাতিরে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদান হিসেবে অনেক আন্দোলন ও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: মন্ডলীতে আছে প্রথম সারিতে সন্ন্যাসব্রতী ধর্মসংঘগুলো ...। দ্বিতীয় সারিতে আছে নবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্দোলন যেমন পবিত্র আত্মায় নবীকরণ আন্দোলন, মারীয়ার সেনাসংঘ সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল, বন্ধু যিশু সংঘ...। তৃতীয় পর্যায়ে আছে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান, যেমন সমবায় ও ঋণদান সমিতি...। এ ধরনের আরো অসংখ্য সংগঠন দল রয়েছে।

এইসব আন্দোলন ও দল-সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যীশুর মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করা।

তাই পোপ মহোদয় আবেদন জানাচ্ছেন যেন পবিত্র আত্মার এই অনুগ্রহ দানগুলোর মিশন প্রতিদিন আবার নতুন করে আবিষ্কার করা হয় এবং সমাজের প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিতে পারে এবং এভাবে তারা মান্ডলিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মন্ডলীর মিশন সম্পন্ন করতে পারে।

পোপ মহোদয়ের এই উদ্দেশ্যের জন্য, মে মাসের প্রতি দিন, মা মারীয়ার সাথে একাত্ম হয়ে, ঈশ্বরের কাছে এসো আমরা প্রার্থনা করি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

১লা মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

মে দিবস, ১লা মে, ২০২৩

কর্মজীবি: কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও, সি.এস.সি

কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার মধ্যে কৃষক ও শ্রমিক কর্মজীবিদের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উক্ত বিষয়ে নিম্নে অতি সংক্ষেপে খ্রিস্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। মণ্ডলীর এই শিক্ষা ও মৌলিক নীতিগুলো কৃষক ও শ্রমিকদের কথা ভাবতে ও তাদের মাঝে কার্যক্রম গ্রহণ করতে অনেককে নির্দেশনা ও প্রেরণা দেবে বলে আশা করি।

॥ ১ ॥ কর্ম ও কর্মী
পেশাগত দিক থেকে যারা কৃষক বা শ্রমিক তারা সবাই কর্মী বা কর্মজীবি। কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার কর্মজীবিদের অধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত। যদিও কর্ম থেকে কর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি কর্মের কর্তাই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান। অন্য কথায় কর্মের আগেই কর্মীর স্থান ও গুরুত্ব।

সামাজিক প্রশ্ন মণ্ডলীর ভাবনা: সামাজিক জীবনে কর্ম বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সকল ভাবনার মধ্যে খ্রিস্টমণ্ডলী কর্ম বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। এর কারণ, কর্মের মাধ্যমেই মানুষ আরও মানুষ হতে পারে – সে পুর্ণ মানুষ হতে পারে। মানুষের কর্ম দ্বারাই সামাজিক সকল সমতা ও ন্যায্যতা অর্জন করা সম্ভব। সামাজিক প্রশ্নে কর্মীর সম্বন্ধে মণ্ডলীর ভাবনা ও শিক্ষা বাইবেলের শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

আদিপুস্তক: বাইবেলের আদিপুস্তকে (১:২৮) বলা হয়েছে যে, মানুষের অস্তিত্বের জন্য কর্ম অপরিহার্য। কর্মের মাধ্যমেই মানবব্যক্তি জগতের উপর প্রভুত্ব করতে পারে, কর্তা বা প্রভু হতে পারে। মানবব্যক্তি কর্মের দাস নয়, বরং কর্ম মানবতাকে সেবা করে। মানুষ তার কর্ম দ্বারা উৎপন্ন কোন কিছুরই দাসত্ব করতে পারে না।

মানবব্যক্তির প্রতি গুরুত্বঃ কর্মের চাইতে কর্তার অগ্রধিকার – এই মূল্যবোধটি আধুনিক কালে অনেকটা হুমকীর মুখে পড়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি কর্মের ক্ষমতাকে প্রসারিত করেছে অবশ্য। তথাপি সেই একই প্রযুক্তি মানুষের সৃজনশীলতা, পেশা-তৃপ্তি, দায়বদ্ধতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের প্রতি বাধা সৃষ্টি করছে। তাই কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা এই হুমকীর মোকাবেলা করছে এবং বস্তুবাদ ও অর্থবাদের বিরোধিতা করছে; কেননা এ সকল "বাদ" মানুষকে "পণ্যদ্রব্যে" পরিণত করে ফেলছে।

কর্মীদের সংহতিঃ খ্রিষ্টমণ্ডলী কর্মীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে যাতে বেতনের ব্যাপারে শোষণ, অমানবিক কর্ম পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, ইত্যাদি দ্বারা যেন মানবকর্মের কোনরূপ অবমাননা না হয়।

ব্যক্তির মর্যাদাঃ বাইবেলের নির্দেশ "বশীভূত কর" বা "প্রভুত্ব কর"; এই নির্দেশ মানবকর্মকে আরও মর্যাদাশীল করছে। কর্মে যদিও কঠিন শ্রমকষ্ট থাকে, তথাপি মানুষ হিসেবে পুর্ণতালাভের জন্য কর্ম যথার্থ – এই বোধও সেখানে কাজ করে।

কর্ম ও পরিবারঃ মানুষের কর্ম পরিবারকে সেবা করে। পরিবার গঠন, তার লালন-পালন ও তার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে এবং মানবজাতির ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করতে মানুষের কর্ম সহায়তা করে।

॥ ২ ॥ পূঁজি ও মানবশ্রম

পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে, খ্রিস্টমণ্ডলী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শিক্ষা দেয় যে, মানুষের স্থান বস্তুর ঊর্ধ্বে এবং পুঁজির ঊর্ধ্বে শ্রমের গুরুত্ব। মানবব্যক্তি ও মানবশ্রমের অধিকার সবকিছুর মধ্যে প্রথম ও প্রধান। মানুষের শ্রম দ্বারা অর্জিত বা প্রকৃতি দ্বারা প্রদত্ত সকল সম্পদ বা পুঁজির ওপর সকল মানুষের অধিকার আছে। পুঁজি ও শ্রমের যথার্থ মিলনেই মানুষ নতুন কিছু উৎপাদন করবে।

যেহেতু ব্যক্তি ও তার শ্রমের স্থান প্রথম ও সকল কিছুর ঊর্ধ্বে, সেহেতু মানুষ ও তার শ্রমের প্রতি যথার্থ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে হবে। বস্তুবাদ ও নিছক অর্থবাদ মানবব্যক্তি ও মানবশ্রমকে অবমাননা করে।

কর্ম ও মালিকানাঃ কর্ম ও মালিকানা এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে খ্রিষ্টমণ্ডলী এই শিক্ষা দেয় যে, সম্পদ-মালিকানার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মণ্ডলী মার্কসবাদ (সমষ্টির মালিকানা) এবং পুঁজিবাদ (একক মালিকানা) কোনটারই পূর্ণ সমর্থন করে না। ব্যক্তি মালিকানা অবশ্যই "গণকল্যাণ" বা "সাধারণের কল্যাণ" নীতির অধিনস্থ হতে হবে। মানুষ সম্পত্তি অর্জন করবে মানুষের শ্রমকে সেবা দেবার জন্যে। মণ্ডলী তাঁর শিক্ষায় যৌথ-মালিকানার পক্ষে সমর্থন দিয়েছে, কেননা সেখানে মালিক ও শ্রমিক উভয়েই মুনাফার অংশীদার হতে পারে।

॥ ৩ ॥ কর্মীর অধিকার

মানুষ কর্মজীবি। তাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে। কাজ করা মানুষের কর্তব্য বিধায় সেই কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে কিছু কিছু অধিকার। কর্মীর অধিকারগুলো মানবাধিকারেরই সঙ্গে সংযুক্ত।

শ্রমনীতি: কর্মজীবিদের অধিকার একদিকে নির্ভর করে কর্মনিয়োগের প্রকৃতির উপর। কোনো কোনো কর্মী সরাসরি মালিকের সাথে চুক্তি করে কাজ করে। আবার অন্যেরা পরোক্ষভাবে, কোন দলের মাধ্যমে মালিকের জন্য কাজ করে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে দেশে ন্যায্য শ্রমনীতি প্রণয়ন করা এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার।

কর্মসংস্থানের অধিকার: প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ করার অধিকার আছে। দেশের বেকার সমস্যা মানবাধিকারের বিড়ম্বনা। সরকারের দায়িত্ব দেশের শ্রমক্ষমতাকে যথার্থভাবে পরিকল্পনা করা, সাংগঠনিকভাবে বিন্যস্ত করা এবং সম্পদের পূর্ণ-ব্যবহার নিশ্চিত করা যাতে দেশ বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি পায়।

ন্যায্য বেতন: খ্রিস্টমণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক কর্মী তার ন্যায্য মজুরী পাবে। ন্যায্য মজুরী বিষয়টা দেশের সামাজিক নৈতিকতার অবস্থা নির্ণয় করার চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। দেশের সম্পদের প্রতি নাগরিকদের অধিকার লাভের বাস্তব উপায় হচ্ছে ন্যায্য বেতন।

ন্যায্য বেতন প্রসঙ্গে খ্রিস্টমণ্ডলী তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে: (ক) পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য কর্মী যথার্থ বেতন পাবে; (খ) পরিবার পালনের জন্য মাতারা ভাতা পাবে; (গ) সন্তানদের উপযুক্ত যত্ন এবং নারীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য মাতাদের ভূমিকা কি তা পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

তাছাড়া সামাজিক সুযোগ-সুবিধা যেমন, স্বাস্থ্যসেবা, বিশ্রাম, অবসর ভাতা, দুর্ঘটনা-বীমা, কাজের যথাযোগ্য পরিবেশ, ইত্যাদিও কর্মীদের অধিকার।

শ্রমিক-ইউনিয়ন: শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সামাজিক ন্যায্যতার পক্ষে সংগ্রাম করতে গিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন আরম্ভ হয়েছে। কর্মীদের কণ্ঠ হয়ে কথা বলার জন্য শ্রমিক ইউনিয়নের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে শুধু সংগ্রাম করা ইউনিয়নের উদ্দেশ্য নয়। সামাজিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং কর্মীদের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করাই ইউনিয়নের মূল উদ্দেশ্য। ‘রাজনীতি’ করার জন্য নয় বরং ‘গণকল্যান’ করার উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত।

ধর্মঘট: ধর্মঘট করা শ্রমিকদের জন্য একটি ন্যায্য অধিকার হতে পারে। তবে রাজনৈতিক কারণে বা শ্রেণী-স্বার্থের কারণে ধর্মঘটের অপব্যবহার করা এবং তার আপন ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হওয়া সঠিক নয়।

কৃষিজীবি: উন্নয়নশীল দেশে কর্মজীবিদের মধ্যে কৃষিজীবিদের একটা বিরাট অংশ আছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী কৃষিজীবিরাই তো যোগান দিয়ে থাকে। সুতরাং কৃষকদের গুরুত্ব কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। তবে কৃষি ক্ষেত্রে অনেক অন্যায় ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো রয়েছে যার প্রতি আমাদের মনোযোগী হতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে ‘ত্বরিৎ’ গতিতে উন্নয়নের বদলে ‘স্বাবলম্বী’ বা ‘আত্মনির্ভরশীল’ উন্নয়ন-নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়; তাতে সবকিছুর মধ্যে একটা ভারসাম্যতা বজায় থাকবে। কৃষিজীবিদের সংগঠন, ঋণদানের ব্যবস্থা, কৃষিজাত পণ্যের যথার্থ মূল্য প্রাপ্তি, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা, দালাল ও চাঁদাবাজ থেকে মুক্তি, প্রভৃতি কৃষকদের অধিকার।

অভিবাসন: যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন বা মাইগ্রেশন করার অধিকার প্রত্যেক কর্মীর রয়েছে। অভিবাসনের সঙ্গে জড়িত আছে আরও অনেক মানবিক চাহিদা। অন্যান্য কর্মীদের মতো অভিবাসী কর্মীরাও যেন একই ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

॥ ৪ ॥ কর্মজীবিদের আধ্যাত্মিকতা
মানুষ যখন কাজ করে তখন তার দেহ ও আত্মা উভয়ই জড়িত থাকে। অতএব খ্রিস্টমণ্ডলী কর্মীদের আত্মিক দিকটার প্রতিও মনোযোগ দিয়ে থাকে। কর্মীদের আধ্যাত্মিকতার মূল কথা হল সকল কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী করা হবে এবং মানুষের কাজ ঈশ্বরের কাজকে অনুকরণ করবে। এ ভাবেই মানুষের কর্ম আরও অধিক মর্যাদা লাভ করবে।

কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্যে সহযোগিতা করে। বাইবেলের আদিপুস্তকে বর্ণিত ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে ‘কর্মের মঙ্গলবাণী’ বলে আখ্যায়িত করা যায়। এই মঙ্গলবাণী কর্মজীবিদেরকে প্রেরণা দান করে। ঐশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষের কর্ম। এই কথা স্বীকার করাই হচ্ছে কর্মজীবিদের আধ্যত্মিকতার ভিত্তি। ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট জগতকে গড়ে তোলার জন্য মানুষ কাজ করে। আর এই চিন্তাই ন্যায্যতা, ভ্রাতৃপ্রেম ও শান্তির সঙ্গে কাজ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

যিশু কর্মী ছিলেন। মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত যিশুর জীবন কর্মজীবিদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে একাত্ম ছিল। মানুষের যে-সমস্ত কাজ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়ার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে সেই কাজের সমর্থন যীশু নিজেই দিয়েছেন। কর্মজীবিদের আধ্যাত্মিকতা মঙ্গলসমাচারের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে।

খ্রিস্টমণ্ডলী মানুষের কর্মকে যিশুর ক্রুশ ও পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখে। কর্মের কষ্ট ও বেদনা এবং সফলতা ও মহিমা খ্রিস্ট যিশুরই যাতনা, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানেরই প্রকাশ।

মানুষের কর্ম শুধু জাগতিক উন্নতির জন্যই প্রয়োজন তা নয়; বরং এই জগতে ঐশরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নয়নের জন্য মানবকর্ম অপরিহার্য।
কর্ম বা কর্মজীবিদের মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া মণ্ডলী সর্বদা নিজের দায়িত্ব বলে স্বীকার করে আসছে। কর্ম বিষয়ক সামাজিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী মঙ্গলসমাচারের বার্তা সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়।

সহায়ক গ্রন্থ
পোপ দ্বিতীয় জন পল ‘মানবকর্ম’ শীর্ষক বিশ্বজনীনপত্র (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ)-এর আলোকে এ লেখাটি রচিত।

April 19, 2023.

ENLARGE THE SPACE OF HOLY CROSS TENT

“Enlarge the Space of your Tent” (Isaiah 54:2)

IN THE LIGHT OF THE VISION OF BLESSED BASIL MOREAU

Cardinal Patrick D’Rozario, csc.

CONTEXT OF THE TOPIC

Universal Synodal Church – A call to enlarge the space for being Church:
"Enlarge the Space of your Tent" (Isaiah 54:2)

150th Death Anniversary of Blessed Moreau – A call for Holy Cross (Death 1873+150=2023)

170TH Anniversary of the Bengal Mission – A call for Holy Cross in Bangladesh.

(Some dates: Founded 1837; Bengal Mission 1853; 2003: 150 in Bengal; Venerable 2003; Blessed 2008)

IMPORTANCE OF THE CALL TO BE CHURCH AND TO BE HOLY CROSS

- A call to Synodal Church is also a call to Synodal Holy Cross since Religious life of Holy Cross is at the Core of the Church.
- It is a moment of grace, a gift of the Holy Spirit in our time and space.
- It is a call to be witnesses and missionaries of the Good News.
- It is a time of thanking the Leadership of Pope Francis in the Church and of Blessed Moreau in Holy Cross.
- It is an opportunity for conversion and renewal
- It is an invitation to listen to the Holy Spirit.

I. SYNODAL CHURCH and SYNODAL HOLY CROSS

A. Synod: People of God walking together as "followers of the Way", Jesus who is the "Way, Truth and Life".
Holy Cross: Holy Cross (Priests, Brothers and Sisters) walking together as followers of Jesus within the Church and within the Holy Cross Community.

B. A Common Dignity of all the Baptized: Church of everyone: Faithful, Religious, Priests.
Holy Cross: Consecrated in Baptism and in Holy Cross Religious life is our common Dignity.

C. Synodality means communion of all the People of God Journeying Together.
Holy Cross: Journeying together as Consecrated people following the Charism of Holy Cross and as per vision of the Founder.

D. Aim of the Synod: a Synodal process (and not an event), of being Church, a new way of being Church guided by the Holy Spirit, according to what "He says to the Church".
Holy Cross: To be Holy Cross is a continuous process not restricted to any event like, First Profession, Final Profession, etc. guided always by the Holy Spirit listening always what He says to the Holy Cross Community.

E. Synodal Key Themes:

1) **Communion:** founded on Triune God, rooted in the Holy Spirit, common listening to the Word of God and the Tradition of the Church and grounded in the *sensus fidei*.
2) **Participation:** of all the baptized: to pray, listen, analyse, dialogue, discern and offer advice or making pastoral decisions which correspond as closely as possible to God's will.

3) **Mission:** to witness to the love of God to whole human family, to witness to the Gospel, particularly with those who live on the spiritual, social, economic, political, geographical, environmental and existential peripheries of our world.

Holy Cross Themes (4 "C"s)

1) **Consecration:** Trinitarian Dimension*;* Consecration in Religious Life grounded on Baptism, on three evangelical counsels living according to the Charism of the Congregation for the mission of the Church. Three evangelical counsels lead the Consecrated people to configuration to the mystery of Christ.
2) **Communion:** Trinitarian Community, ecclesiology of Communion in Universal and Local Church, communion of Holy Cross Family as modeled after the Holy Family of Nazareth (priests/Brothers/Sisters), and communion within the members of each community; an eloquent sign of ecclesial communion.
3) **Collegiality (participation):** Communion is collegiality, co-responsibility; Co-responsibility flows out of the communion, from the roles of the parts of the body and of the gifts of the Holy Spirit. "One does not build alone but together". Recognition of the responsibility of each and everyone in the Church, Congregation and in the Mission.
4) **Com-mission:** Mission of the Holy Cross Congregation is Evangelization and cooperation in furthering the Kingdom of God. Being rooted "in the fertile soil of the Church": (a) this cooperation is "with the bishops who govern the local Churches" (CL 54, 75). (b) to pastoral ministry of education, preaching and administration of sacraments, (c) this cooperation includes support to the ministry of mercy and compassion, (d) and is carried out with the qualities of ingenuity, inventiveness and prophetic boldness.

F. The Logo of the Synod:

- A large majestic tree, full of wisdom and light, reaches for the sky.
- A sign of deep vitality and hope which expresses the cross of Christ. It carries the eucharist, which shines like the sun. The horizontal branches, opened like hands or wings, suggest, at the same time, the Holy Spirit.
- Different People journeying together, children and young are in front
- People are inclusive of all in the Church.

Holy Cross: *Spes Unica,* the Cross is "Our Only Hope".

G. Prayer of Invocation: "We stand before you, Holy Spirit"

"We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in Your Name. With You alone to guide us, make yourself at home in our hearts. Teach us the way we must go and hope we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path nor partiality influence our actions. Let us find in You our unity so that we may journey together to eternal life and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of You, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever. Amen."

Holy Cross: Prayer for the Synod

I. Listening: by the Entire People of God what the Holy Spirit is saying to the Church. Synodal process is a lived experience of discernment, participation and co-responsibility.

Holy Cross: Constant Discernment: What does the Holy Spirit say to the Congregation of Holy Cross?

J. Fruits of Synod: to dream about the Church, people's hope flourish, trust, bind of wounds, new and deeper relationships, mutual learning, building bridges, enlightening minds, warm hearts, restoring strength for our common mission.

Holy Cross: In addition to the above, the following: discovering the originality of the Vision of our Founder. Visible Communion among the three branches of the Holy Cross. Communion among Priests, Religious and laity at all levels of the apostolate.

Missionary Spirit, apostolic Zeal, God's providence, Work of God, to build together and not alone, education of minds and hearts, Educators of Faith, Less individualism and more communitarian apostolate, prayer life, discernment, etc.

K. Call for Conversion: a personal and communitarian conversion; wider level social, political, environmental and pastoral conversion.

Holy Cross: Change of mind-set, communitarian dimension of administration, apostolate, ministry and spirituality.

II. VISSION OF BLESSED MOREAU

With the renewal brought by Vatican II, the Holy Cross Congregation has been renewed according to the original inspiration of our Founder Blessed Moreau. The new Constitutions are a testimony in which the community's original charism has been discovered anew, identified more clearly and directives for Holy Cross life and mission have been given accordingly.

Let us now consider very briefly the charism (Vision) of Fr. Moreau from whom originates the grace of the foundation.

A. Apostolic Inspiration and Providence of God

Immediately after the French Revolution, faced with urgent needs of the Church and society particularly a lack of priests, Christian educators, formators of the clergy, evangelical workers and of workers in mission fields, and set out to respond to these needs.

Fr. Moreau made the discernment not in isolation but in communion with the Church and its authority, with the spirit of *"sentire cum ecclesia"*, and with the vision he received and confirmation of his apostolic desire.

He confronted the challenges of the needs with extraordinary personal qualities, that is: urgency of love and action, courage and zeal, dedication and gentleness, patience and steadfastness. He asked the same qualities from the collaborators of Brothers, Fathers and Sisters.

Fr. Moreau was deeply convinced that God was "the one who began it", it was the "work of Providence", a plan of God himself. Like the Divine Master he suffered in faith as he completely surrendered to the will of God.

B. Holy Cross in God's Plan

The plan of God inspired Fr. Moreau to create something new, something that did not yet exist: a religious family with a means of evangelization and a mission outlook.

1. A Religious Family:

Fr. Moreau did not start with vocation promotion or recruitment. His was an original approach. With his organizing gift he brought together three groups of "evangelical workers" -- Priests, Brothers and Sisters, and formed them into "one unit in the Church" for the sake of mission. Added to the three groups of "fraternal collaborators" Fr. Moreau also formed lay people's associations

for collaboration with the three societies. Thus Holy Cross as a Religious Family was given birth by the Holy Spirit for a mission of service to the Church.

2. Means of Evangelization:

Fr. Moreau gathered together evangelical workers and sent them out to educate, and expected them to use that education as means of evangelization: education in faith by preaching, teaching, forming and taking pastoral care; education of the whole person - not only to serve Christ in the Church but also to be responsible citizens, good workers in the secular and troubled society of the day. Fr. Moreau wanted his evangelical workers to be at the disposal of the Church for the sake of the Kingdom of God.

3. Mission Outlook:

Fr. Moreau wanted apostolic zeal to be a primary characteristic of his sons and daughters. The apostolic zeal would originate from their evangelized hearts; zeal that would manifest in their everyday life; zeal that would extend to different apostolic horizons (or spaces), and zeal that would inspire them to pray.

III. "ENLARGE THE SPACE OF YOUR TENT" (Isaiah 54:2)

A. "Tent-Life-Experience":

Some have experiences and others do not have tent-life-experience. Those who did camping in the past, they surely had some experiences: my own experience in YCM camping, Scout camping, etc.

Descriptions: tent not regular house, no doors, windows, walls, or rooms, or toilets; no beds, chairs and tables. It is an open space, new person can be taken in, ever expandable; some kind of affinity, affection, sense of fellowship, not a permanent place, facilities are bare minimum and the tent can be pitched, plucked up and move to a new place as need arises.

Biblical Experiences:

In Semitic culture people frequently moved from one place to another, dwelt in tents, Israelites had journey experiences on the way to the Promised land and living in tents was not alien to them.

Abraham, Isaac and Jacob lived mostly in tents; After his call Moses lived in tent during the journey, David pitched his tent and put the ark of the Covenant in it. The call of Isaiah to expand and make space for others would easily be understood by the Israelites. Welcoming the foreigners, sojourners and strangers, as an example, Abraham by the oaks of Mamre receiving, inviting, giving hospitality, receiving blessings from the visitors.

In the NT, the incarnation is described as "God pitched his tent among us", someone coming to dwell with us. Paul was a tent maker and earned his livelihood with the trade. As preacher he surely knew what it means to pitch tent to preach the Word of God. He enlarged the space of the tent of the Church, through missionary journeys and constantly called for unity in the Church.

B. Synodal call for Enlarging Space of the Tent:

How do we as a Church and as Holy Cross enlarge the space of our tent today?

Enlarging Space of the tent means: "being more inclusive, welcoming, creating space for others. Avoiding exclusion and neglect, eschewing discriminations based on colour, nationality or status. It means not passing by the wounded man on the highway but stopping to lift him up and bandage

his wounds, taking him to the inn and caring for him. It involves setting aside our other pre-occupations and appointments… it is an attitude of the heart to sense the needs of our neighbour."

"A Synodal journey entails going along together, taking a along everyone, and not leaving behind anyone – the weak, the feeble, the aged, the helpless, the vulnerable, those in the periphery and those who struggle to walk." (Fr. George Plathottam, sdb, *People of Asia, Journeying with Jesus,* 2023.)

C. Enlarge the Space of Holy Cross Tent

Here are some proposed spaces which may indicate more enlarging of the tent pitched on the soil of Bangladesh with renewed spirit of Synodality in the Church and in the light of the Vision of Blessed Moreau.

1. **Evangelization:** The primary mission of the Church is the *Evangelization Today*, (*Evengelii Nuntiandi, 1975),* after the example of *Mission of the Redeemer (Redemptoris Missio, 1990),* proclaiming the *Joy of the Gospel (Evangeliium Guadium, 2013),* taking care of our Common Home *(Laudato Si, 2015) to* all *Brothers and Sisters ("Fratelli Tutti", 2022),* journeying together with the People of Bangladesh.
2. **Inter-Religious Dialogue**: In the midst of Religious pluralism and in the minority status of the Church, positively understood as power of "salt", "light" and "yeast", Inter-Religious Dialogue offers a new pathway to build "Human Fraternity" with cooperation with the people of all religions and cultures.
3. **Poverty and Development**: The Church in Bangladesh is known for Charitable activities and development projects to mitigate poverty, injustices and hardship of people. Holy Cross have been involved always in these activities and now the call is to get a new way of being involved in the Integrated Human Development for the promotion of Human Dignity and Rights.
4. **Women:** There is a need of greater recognition and appreciation of the role of women in the Church and in the society, their participation in decision-making and pastoral action, which is rooted in their Baptismal dignity.
5. **Youth:** Youth ministry has been given much attention by the Church. However, their voices need to be heard, a renewed focus on young people, their formation and accompaniment are their urgent needs. The digitalization opens a new horizon for the evangelization by the young, assuring at the same time, proper of use of social media.
6. **Education:** The main goal of education as proposed by the Church is to build "Human Fraternity". Along with the "education in faith" and in the formation of the "mind and heart", Holy Cross may be more focused to build human fraternity in an inter-religious approach in its educational institutions.
7. **New Way of Being Church:** New way of being Church is to live out in our times the aggiornamento of the Second Vatican Council, being Church in dialogue with other religions and other ecclesial communities, greater attention to the laity, recognition of the gifts of the Holy Spirit in men and women in the Church and institutions, being less hierarchical, less clerical and being more participatory, less institutional and more community based ministry from the grass roots level (SCC).
8. **Prayer and Contemplation:** The People of God are led by the Spirit. Hence great importance and value to prayer, discernment, meditation of the Word of God, holiness of life as expressed in Holy Cross in Consecration, Communion, Collegiality and Com-missioning. Richness of icons, symbols, prayer forms, artistic writing and inscriptions, prayer beads, flowers and incense, prayer postures, costumes, especially demarcated sacred places, specific times of

prayers, value of silence, chants, music, and vocal and repetitive prayer. The Liturgical celebrations, official prayers of the Church, Holy Rosary, *lectio divina*, inter-religious prayer expressing faith in God – the Father of all peoples needs to be faithfully practiced.

As members of Holy Cross, we have the memory of 186 years of Holy Cross History out of which 170 years of our mission in Bengal journeying together. 150th centenary of the death of our beloved Founder, Blessed Moreau provides the occasion for celebration. The prophetic vision of our Founder again beacon us anew to walk in his footprints and in the concrete footprints his followers on the paths to move forward. We have great and challenging history still to be accomplished. Looking to the future as we journey together, let us make our lives a fervent expectation of Christ with an unceasing calling out "Come Lord Jesus, come!"

Provincial Assembly of the Sacred Heart of Jesus Province, Moreau House, Dhaka

৯ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি.

On Easter Sunday we remember:

On Easter dawn, two women, two Marys went to the tomb and the Angel told them: "I know you are looking for Jesus… He is not here; he has risen". The two women ran to tell the Disciples of Jesus. Suddenly Jesus appeared, gave them "Greetings" and said: "Do not be afraid, Go and tell my brothers to go to Galilee; there they will see me." (Cfr. Mt. 28:1-10)

On Easter our wish is that we may meet the Risen Lord on our Journey together and may proclaim and witness Him because we have sent to do so.

Let our lives be filled with the Joy of Encounter of the Risen Lord and speak this Good News to others. With Easter Greetings and Blessings of the Lord who is Risen.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Padrishibpur, Home Parish
9th April, 2023.

শুভ পুনরুত্থান উপলক্ষে আমরা স্মরণ করি:

"রবিবার দিন ভোরবেলা মাগ্‌দালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া যীশুর সমাধিটিকে দেখতে এলেন।.... তখন স্বর্গদূত তাদের বললেন: 'তোমরা যীশুকেই খুঁজছো! তিনি কিন্তু এখানে নেই। তিনি তো পুনরুত্থিত হয়েছেন।' ... পথিমধ্যে যিশু ঐ দুইজন নারীকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন 'তোমরা ভয় পেয়ো না, এখন যাও, আমার ভাইদের জানিয়ে দাও, তারা যেন গালিলেয়ায় যায়। সেখানেই তারা আমার দেখা পাবে'।" (দ্র: মথি ২৮:১-১০)

পুনরুত্থান উপলক্ষে আমাদের কামনা: আমরাও যেনো ওই দুইজন নারীর মতো পুনরুত্থিত প্রভু যীশুর সাক্ষাৎ পেতে পারি এবং তার কথা সবাইকে জানাতে পারি। পুনরুত্থিত প্রভু যীশুকে অন্যের কাছে প্রচার করার জন্য আমরাও প্রেরিত।

প্রভু যীশুর সাথে সাক্ষাতের আনন্দ তোমার জীবনকে ভরিয়ে তুলুক এবং তোমাকে উদ্‌বুদ্ধ করুক, পুনরুত্থানের সাক্ষ্যদানের জন্য। আশীর্বাদান্তে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও।
৯ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি.

১লা এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি.

পুরুত্থান: সহিংসার পরাজয় এবং শান্তির অভিজয়

এপ্রিল মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য হচ্ছে: শান্তি ও অহিংসার সংস্কৃতি নির্মাণ।

এসো আমরা প্রার্থনা করি, যেন রাষ্ট্র ও দেশের নাগরিকগণ অস্ত্রের ব্যবহার হ্রাস ক'রে বিশ্বে শান্তি ও অহিংসা বিস্তার করে।

আমরা সবাই বিশ্বে শান্তি চাই, দেশে শান্তি চাই, সমাজে শান্তি চাই এবং পরিবারে শান্তি চাই। শান্তির সংস্কৃতি সবারই কাম্য । কী করে সেই সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায়? পোপ মহোদয় বলেন যে, অহিংসার পথ ধরে আসবে সেই সংস্কৃতি। তাই অহিংসার সংস্কৃতির নির্মাণের জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ ।

আমাদের হৃদয় থেকে যেমন যুদ্ধ, সংঘাত, কোন্দল ও সহিংসার জন্ম নেয়, ঠিক একই হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে অহিংসা ও শান্তি।

যুদ্ধ মানুষের পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। যুদ্ধের পক্ষে কোন যুক্তি নেই। যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় না। যুদ্ধে শুধু মানবতার পরাজয় ঘটে।

অশান্তি ও সহিংসতা কোথায় তা খোঁজ করার জন্য আমাদের বেশী দূরে যেতে হবে না। আমাদের মধ্যে ও আমাদের আশেপাশেই আছে। সহিংসা, সংঘর্ষ, দ্বন্দ, ঘৃণা প্রায় প্রতিদিন আমরা লক্ষ্য করি। আমার কথাবার্তা, আমার মনোভাব, আমার মন্তব্য , আমার বিচার, ইত্যাদির অস্ত্র আমরা ব্যবহার করে কতো অশান্তি ও সহিংসতা আমরা সৃষ্টি করি।

পোপ মহোদয় বলেন যেন সহিংসতার অস্ত্র থেকে নিজেদেরকে নিরাস্ত্র করি; এই অস্ত্রগুলোর ব্যবহার আমার যেন কমিয়ে আনি; অহিংসার কৃস্টি ও সংস্কৃতি যেন গড়ে তুলি।

অহিংসার সংস্কৃতি যখন ভাবি, তখন কয়েকজন ব্যক্তির চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে: আমাদের মহান গুরু যিশুখ্রিস্ট, আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং, কোলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা, প্রমুখ আরও অনেকে। আমাদের আশেপাশেও কিন্তু অনেক শান্তিপ্রিয় সিদ্ধজন আছেন। মঙ্গলসমাচারীয় আদর্শে অহিংস তাদের জীবন।

পুণ্য সপ্তাহ আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। সহিংসা এবং অহিংসা উভয়েরই দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে আসবে। পুণ্য সপ্তাহে শান্তিরাজ যিশু এবং শান্তিকামী মানুষদের অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে

হয়েছে। যিশুর যাতনা ও মৃত্যুর মধ্যে প্রকাশ পাবে যিশুর অহিংসার ভাব। পুনরুত্থানই হচ্ছে হিংসার ওপর জয়লাভ এবং শান্তির বিজয়। সেই শান্তি কামনা করে আমরা প্রার্থনা করি।

প্রত্যাশায় থাকি পুনরুত্থিত প্রভু যিশু আমাদের কাছে বলবেন: "তোমাদের শান্তি হোক"। পুনরুত্থান উৎসবে পরস্পরের কাছে আমাদেরও শুভেচ্ছা হোক: "তোমার শান্তি হোক"।

পুনরুত্থান উৎসবে আশীর্বাদান্তে, আমি সবাইকে জানাই আনন্দ ও শান্তিময় শুভেচ্ছা ।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি।

১/০৪/২০২৩

পুণ্য সপ্তাহের যাত্রা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

ভূমিকা: তালপত্র রবিবার থেকে আমরা পুণ্য সপ্তাহের যাত্রা শুরু করেছি

পুণ্যসপ্তাহ: তালপত্র রবিবার: গাধার পিঠে যীশু (মথি ২১:১-১১):
"সিয়োন কন্যাকে বল: ওই দেখ, তোমার কাছে আসছেন তোমার রাজা। কত বিনয়ী কোমল-প্রাণ তিনি। বসে আছেন তিনি একটা গাধারই পিঠে, ভারবাহী একটা পশুর বাচ্চারই পিঠে।" তালপত্র রবিবারের শোভযাত্রার একটি দৃশ্য।

জেরুশালেমে প্রবেশ করছেন: "হোসান্না" চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে জনগণের মধ্যে। "কেউ কেউ ডাল-পালা কেটে এনে পথের ওপর বিছিয়ে দিল"।

যীশু নীরব, যীশু যে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করছেন। জনগণের দিকে হয়তো তাকাচ্ছেনও না। হাত তুলে সায় দিচ্ছে না।

এই সব হৈ হুল্লা ও শোভাযাত্রার পেছনে কী আছে যীশু তা দেখছেন, যীশু চিন্তা করছেন: বিশ্বাসঘাতকতা, নির্যাতন, ক্রুশারোপন এবং মৃত্যু। যীশু যা দেখছেন অন্যেরা তা দেখছে না। অন্যেরা তার কিছুই জানে না।

যীশুর মধ্যে একদিকে বিষাদের ভাব; আবার অন্যদিকে সবকিছু গ্রহণ করার প্রশান্তভাব।

যীশু একদিকে মানুষের অন্তরের হালকা অনুভূতি ও অর্থহীন আচরণ দেখছেন; আবার অন্যদিকে যীশুর মধ্যে অনুভব হচ্ছে তাদের প্রতি মমতা ও দরদবোধ। সামনে যীশু দেখছেন একদিকে অকথ্য জ্বালা-যন্ত্রণা, আবার তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের জন্য তাঁর মনের দৃঢ়তা।

সর্বোপরি যীশুর মধ্যে আছে ভালবাসা, যে ভালবাসা অসীম, গভীর এবং সুদূরপ্রসারী, যে ভালবাসা এসেছে স্বর্গীয় পিতার সাথে তার গভীর ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থেকে। তার ভালবাসা জনগণের উদ্দেশ্যে ধাবিত, যে জনগণ যেভাবে অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। এমন কিছু নেই যা তিনি জানেন না; এমন কেউ নেই যাকে তিনি ভালবাসেন না।

গাধায় চড়া যীশু সবকিছু দেখেন: আমার সকল পাপময়তা, আমার অপরাধ-সকল, আমার লজ্জাহীন আচরণ; এবং তিনি তার সকল ক্ষমা, দয়া ও মমতা দিয়ে তিনি আমাকে ভালবাসেন।

পুণ্যসপ্তাহের সোমবার ঃ যীশু অন্যের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন

পুণ্য সপ্তাহে আমাদের কাছে আসে মৃত্যুর চিন্তা: যে-কোন জনের মৃত্যু নয়; যীশুর মৃত্যুর ধ্যান, যিনি ঈশ্বর এবং যিনি মানুষ। এই সময়ে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ আসে যেন ক্রুশের দিকে তাকিয়ে আমরা যীশুর মৃত্যু দেখি এবং আমাদের নিজেদের জীবনের অর্থ ও জীবনে মৃত্যুর অর্থ খুঁজে পাই।

পুণ্য সপ্তাহের সব কিছুর মধ্যে আমাদের বড় উপলব্ধি হচ্ছে: যীশু নিজের জন্য মৃত্যুবরণ করেন নি; তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আমাদের জন্য। অতএব তাকে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে আমরাও অন্যের জন্য মৃত্যুবরণ করি, নিজের জন্য নয়।

শিষ্যদের কাছে যীশুর প্রশ্ন: তোমরা আমার শিষ্য হবে? না তোমরা আমার হত্যাকারী হবে? মাঝামাঝি কোন পথ নেই, আপোষের কোন সুযোগ নেই, স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যীশু জেরুশালেমে প্রবেশ করেছেন এই কারণে যে তার শিষ্যদেরকে হয় "হ্যা" বা "না" বলতে হবে। যীশুর যাতনাটা এখানেই যে যীশুকে অপেক্ষা করতে হয়েছে লোকেরা কী উত্তর দেবে? তারা কী করবে? তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে? না তাঁকে অনুসরণ করবে?

পুণ্যসপ্তাহের মঙ্গলবার:

যীশু ভোজে বসে শিষ্যদের বললেন: "তোমাদেরই মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিবে" (যোহন ১৩:২১)।

শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া আর যুদাসের বিশ্বাসঘাতকতা এক নয়। শাস্ত্র অনুসারে যীশুকে মৃত্যুবরণ করতে হবে তা নিশ্চিত, যুদাসের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে যীশুর মৃত্যু হয় নি। যুদাসের কাজ ছিল ধরিয়ে দেওয়া শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া যেন অন্যেরা যীশুর ওপর সকল কিছু, যাচ্ছেতাই করতে পারে।

যীশু জীবনকালে অনেক কিছু করেছেন: বাণীপ্রচার, নিরাময়, শিক্ষা, অনেক উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, ইত্যাদি। এখন যীশুকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া হল; যীশু নিজে কিছুই করছেন না; অন্যেরা এখন তার উপর কাজ করছে: কষাঘাত করছে, কন্টক মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে, থুথু দিচ্ছে, উপহাস করছে, বস্ত্র-উন্মোচিত করছে, ক্রুশে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করছে। আর যীশু কী করছেন? এই সবকিছু নীরবে ভোগ করছেন, অন্যের কৃতকর্ম তিনি ভোগ করছেন, এটাই যাতনাভোগ। সমর্পিত হওয়ার সাথে সাথে যীশুর যাতনাভোগ শুরু হয়েছে। আর যাতনাভোগের দ্বারা তিনি তাঁর জীবনের আহ্বান পূর্ণ করছেন।

যীশু শুধু কাজ করেই তাঁর মিশন সম্পন্ন করেন নি। অন্যেরা যাকিছু করেছে তা যীশু ভোগ করে তাঁর মিশন সম্পন্ন করেছেন। আমাদের ক্রিয়াকর্মই জীবনের সবকিছু নয়, আমাদের জীবনে যাতনাভোগ (কষ্টভোগ) একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে। যাতনাভোগ করতে যদি না চাই তাহলে আমাদের জন্য সেটা হবে আত্ম-প্রতারণা, আর ভালবাসা সহকারে যদি যাতনাভোগ গ্রহণ না করি তাহলে সেটা হবে আত্ম-বিদ্বেষ/অস্বীকার।

যাতনাভোগ আমাদের জন্য মঙ্গলসমাচার, সুখবর। আমাদেরকে অন্যের হাতে "সমর্পিত হতে হবে" আমাদের জীবনের আহ্বান পূরণ করার জন্য।

যুদাসকে বিশ্বাসঘাতক বলি; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক যুদাস আর কেউ নয় বরং সেইজন যে অন্যকে অপরের হাতে তুলে দেয় যাতনাভোগের জন্য।

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে, জানতে-অজান্তে, অন্যের হাতে সমর্পণ করি যার ফলে অন্যেরা যাতনা পায়, আঘাত পায়। আমরা যখন নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতা স্বীকার করি তখন আমরাও অন্যকে ক্ষমা করতে পারি, কেননা তারাও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের জন্য যাতনা বা আঘাতের কারণ হয়।

পুণ্যসপ্তাহের বুধবার:

যুদাস বিশ্বাসঘাতক হল; পিতর যীশুকে অস্বীকার করল। তারা উভয়েই ঈশ্বরের সন্তানত্ব হারালো। পিতর হতাশার মাঝে চোখের জল ফেলল আর ফিরে আসল যীশুর কাছে, সে বেছে নিল জীবন; আর যুদাস বেছে নিল মৃত্যু।

প্রতিদিনকার জীবনে আমাদেরও বেছে নিতে হয়। কতোবার হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে অনেক ধরনের প্রলোভন আসে এবং আমার মধ্যে যে মঙ্গময়তা আছে তা ভুলে যাই। আমি বলে ফেলি: আমি ভাল না, অপদার্থ, আমার মধ্যে ভাল কিছু নেই, আমি অযোগ্য, আমাকে কেউ ভালবাসে না, আমি কেউ নই। আমি অন্যের কাছে সমস্যা, বোঝা, সংঘর্ষের উৎস, এ জীবনের আর অর্থ নেই – এ যেন অপব্যয়ী পুত্র যখন জীবনের তলানীতে চলে যায় তখন এই ধরনের ধারণাও আসে। কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের বানিয়েছিলেন, তখন তো তিনি নিজেই বলেছেন: "সবই উত্তম"। আমার উত্তময়তা, মঙ্গলময়তা অস্বীকার করব কেন?

পুণ্য সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই প্রশ্ন এসে আমাদের সামনে হাজির হয়: যুদাসের মতো হতাশ হয়ে মৃত্যুকে বেছে নেব? না পিতরের মতো চোখের জলে আবার ফিরে আসব? হয়তো-বা যুদাসের মতো এতো কঠিন হতাশায় আমরা পড়ি না। তবে উদাসীনতার অবস্থা থেকেই যায়। বর্তমানে থেকেও বর্তমান নই; অনেককিছুর মধ্যে আত্মগোপন করি, নিজেকে হারিয়ে ফেলি, লুকিয়ে রাখি। পিতরের মতো চোখের জল ফেলে ফিরে আসার তাগিদটা খুব চরম ভাবে জীবনে আসতে হয়। নতুবা যুদাসই জয়ী হয়ে যায়।

পিতরের মতো আমরাও শুনি যীশু বলছেন: আমি তোমার ঈশ্বর, তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি, আমি যা বানিয়েছি তা আমি ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি তাতে কোন সন্দেহ করোনা, আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যেয়ো না, এসো, ফিরে এসো, বারবার ফিরে এসো; আমি তোমার ঈশ্বর, দয়ালু ঈশ্বর, ক্ষমাশীল ঈশ্বর। আমি জানি তোমার সকল চিন্তা, তোমার সমস্ত কথা, তোমার সকল কাজ; নিজেকে বিচার করো না, অস্বীকার করো না; আমার ভালবাসা তোমার হৃদয় স্পর্শ করুক। পিতর ঈশ্বরের এই কথা শুনেছে, চোখে জল এসেছে, যীশুর কাছে ফিরে এসেছে; অনুতাপের অশ্রুজল, আনন্দের অশ্রুজল, কৃতজ্ঞতার অশ্রুজল তার চোখ থেকে ঝড়েছে।

পুণ্য বৃহস্পতিবার : ওপর-তলার ঘরে নিস্তারভোজ (লুক ২২ : ৭-১৩, ১৯-২০)

ওপর-তলার ঘরটিতে অনুষ্ঠিত নিস্তারভোজ বা শেষভোজ অনুষ্ঠানে যীশু বলেছিলেন: "আমার স্মরণার্থে তোমরা এই অনুষ্ঠান করো"। আমরা পুণ্য বৃহস্পতিবারের খ্রিজম মিসায় এবং শেষভোজ অনুষ্ঠানে তা স্মরণ করব। তবে আজকে আসুন আমরা ওপর-তলার ঘরটি নিয়ে কিছু ধ্যান করি।

প্রথমেই যে কথাটি আমাদের স্মরণ রাখতে হয়: সেটা হচ্ছে নিস্তারভোজ সবার জন্য, মনোনীত জাতির স্মরণানুষ্ঠান, মণ্ডলীর স্মরণানুষ্ঠান, যেখানে আমরা পুরুষ ও নারী সবাই আছি, আমরাই তার আপনজন, আমরা সবাই তার শিষ্য, যাকিছু এই ভোজের সময় করেছেন তা সবার জন্য; যে যাজকত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন তার অংশীদার মণ্ডলীর সকলে, যা আমরা দীক্ষাস্নানের সময়ে লাভ করেছি; দীক্ষাস্নানের ফলে আমরা খ্রিষ্ট যীশুতে লাভ করেছি পবিত্রীকরণের যাজকত্ব, শিক্ষাদান ও সাক্ষ্যদানের প্রাবক্তিক ভূমিকা ও ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকীয় দায়িত্ব। তবে এ কথাও সত্য যে যীশু ওপর তলায় ঘরে সেবাকারী যাজকত্বও প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখানে প্রেরিতশিষ্য বারোজনকে সেবাকারীর যাজকত্ব প্রদান করেছেন।

১। ওপর-তলার ঘরটিতে অনুষ্ঠিত নিস্তারভোজ অথবা শেষভোজ : আমরা সে ঘরটিতে কি দেখি?

যীশু আছেন ও তাঁর সঙ্গে আছেন শিষ্যগণ। যাদেরকে তিনি শিষ্য হতে আহবান করেছেন, ঐশরাজ্য ঘোষণায় যারা ছিলেন সঙ্গী, তাদেরকে তিনি প্রায়ই সাথে নিয়ে চলেছেন: শিক্ষা ও গঠন দিয়েছেন; প্রশংসা ও তিরস্কার করেছেন; সান্ত্বনা ও চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন; তারা কষ্ট ও আনন্দ পেয়েছেন; তারাই আবার তার শিষ্য, তাঁর বন্ধু, ভালবাসার আপনজন। যাদেরকে তিনি ভালবেসেছেন, তাঁর আপনজন সেই শিষদের তিনি জীবনের শেষে ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে চান।

আমাদেরকে তিনি শেষভোজে ডেকেছেন, যাদেরকে তিনি ডেকেছেন তাদের প্রত্যেককে তিনি চেনেন; তিনি আমাদের নাম জানেন; আমাদের জীবন-অবস্থা, অতীত ও ভবিষ্যৎ, শুভ-অশুভ, সফলতা-বিফলতা, ইত্যাদি।

২। ভালবাসা থেকে জন্ম

যীশু যাদেরকে ভালবাসলেন, যারা আপনজন, তাদের সাথে ভোজে বসেছেন; আমরাও যীশুর ভালবাসা উপলব্ধি করি। ভালবাসার প্রমাণ শুধু পা ধোয়ানো সেবাকাজ নয়; এর পা-ধোয়ানোর অর্থ হচ্ছে নিঃস্বায়ন, অবনমন, ঈশ্বর নেমে আসলেন পায়ের কাছে, এ যে মানবদেহ ধারণ, মানুষের সাথে একাত্মতা; আমাদের জীবন-অবস্থার মধ্যে নেমে আসা, এটা আমাদের সাথে তার একাত্মতা ও অংশীদারিত্ব।

মিলন ও ভালবাসার চিহ্ন, তাই নতুন আদেশ : আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাসবে। ছোট্ট একটি দল যারা যীশুর কথা শুনেছিল তারাই ছিলেন মণ্ডলীর প্রথম সূচনা, তারা যাজক, প্রেরিতদূত, গোটা মণ্ডলীর জন্ম এখানে, যাকত্বের জন্ম এখানে সেবাকারী যাজকের জন্ম এখানে। তাই যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার যাজক এই স্থান ও মুহূর্তটাকে তাদের জন্ম ক্ষণ হিসেবে গণ্য করেছেন, জন্মদিন রূপে পালন করেছেন।

৩। মৃন্ময় পাত্রে অমূল্য সম্পদ

পাপের অন্ধকারময় পরিস্থিতি সত্য ও বাস্তব; এ কারণে জনগণ যীশুর আপন প্রতিচ্ছবি আমাদের মধ্যে অনেক সময় দেখতে পায়না। অবাক হওয়ার কিছুই নেই; ওপর-তলার কক্ষে ছিল একই পরিস্থিতি : বিশ্বাসঘাতক যুদাস আছে, আরও আছে পিতর।

যীশু যখন আমাদের বেছে নিয়েছিলেন তখন তাঁর কি স্বপ্ন অবাস্তব ছিল? ভুল করেছেন তিনি? আমার মানবিক দুর্বলতার উপরই তিনি সংস্কারীয় অক্ষয় ছাপ মুদ্রাঙ্কিত করেছেন; সাধু পল বলেন (২ করি ৪:৭): "এই মহাসম্পদ আমরা যেন মৃন্ময় পাত্রেই বহন করে চলেছি।"

৪। যাজক ও যজ্ঞবলি

শেষভোজের সময় যীশু তাঁর যাজকত্বের গভীর অর্থ ব্যক্ত করেছেন: যীশু যাজক, যজ্ঞবলি ও যজ্ঞবেদী : যাজক রূপে নিজের জীবনের যজ্ঞবেদীতে তিনি নিজেকে যজ্ঞ-নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করলেন। যাজককে যজ্ঞবলি হতে হবে, মেষপালককে মেষশাবক হয়ে বলিকৃত হতে হবে।

যীশুর কথা : "নাও, খাও সকলে – এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য সমর্পিত হবে"। "নাও, পান কর সকলে – এ আমার রক্তের পাত্র, নূতন ও শাশ্বত সন্ধির রক্ত, যা তোমাদের ও অনেকের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত হবে। আমার স্বরণার্থে তোমরা এই অনুষ্ঠান করো।" প্রতিদিনের খ্রিষ্টযাগে যীশুর এই আত্মাদানের কথা স্মরণ করি এবং তা অনুকরণ করতে চেষ্টা করি।

৫। "আমার স্মরণার্থে তোমরা এই অনুষ্ঠান করো"

খ্রিষ্টযাগ – যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান রহস্যের উদযাপন যা মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র; আমরা অনেক সেবাকাজ করি: শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, সংস্কার প্রদান, বাণী প্রচার, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও সেবা; কিন্তু খ্রিষ্টযাগ থেকে সবকিছুর শুরু হয় এবং সবকিছু তার দিকেই ফিরে আসে। "আমার স্মরণার্থে তোমরা এই অনুষ্ঠান করো"। একদিকে আমরা খ্রিষ্টযাগ অনুষ্ঠান করা ও অন্যদিকে খ্রিষ্টযাজ্ঞিক বিশ্বাসী হয়ে ওঠা।

৬। যা স্বারক তা হয়ে ওঠে বাস্তব

স্মরণ করার অর্থ কেবলমাত্র অতীত স্মৃতি নয় বরং অতীত বর্তমান হয়, বাস্তব হয়; যীশুর খ্রিষ্টপ্রসাদীয় উপস্থিতিতে আমরা যেমন অবাক হই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, এই স্মৃতি-অনুষ্ঠানেও আমরা আমাদের জীবন দেখে, ধ্যান করে অবাক হই, কৃতজ্ঞতা জানাই, খ্রিষ্টপ্রসাদীয় উপস্থিতিতে নিজেদের উপস্থিত করি। যীশুর মতো একই ভাব নিয়ে আমরা পুণ্য সপ্তাহে, ত্রিদিবসিক দিনের রহস্যে, যাতনা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান প্রবেশ করি।

৭। ওপর-তলার সেই ঘরটি আমাদের কাছে কী দিচ্ছে? এই ঘরটি থেকে কিসের বাণী শুনতে পাই?

আমরা যেন আরও আগ্রহ নিয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে, গভীর উপলব্ধি নিয়ে, যীশুর সাথে একাত্ম হয়ে খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করি; আমাদের খ্রিষ্টীয় জীবন খ্রিষ্টযাজ্ঞিক জীবন বলে উপলব্ধি করি। যখন খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করি তখন যেন ভাবি: খ্রিষ্টযাগে সমবেত হওয়াটা মণ্ডলী হওয়ার শুভ ক্ষণ : আমরা একত্রিত হই, সবাইকে নিয়ে। সম্মিলিত হয়ে আমরা মিলনের অভাবের জন্য অনুতপ্ত হই, ক্ষমা চাই, নিজেদের ও অন্যের জন্য ক্ষমা চাই। আমাদের কাছে ঈশ্বর কথা বলেন ও আমরাও আমাদের কথা বলি তার কাছে; রুটি ও দ্রাক্ষারসের উৎসর্গ : সৃষ্টি ও মানুষের শ্রমের ফল - দিনের সবকিছু নিয়ে আসি, মিলিয়ে দিই তাঁর সাথে, যিনি ঈশ্বর হয়ে মানুষ হয়েছেন আমরা যেন ঈশ্বরের হতে পারি।

পবিত্র আত্মার আহ্বান : যিনি সবকিছু রূপান্তর করেন তিনি যীশুর দেহে ও রক্তে রূপান্তরিত করেন। এ আমার দেহ, এ আমার রক্ত; খ্রিষ্টের সাথে সেবাকারী আমরাও সমর্পণ করে একই কথা বলি। মিলন-প্রসাদ : খ্রিষ্ট যীশু ও অপরের সঙ্গে একাত্মতা; প্রেরণ : আমরা সবাই প্রেরিত হই সেবাকাজে; প্রেরিত হই আবার ফিরে আসার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা নিয়ে।

খ্রিষ্টযাগ একটি মহান শিক্ষালয়; এই শিক্ষালয় থেকে প্রতিদিন যেন শিক্ষা গ্রহণ করি। কত শতাব্দী ও যুগ ধরে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা খ্রিষ্টযাগের মধ্য দিয়ে পেয়েছেন যীশুর সান্ত্বনার বাণী ও একাত্মতা – আমি তোমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকব; জীবনের সকল নিঃসঙ্গতা জয় করার গোপন রহস্যের সন্ধান; খ্রিষ্টপ্রসাদে যীশুর সঙ্গ-সুখে পেয়েছেন দুঃখ ও যাতনাভোগ করার শক্তি; হতাশার মাঝে নতুন ভাবে আবার শুরু করার প্রেরণা; বিশ্বস্ত থাকার জন্য অন্তরে নতুন বল ও শক্তি।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

১লা মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মার্চ মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য হচ্ছে: অপ-ব্যবহারে যারা ভুক্তভোগী তাদের জন্য প্রার্থনা করা।

এসো আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করি, যারা মণ্ডলীতে অনেক অন্যায় আচরণের ভুক্তভোগী, তারা যেন মণ্ডলীর কাছ থেকে তাদের কষ্ট ও বেদনার সময়ে সাহায্য-সহযোগিতা পেতে পারে।

বিভিন্ন কারণে মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অন্যের কাছ থেকে অপ-ব্যবহার বা দুর্ব্যবহার পেয়ে থাকে, যা দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক হতে পারে। অপ-ব্যবহারের সাথে আবার থাকতে পারে বিভন্ন ধরনের দৈহিক নির্যাতন, অমানবিক মানসিক চাপ, আধ্যাত্মিক ব্যক্তির অবিশ্বাস্য কুদৃষ্টান্ত; সহিংসতা, যৌন-নির্যাতন, ধর্ষণ, প্রতিবন্ধীদের প্রতি অবহেলা, শিশুদের জন্য অমানবিক পরিবেশ, সুনামের উপর মিথ্যা ও মারাত্মক আঘাত, ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য যারা শিকার ও ভুক্তভোগী।

কোন-না-কোন কারণে যারা মণ্ডলীর কাছ থেকে বড়ো আঘাত পেয়েছে, এবং এমন কি মণ্ডলীর কাছ থেকে দূরত্ব নিয়েছে এবং নানা দুঃখে ও ক্ষোভে তারা তাদের দিন অতিবাহিত করছে, যারা অপমৃত্যুর কথা ভাবছে, যারা জীবনের সকল আশা ছেড়ে দিয়েছে, যারা এমনকি অনন্তজীবন লাভে সন্দিহান হয়ে পড়েছে, যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারবে না বলে মনে করছে, তার মণ্ডলীর দুঃখী, দুর্বল ও ভুক্তভোগী মানুষ। তাদের সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে সহযাত্রা করা তপস্যাকালীন যাত্রার সঙ্গেই একান্ত সম্পৃক্ত।

তাই আসুন আমরা, সুসমাচারে বর্ণিত দয়ালু সামরীয় মনোভাব নিয়ে ভুক্তভোগী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াই, তাদের সাহায্য করি, তাদের প্রতি দয়াশীল হই। আর প্রার্থনা করি যেন তারা মণ্ডলীতে তাদের প্রাপ্য স্থান, মর্যাদা, অধিকার ও সহায়তা লাভ করতে পারে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রেজারিও, সিএসসি.
১লা মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১লা মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মার্চ মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য হচ্ছে: অপ-ব্যবহারে যারা ভুক্তভোগী তাদের জন্য প্রার্থনা করা।

এসো আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করি, যারা মণ্ডলীতে অনেক অন্যায় আচরণের ভুক্তভোগী, তারা যেন মণ্ডলীর কাছ থেকে তাদের কষ্ট ও বেদনার সময়ে সাহায্য-সহযোগিতা পেতে পারে।

বিভিন্ন কারণে মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অন্যের কাছ থেকে অপ-ব্যবহার বা দুর্ব্যবহার পেয়ে থাকে, যা দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক হতে পারে। অপ-ব্যবহারের সাথে আবার থাকতে পারে বিভন্ন ধরনের দৈহিক নির্যাতন, অমানবিক মানসিক চাপ, আধ্যাত্মিক ব্যক্তির অবিশ্বাস্য কুদৃষ্টান্ত; সহিংসতা, যৌন-নির্যাতন, ধর্ষণ, প্রতিবন্ধীদের প্রতি অবহেলা, শিশুদের জন্য অমানবিক পরিবেশ, সুনামের উপর মিথ্যা ও মারাত্মক আঘাত, ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য যারা শিকার ও ভুক্তভোগী।

কোন-না-কোন কারণে যারা মণ্ডলীর কাছ থেকে বড়ো আঘাত পেয়েছে, এবং এমন কি মণ্ডলীর কাছ থেকে দূরত্ব নিয়েছে এবং নানা দুঃখে ও ক্ষোভে তারা তাদের দিন অতিবাহিত করছে, যারা অপমৃত্যুর কথা ভাবছে, যারা জীবনের সকল আশা ছেড়ে দিয়েছে, যারা এমনকি অনন্তজীবন লাভে সন্দিহান হয়ে পড়েছে, যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারবে না বলে মনে করছে, তার মণ্ডলীর দুঃখী, দুর্বল ও ভুক্তভোগী মানুষ। তাদের সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। তাদের সঙ্গে সহযাত্রা করা তপস্যাকালীন যাত্রার সঙ্গেই একান্ত সম্পৃক্ত।

তাই আসুন আমরা, সুসমাচারে বর্ণিত দয়ালু সামরীয় মনোভাব নিয়ে ভুক্তভোগী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াই, তাদের সাহায্য করি, তাদের প্রতি দয়াশীল হই। আর প্রার্থনা করি যেন তারা মণ্ডলীতে তাদের প্রাপ্য স্থান, মর্যাদা, অধিকার ও সহায়তা লাভ করতে পারে।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রেজারিও, সিএসসি.
১লা মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

ভস্মবুধবার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.

ভস্মবুধবার : তপস্যাকালীন ধ্যান

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

তপস্যাকালীন পথযাত্রা: তপস্যাকাল হচ্ছে: চল্লিশ দিন ব্যাপী খ্রিস্টীয় জীবনের একটি বিশেষ পথযাত্রা; এ যেন খ্রিস্টীয় জীবনের বসন্তকালিন এক পথচলা, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালবাসার পথচলা।

পথযাত্রার মূল উদ্দেশ্য কী? পুনরুত্থান – শুধু পুনরুত্থান পর্ব নয়; খ্রিস্টীয় জীবনে পুনরায় উত্থান করার সময়; জীবনে পুনঃজাগরণ হওয়া, খ্রিস্টীয় জীবনে জাগ্রত হওয়া, উজ্জীবিত হওয়া এবং রূপান্তরিত হওয়ার সময়; বাইবেলের কথায় সমতল থেকে মন্দিরের উঁচুতে এবং পর্বতে আরোহন করার সময়; জৈতুন পর্বত বা হেব্রোন পর্বত, তাবোর পর্বত ও কালভারি পর্বতে আরোহন করা; এর মানে হচ্ছে নিম্নতর খ্রিস্টীয়-জীবনের অবস্থা ও মান ছেড়ে একটু উপরে যাত্রা ও আরোহন করার সময়।

যিশুকে অনুসরণ করার যাত্রা : তপস্যাকালের শুরুতেই আমরা যিশুর এই কথা শুনি: "এসো, আমাকে অনুসরণ কর", "ঐশরাজ্যে প্রবেশ কর", "মন ফেরাও, মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর", "আমার ক্রশ বহন করে আমার অনুগামী হও"।

"ফিরে এসো": একদিকে শুনি "এসো আমাকে অনুসরণ কর" আবার অন্যদিকে শুনি "ফিরে এসো" – ভ্রান্তপথ, অন্যায় পথ, পুরনো জীবন, জীবনের অন্ধকার, পাপাচার ও বদাভ্যাস থেকে ফিরে এসো; এক কথায় অখ্রিস্টীয় জীবনধারা, ভাবনা-চিন্তা ও আচার-আচরণ থেকে ফিরে এসো; কেননা তপস্যাকালই হচ্ছে উপযুক্ত সময়, অনুগ্রহের সময়।

"ভস্মটিকা": পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য, যিশুকে অনুসরণ করার জন্য, তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য, যে চিহ্নটি কপালে ধারণ করে আমরা যাত্রা করছি তা হল ভস্মটিকা। ভস্ম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই জগতে ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর মূল্য কত ক্ষুদ্র, তা যেন ভস্মতুল্য। ভস্ম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, জীবনে অনেক কিছু আছে, যেমন পাপ, অন্যায়, নোংরামি, অনৈতিক অভ্যাস, আসক্তি ও নেশা, যা পুড়ে ভস্ম করে দিতে হবে; আবার ভস্ম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের জীবনের ত্যাগ, আত্মসংযম ও প্রায়শ্চিত্যের কথা।

মরুপ্রান্তরে যাত্রাঃ আমাদের তপস্যাকালীন যাত্রা কিন্তু মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে, যেখানে সাধনাটা কঠিন; স্বেচ্ছায় ত্যাগ ও নিরাসক্তি গ্রহণ করা; স্বেচ্ছায় অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুর ব্যবহার থেকে দূরে থাকার, যেমন ভোজোৎসব, আমোদ-প্রমোদ, অতিরিক্ত খরচপাতি, নেশা, জিনিসপত্রের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া।

খ্রিস্টীয় জীবন সাধনা: তপস্যাকালীন চল্লিশ দিনের যাত্রায় আমাদের জীবনের তিনটি সাধনা আছে যা যিশু মঙ্গলসমাচারে উল্লেখ করেছেন এবং মণ্ডলী যুগ যুগ ধরে পালন করার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। তপস্যাকালীন সেই তিনটি সাধনা হচ্ছে: উপবাস, প্রার্থনা ও গরিবদের সাহায্যদান।

তপস্যাকালীন যাত্রা একসঙ্গে পথচলা: পোপ মহোদয় এবছর আমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যেন তপস্যাকালে আমরা একসঙ্গে পথ চলি, সম্মিলিত হয়ে পথ চলি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও মান্ডলিক জীবনে যেন উপবাস, প্রার্থনা ও গরিবদের সাহায্য করার সাধনায় আমরা সম্মিলিত ভাবে একমন ও একপ্রাণ হয়ে পথ চলি।

ঈশ্বরের ইচ্ছা শ্রবণ: তপস্যাকালীন ত্রিবিধ জীবন সাধনায় পোপ মহোদয় যে বিশেষ নির্দেশ রেখেছেন তা হচ্ছে: যাত্রাপথে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা অনবরত শ্রবণ করা। কীভাবে, কোন বস্তুর ব্যবহার থেকে বিরত থেকে, কী কী অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে যা ত্যাগ করে, কী কু-অভ্যাসগুলো আছে যা বাদ দিয়ে উপবাস করতে পারি এবং সেই ব্যাপারে প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি। পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, আমরা আমাদের অভাবী ভাইবোনদের কাছ থেকেও ঈশ্বরের কথা শুনে থাকি। দরিদ্র ও অভাবী ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কী চান এবং তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য তিনি আমাদের কী বলেন তা শুনতে পারি।

উপসংহার: তপস্যাকালে যিশুকে অনুসরণ করা এবং অন্যায়ের পথ ছেড়ে তাঁর কাছে ফিরে আসাই হচ্ছে আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য। এ যাত্রা মরুপ্রান্তরের ন্যায় ত্যাগ, আত্মসংযম ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে যাত্রা। এই যাত্রা সহ বা সম্মিলিত যাত্রা, একসঙ্গে পথচলা। এই যাত্রা পথে আমরা উপবাস, প্রার্থনা ও দরিদ্রদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা শুনতে চেষ্টা করব।

পথযাত্রায় স্বর্গস্থ পিতার উচ্চারিত কণ্ঠস্বর শুনব: "এ আমার প্রিয় পুত্র, এঁর কথা শোনো"। আমরাও যাত্রাকালে প্রার্থনা করে বলব: "পিতা আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূরণ হোক"। আমেন ।

ভস্মবুধবার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.

ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৩ খ্রি.

বিবাহ-সাক্ষাতকার দল
বিবাহ দিবস উদযাপন : ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৩ খ্রি.
উপদেশ: বিবাহের শিক্ষা, বিবাহের সাক্ষ্য ও বিবাহের সেবা

ভূমিকা: বিবাহ-সাক্ষাতকার দলের আয়োজনে দম্পতি দিবস উদযাপন করছে।

শাস্ত্রপাঠ: রবিবাসরীয় খ্রিষ্টযাগের নিয়মিত শাস্ত্রপাঠে আমরা কী শুনেছি?

বেন-সিরাখ: প্রজ্ঞা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলির মধ্যে একটি বেনসিরাখ
- প্রভুর আজ্ঞা তো সুবিপুল; সবদর্শী, আগলে রাখেন, পাপ করার অনুমতি দেনন।
- "প্রভুর আদেশ জানতে মানতে চাও, তাহলে তা পালন করার ক্ষমতা তোমার আছে"

করিন্থীয়দের কাছে পলর পত্র:
- যে জ্ঞানের কথা পল ঘোষণা করেন তা সংসারের জ্ঞান নয়, ঈশ্বরের প্রকাশিত প্রজ্ঞা
- এই জ্ঞান যে লাভ করে সে মহিমা-ধন্য হবে।

মথি-রচিত মঙ্গলসমাচার:
- খ্রিষ্টীয় জ্ঞান বা বিধানের দাবি অনেক পুরাতন বিধানের দাবির চাইতে অনেক ব্যপক, ও পবিত্র;
- হত্যা করবে না, ব্যাভিচার করবে না, মিথ্যা শপথ করবে না....
- শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা গভীর না হয় , তাহলে তোমরা স্বর্গরাজ্য প্রবেশ করতে পারবেনা ।
- পবিত্রতা, শুদ্ধতা শুধু নিয়ম

বিবাহ সম্বন্ধে আজ তিনটি বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই :
১) বিবাহের শিক্ষা:
- বিবাহ ও পরিবার ঈশ্বরের, ঈশ্বরের দান, পবিত্র বিধান,পবিত্র ব্যবস্থা, ঈশ্বর কর্তৃপক্ষ, ও জগতের জন্য তা অন্যতম জ্ঞান, সামাজিক ও মানবিক সৃষ্টি নয়।
- ঈশ্বরের আহ্বান; পূর্ব প্রস্তুতি, ক্রমগতিশীল, চলামান, সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সাফল্যের দিকে পথচলা।
- ঈশ্বরের পরিকল্পনা, পবিত্রতা ও পরিত্রাণের কাজ পরিবারের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়।
- পরিবার ক্ষুদ্র মণ্ডলী ও গৃহ-মণ্ডলীর, মণ্ডলীর নিদর্শন, চিহ্ন; মণ্ডলীর পথচলা পরিবারের মধ্য দিয়ে ।

- বেনসিরাখের জ্ঞান: পরিবার সম্বন্ধে এই ধারণাই ঈশ্বরের জ্ঞান, যা জানার ও পালন করার ক্ষমতা আছে যারা বিবাহকে আহ্বান রূপে গ্রহণ করেছে। পাপ হয় কিন্তু ঈশ্বর ক্ষমা করেন, আগলে রাখেন, ভালবাসেন, যত্ন নেন।
- বিবাহিত দম্পতিদের সাক্ষাৎ দল এই বিষয়ে শিক্ষা পায় ও অন্যের কাছে শিক্ষা দেয়। বিবাহ-ক্লাশ, চলমান শিক্ষা যা আমাদের প্রত্যেকের জন্য দরকার।

২) বিবাহের সাক্ষ্যদান:

- মন্ডলীতে অনেক পরিবার আছে যারা সুন্দর দাম্পত্য জীবনের ও পারিবারিক জীবনের সাক্ষ্যদান করে। মণ্ডলীর শিক্ষা তাদের জীবনে সাক্ষ্য হয়ে উঠে; শান্তিতে বাস করে, নিদর্শন হয়ে থাকে, মিলনের সাক্রামেন্ত/চিহ্ন হয়ে থাকে। তাদের সংখ্যা অনেক বেশী।
- অনান্য আহ্বানের মতো, যাজকীয় জীবন, সন্ন্যাসব্রতী জীবনের মতো অসমর্থতা ও দুর্বলতা আছে। পাপ আছে। যেখানে পাপ সেখানে ক্ষমা ও পবিত্রতা আছে। আবার পরিবর্তন হয়, অনুগ্রহ লাভ করে ও পথ চলে।
- ম্যারেজ এনকাউন্টার দলে এই সাধনা করে। কী কী ভাল আছে তার সাক্ষ্য দান করে, দাম্পত্য জীবনের সহভাগিতা করে এবং কষ্ট ও সংগ্রামের সময় অন্য পরিবারের নিকট জীবনের সাক্ষ্য তুলে ধরে।

৩) বিবাহের সেবা:

- মণ্ডলীর সবচেয়ে বড়ো ও প্রধান সেবাকাজ হচ্ছ পরিবারের সেবা। এর উপর অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, কারণে মণ্ডলীর জন্য পরিবারের গুরুত্ব।
- ধর্মপল্লীর কার্যক্রম: সেমিনার, উৎসব, ম্যারজ কাউন্সেলিনের ব্যবস্থা।
- বিবাহিত জীবন নিয়ে বিভিন্ন দল: সি.পি, ম্যারেজ এনকাউন্টার দল।
- এক বিবাহিত দম্পতি অপর দম্পতিদের সেবা করে।
- পরিবারের এই সেবা সেটাই একটি আহ্বান, অনেক সময় মণ্ডলীর দ্বারা অনুমোদিত।

উসংহারে আমরা বলি যে,

- বিবাহের মূল শিক্ষা: বিবাহ ও পরিবার ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও আমাদের আহ্বান (অন্যন্য আহ্বানের মত); বিবাহের সাক্ষ্য দান করা: বিবাহের সেবা করা।
- ম্যারেজ এনকাউন্টারের আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের দিবসে, ম্যারেজ এনকাউন্টার দল দিবস পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে। তাদেরকে ধন্যবাদ, সহযোগিতা নেওয়া।
- আজকের এই দিনে: দম্পতিরা যিশুর কথা শুনছে ও ধ্যান করছে: আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস; শিক্ষা গ্রহণ করো, সাক্ষ্য দান কর ও বিবাহকে সেবা কর।

INTRODUCTION

BOOK NAMED: THE HUMAN FAMILY by Fr. George Ponodath, SJ.

The family seems to be the singular institution that is affected most by every mega change in society. That institution seems to be also the locus where the battle of

transformation is fought the hardest. For example, with the coming of industrialization, the joint family took a beating and the nuclear family was formed. Now that the digitalization of society is taking place, the family seems to be severely affected but we cannot yet gauge the extent of that transformation. Nevertheless, we can say that one of the features of all these transformations is fragmentation – the joint family fragmented into nuclear family. With digitalization, the nuclear family seems to fragment further into digital family where each member becomes not a person but a digital address. This address is no more than a few numbers and/or a few letters or symbols. It is tantamount to say that in such a situation both the Church and individuals – such as theologians, sociologists, anthropologists, other intellectuals in the society and above all the parents – should reflect on family life.

"The Human Family" authored by Fr. George Ponodath S.J. is one such reflections. It is very much contextual and I would go so far as to say that it is the need of the hour. It is like a whiff of fresh air in the polluted and fragmented environment of individualism and selfishness menacingly threatening simple, selfless family life. The topic is universal in appeal. His lucid style of writing, replete with concrete examples to prove his point, makes for interesting reading. It is indeed a practical guide for family-living which is becoming more and more problematic now.

In the book he says, "The husband builds the house, the wife transforms it into a home and when children arrive, together they make it into a family. When God arrives in that family, it becomes a Holy Family". Though it has not come at the beginning of the book, I think this sets the tone of the book. He deals with each one of them – the husband, the wife, the children and of course God, in the family.

Among other things, the Encyclical of Pope Francis, *Amoris Laetitia*, seems to have inspired and motivated the author most to undertake this project. Fr. Ponodath conceived the idea of the project while living in the soil of Bangladesh being exposed to families during his parish ministries in Dhaka Archdiocese. Therefore, the present book is born of concrete experience, prayerful reflections during his many retreats and it is grounded on serious study and considerations. We were colleagues and collaborators in Bangladesh during the time he stayed there.

The title of the book, "The Human family" underlines the universal approach of the author: this book is not just for Christians alone; it is for all. It is eminently based on everyday human experiences and concrete family situations. Nevertheless, "The Human Family" does not take away the Christian perspective as he always carefully brings the teachings of the Bible, of the Church and its doctrine into his reflections. His considerations, however, are critical and pastorally oriented following the line of thoughts indicated in *Amoris Latitia.*

Human families are made of human beings marked with rationality and capability of self-understanding; human beings who are featured with moral conscience to distinguish what is good and what is bad and with transcendental openness to God; human beings who are able to contemplate dignity, joy and beauty of love, human beings who are capable of great generosity and lot of self-sacrifice. This is truly what is meant by being human. The duty of everyone, be they parents or church personnel, is to encourage and bring to fruition these God-given qualities of a human person.

From our Christian perspective a family has two dimensions: human and divine. In the chapter on 'God in the family' the author very deftly broaches this topic of transforming the human family to Holy Family. To be a true family, I believe, there

should be both these dimensions: the human and the divine. To achieve that goal and to walk together in that path, every family needs care from others and it should be ready to provide care to others.

Although the size of the book is moderate, the author has incorporated most of the issues of Human and Christian family-life, dealing with each issue carefully albeit briefly. I may highlight some of the main areas of his discussions: Humanness of man and woman and their bond in the family; marriage as partnership of life and love; transformation of conjugal love to parental love with responsibilities for education and formation of children; social relationship and responsibility of the family; opportunities and threats to family life, etc. Finally, the author has indicated the final goal as well as the process of how God dwells in the Human family moving it towards a Holy Family.

Lord Jesus is the "Good Shepherd". Shepherding responsibility of Jesus is shared by the Church, the community of Christian believers who have been baptized and confirmed. This shepherding responsibility is primarily exercised by the parents of the families who are the shepherds of the "domestic churches". As part of their ministerial priesthood, the Bishops and Priests do also share in the shepherding ministry of the Good Shepherd, primarily for the family, the basic cell of human society and the church at home of the Christian community.

What Fr. George Ponodath S.J. has done by this book is to shepherd or minister to the family. It is a splendid guideline to all human families. A special feature that I enjoyed is that each chapter is complete in itself. Therefore, one can begin the book anywhere. One can scan the contents and select the topic one finds relevant and go straight there, without referring to other chapters before or after. Our sincere thanks for his contribution in understanding human and Christian family and providing some practical guidelines to follow.

In conclusion I wish the Joy of Love for each and every family, resounding the message of Pope Francis, "The joy of love experienced by families (*domestic churches*) is also the joy of the Church". (*Amoris Laetitia* n. 1)

Cardinal Patrick D'Rozario, CSC.
Archbishop Emeritus of Dhaka

৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

Golden Jubilee Message for Greenherald International School

It fills my heart with joy to congratulate the Congregation of Our Lady of the Missions (RNDM) Sisters on the occasion of the Golden Jubilee of S.F.X. Greeherald International School. For 50 years the RNDM sisters have provided continuity, and stability to the institution and have set a glorious example at home

and abroad. We congratulate the Principal, Sisters, Teachers, Students and Staff who have aided in the realization of the institution's vision over these years.

We take this historic moment to remember the selfless contribution of the RNDM sisters, who have toiled throughout their lives for the betterment of this nation. Their lifelong commitment to the core values of the congregation, has brought Greenherald where it stands today. Since its inception in 1972, the institution has provided quality education for the young people of Bangladesh. The school's approach to nurturing young minds is holistic as it fosters students to not only thrive in academic brilliance but also become a person with human dignity and socially conscious citizens.

Greenherald acknowledges the importance of building future citizens who act in true freedom. The benign environment of the institution has been the breeding ground for many successful alumni who will be joining the jubilee celebrations. With profound gratitude, I look back at the years as the congregation had invited me to join their numerous events. It has been a privilege to witness the perennial growth of the institution over these years.

The vision of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur, and the vision of Greenherald stand as one. He believed that a befitting education is one that can meet the global standard. Bangabandhu's vision was to modernize the curriculum with a global perspective so that Bangladesh youth could cope with the talents of the developed nations. Greenherald has incessantly endeavored to actualize Bangabandhu's vision by incorporating the Cambridge International Examination syllabus into its curriculum.

The institution has duly instilled patriotic values within the hearts of the students ever since its early days and continues to do so. From its very humble beginning in 1972, Greenherald has grown leaps and bounds and now stands tall and proud equipped with the latest innovations in technology applied to teaching-learning pedagogy. The school has always coped with the rapid changes in education and technology and continues to provide a world-class education for the students. In Bangladesh, Greenherald is one of the first schools from Bangladesh to be affiliated with Cambridge University, UK.

This Jubilee of Greenherald is a milestone to be celebrated, to recall the remarkable ways in which the school has fulfilled its mission of imparting value-based solid, and holistic schooling by tenderly shaping the students. The world that we live in is becoming increasingly hostile, and hence it is essential our future generations to bear the torch of love and bring about a culture of peace and harmony. This Jubilee celebration is also an auspicious time to reflect on the past laurels of the school as well as introspect on the development required to meet the challenges that lie ahead.

On this marvelous occasion, I extend my heartiest regards to everyone who was associated with the institution. We pray to our Holy Father that Greenherald continues to strive in its endeavors, and continues with strength and resilience.

Cardinal Patrick D'Rozario CSC
Archbishop Emeritus of Dhaka

৪ঠা ফেব্রুয়ারি-২০২৩: "মানব-ভ্রাতৃত্ব" বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস

জাতিসংঘের সাধারণ সভা কর্তৃক ৪ঠা ফেব্রুয়ারি "আন্তর্জাতিক মানব-ভ্রাত্বত্ব দিবস" বলে ঘোষণা করা হয়। এবারে দ্বিতীয় বারের মতো এই দিবসটি পালিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে: "সহনশীলতার অনুশীলন"।

জাতিসংঘের সাধারণ সভা উল্লেখ করেছে যে, এমন কি বর্তমান বৈশ্বিক করোনা মহামারির সময়ে, যখন প্রয়োজন ঐক্য, সংহতি ও বহুমুখী সহযোগিতা, তখনও বিশ্বে দেখা যায় ধর্ম নিয়ে ঘৃণা, অপর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও অশ্রদ্ধা।

অতীতের চাইতে বর্তমান কালে আরও দৃঢ়ভাবে স্বীকার করতে হবে যে, "মানব-ভ্রাতৃত্ব" প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের অবদান এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

বিভিন্ন কৃষ্টি ও ধর্মের মধ্যে প্রয়োজন পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রদ্ধা। সর্বোপরি প্রয়োজন বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষা ও গঠন, যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে থাকবে না কোনো বিদ্বেষ ও বৈষম্য।

সুখের বিষয় যে, বিশ্বের মধ্যে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে, বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দদের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্পর্ক গড়ার একটি সুন্দর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ বিশেষ করে স্মরণ করছে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত, পোপ ফ্রান্সিসের উদ্যোগে, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রা- ইমাম আহম্মদ আল-তায়িব-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও "বিশ্বশান্তি এবং সমবেত জীবনের জন্য মানব-ভ্রাতৃত্ব" বিষয়ে যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর।

বিশ্বের শান্তি ও সহযোগিতার জন্য প্রতিটি ধর্ম “মানব-ভ্রাতৃত্ব” প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করবে, শিক্ষা ও গঠন দান করবে এবং সমাজে নতুন কৃষ্টির উদ্ভাবন করবে - এটাই হোক এই দিবস পালনের জন্য সকলের চিন্তাভাবনা, কর্মকান্ড, সংলাপ-সম্পর্ক এবং প্রার্থনা।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি.
৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.।

২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের দিবস

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি

মন্ডলীর উপাসনা-পঞ্জিকায় ২রা ফেব্রুয়ারি হচ্ছে “প্রভু যিশুর নিবেদন পর্ব“। এই দিনে আমরা পালন করছি “নিবেদিত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস“ অথবা “উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের দিবস“।

সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পলের নির্দেশ অনুসারে এই দিবসটি আসলে গোটা মন্ডলীর একটি বিশেষ দিবস। দিবসটি উদযাপিত হবে বিশ্বজনীন ও স্থানীয় মন্ডলী দ্বারা সকলকে নিয়ে এবং সকলার জন্য: বিশপ, ধর্মপ্রদেশীয় যাজক, সন্ন্যাসব্রতী যাজক, ব্রাদার ও সিস্টার ও ভক্তমন্ডলীর সকল পুরুষ-নারী দিবসটি উদযাপন করবে।

কেন এই দিবসটি একটি মান্ডলিক ঔপাসনিক দিবস? কারণ হচ্ছে উৎসর্গীকৃত জীবন খ্রিস্টমন্ডলীর অন্তরে অবস্থান করে; উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের অবস্থান মন্ডলীর প্রাণকেন্দ্রে। মন্ডলীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান ক’রে, দীক্ষা¯œানের আহ্বান অনুসারে, উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীরা তাদের জীবন-সাধনা ও সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে, খ্রিস্টমন্ডলীর আপন রূপ ও প্রকৃতির চিহ্ন বা নিদর্শন হয়ে জীবনযাপন করার জন্য ব্রতী হয়েছেন।

উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীরা মন্ডলীর প্রকৃতি বা তার স্বরূপ কীভাবে প্রকাশ করবে? একমাত্র উত্তর: তারা যিশুকে অনুসরণ করবে - তারা বাধ্য যিশুকে অনুসরণ করবে, তারা দরিদ্র যিশুকে অনুসরণ করবে, তারা পবিত্র, শূচী বা শুদ্ধি যিশুকে অনুসরণ করবে। তাঁকে অনুসরণ করবে একা একা নয় বরং সংঘবদ্ধভাবে, কেননা যিশু তার শিষ্যদেরকে নিয়ে একটি সমাজ গঠন করেছিলেন। যিশু নিজে ঈশ্বরের মিশন সম্পন্ন করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং মানুষ হয়েছেন; আবার তিনি তার শিষ্যদের প্রেরণ করেছেন এই বলে: “যাও, মঙ্গলসমাচার প্রচার কর। মঙ্গলসমাচারের ত্রিবিধ সুমন্ত্রণা বা মঙ্গলসমাচারীয় মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত আছে যিশুরই নিজস্ব জীবন।

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন মিশনকর্মের তাগিদে মন্ডলীতে অনেক উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী সংঘের উদ্ভাবন হয়েছে যা প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় মন্ডলীর মিশনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পবিত্র আত্মার আত্মিক দান রূপে মন্ডলীর কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরবর্তীতে গোটা মন্ডলীর জন্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমরা যারা বিভিন্ন সন্ন্যাসব্রতী সংঘ থেকে এসেছি আমরাই তার সাক্ষী। যদিও আমরা বিভিন্ন ধর্মসংঘ থেকে এসেছি, তথাপি মন্ডলীর অভ্যন্তরে আমাদের মৌলিক পরিচয় কিন্তু এক, কেননা প্রভু এক, দীক্ষা¯œান এক, মন্ডলী এক, আহ্বান এক, মিশন এক, ইত্যাদি; এক - কেননা পবিত্র আত্মা এক কিন্তু তাঁর আত্মিক দান বিচিত্র।

উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবসে, আমরা আমাদের জীবন একসঙ্গে উদযাপন করছি, মন্ডলীতে আমাদের অবস্থান উদযাপন করছি, মন্ডলীতে আমাদের জীবন-সাধনা ও মিশন-প্রেরণা উদযাপন করছি। উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী শুধু আমরা নই, মন্ডলীর সকলে মিলে, ধর্মপাল, ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও ভক্তজনমন্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে উদযাপন করছি।

আজকের দিবস-উদযাপনে আমাদের সকল কিছুর মধ্যে প্রধান ভাবনা হবে: পোপ ফ্রান্সিসের কথা অনুসারে "উৎসর্গীকৃত জীবন হচ্ছে আজকের জগতের জন্য মঙ্গলবার্তা"। "মঙ্গলবার্তা" শুধু বার্তা নয়, মঙ্গলবার্তা হচ্ছে একজন ব্যক্তি, স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট। আমাদের ব্যক্তি ও সংঘ জীবনে যিশুর মুখমন্ডল, তাঁর চেহারা ও পরিচয় ফুটে উঠবে; যিশুর শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের জীবনকে স্পর্শ করবে; তাঁর জীবনের যাত্রা-অভিযান, চলন-বলন, কথা-কথন, হালচাল, দর্শন-নিদর্শন, চিন্তা-ভাবনা এবং সাধন-মিশন আমাদের জীবনে প্রকাশ পাবে। যিশুর মতো মঙ্গলবার্তা হয়ে জীবনযাপন করতে আমরাও আহ্বান পেয়েছি। আমরা মঙ্গলবার্তার সেবার্থেই সবকিছু করি। আমাদের মঙ্গলসমাচারীয় জীবনটাই হবে বর্তমান জগতসমাজের জন্য মঙ্গলবার্তা।

কয়েক বছর আগে পবিত্র ক্রুশ সংঘের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও-র বিশপীয় জীবনের রজত-জয়ন্তী পালন করছিলাম। সেই উপলক্ষে সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি কথা আমাকে স্পর্শ করেছে। বিশপ যোয়াকিমের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন: "আপনার জীবন মঙ্গলসমাচারের জীবন"। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি মঙ্গলসমাচারীয় জীবনযাপন করে মানুষের মাঝে "মঙ্গলবার্তা" হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের স্থানীয় মন্ডলীতে জানা-অজানা, স্বীকৃত-অস্বীকৃত, ঘোষিত-অঘোষিত কত ধন্য ব্যক্তি আছেন যারা মানবসমাজে ও খ্রিস্টমন্ডলীতে "মঙ্গলবার্তা" হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। স্মরণ করতে পারি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি ও ব্রাদার ফ্লেবিয়ান লাপান্ত, সিএসসি; স্মরণ করতে পারি আমাদের নিজস্ব ধর্মসংঘের অনেক ভ্রাতা বা ভগ্নিগণ যারা মঙ্গলসমাচারীয় জীবন যাপন করে আমাদের পাশে ধন্য বা সন্তজন হয়ে আছেন। তারা আমাদের কাছে "মঙ্গলবার্তা" হয়ে আছেন।

মন্ডলীতে উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের দিবস পালন করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হয় যে, সন্ন্যাসব্রতী ধর্মসংঘগুলো ঈশ্বরের মহা উদারতার অনুগ্রহদান; তিনিই প্রথম সকল উদারতা নিয়ে আমাদের সংঘটিকে অনুগ্রহদান রূপে মন্ডলীতে দিয়েছেন। তাই আজকের এই দিনে, গোটা মন্ডলীর হয়ে আমরা প্রভুর দানের জন্য প্রশংসা করি -- নিজের ধর্মসংঘ ও মন্ডলীর সকল ধর্মসংঘের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা যদি আমাদের সংঘের ইতিহাসের দিকে না তাকাই, সংঘের দ্বারা মন্ডলীর মধ্যে ও আমার নিজের মধ্যে, ঈশ্বর কী মহান কাজই না করেছেন তা যদি স্মরণ না করি, তাহলে আমরা আমাদের শক্তি হারিয়ে ফেলব এবং অন্যের মধ্যে জীবন সঞ্চার করতে পারব না।

আমরা যারা সন্ন্যাসজীবনে বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েছি বা হব, আমরাও বাইবেলে বর্ণিত সিমোয়োনের ন্যায় যিশুর স্থলে যারা নবীন তাদেরকে কোলে নিয়ে, ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারি এবং নবীনদের দেখে তৃপ্তির আনন্দে ঈশ্বরের ধন্য ও স্তুতিবাদ করতে পারব। যিশুর সাথে সিমিয়োনের মতো সাক্ষাৎ অহরহ হচ্ছে আমাদের আপন আপন সংঘে। এই অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী অনুগ্রহদানের সৌন্দর্য, যা সকল স্থায়িত্বের ভিত্তি।

বর্তমান জগতে ও মন্ডলীতে "মঙ্গলবার্তা" হয়ে সেবা দিতে হলে উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের জন্য দুটো জিনিস একান্ত প্রয়োজন আর তা হল: প্রথম, ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা এবং দ্বিতীয়, যাত্রাসঙ্গী হওয়া। বর্তমান জটিল অবস্থায় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে হলে প্রত্যেককে বিশ্বাসী হয়ে প্রার্থনা করতে হবে। অপরের সঙ্গে যাত্রাসঙ্গী হতে হলে মন্ডলীর ঐশজনগণের সাথে মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা এবং ঈশ্বর-জনগণের সহযাত্রী হওয়ার দাবি আসে আমাদের কাজে কেননা উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের অবস্থান হচ্ছে মন্ডলীর প্রাণকেন্দ্রে ।

উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের জীবন-সাধনা ও মিশন-সম্পাদনের দ্বারা মন্ডলী যেন প্রতিদিন মন্ডলী হতে পারে সেই আশীর্বাদ পরম করুণাময়ের নিকট যাচনা করি।

ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ফেব্রুয়ারি মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য : ধর্মপল্লীর জন্য প্রার্থনা করা।

এসো আমরা প্রার্থনা করি, যেন প্রতিটি ধর্মপল্লী একটি মিলনকেন্দ্র হয়ে ওঠে, যেখানে বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব ও যাদের বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য অভ্যর্থনার মিলন সমাজরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

পোপ মহোদয় বলেন যে, "সামাজিকতার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য ধর্মপল্লী একটি ক্লাব নয়। ধর্মপল্লীকে হতে হবে উদারতা ও সেবার জন্য বিদ্যালয় স্বরূপ, যার দরজা উমুক্ত থাকবে অন্তর্ভুক্ত ও অনান্তরভুক্ত সকলের জন্য। ধর্মপল্লী হবে জনগণমুখী, আমলাতন্ত্র বহির্ভূত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ মিলন সমাজ। "

ধর্মপল্লী হবে বিশ্বাসীদের মিলন সমাজ, ভ্রাতৃত্বের মিলন সমাজ, উপাসনার মিলন সমাজ এবং সেবার মিলন সমাজ।

এরূপ মিলন সমাজ গড়ে তোলার জন্য আমরা প্রত্যেকেই সক্রিয় হই, অংশগ্রহণ করি এবং সারা মাস ধরে প্রার্থনা করি

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি রোজারিও

January 28, 2023

IDENTITY AND VALUES OF CARITAS BANGLADESH

SOME REFLECTIONS, OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

A. NATURE OF CARITAS BANGLADESH

1. Caritas Bangladesh is the Social Arm of the Catholic Church in Bangladesh. It functions according to the vision, values, mission and mandate given by the Catholic Bishops Conference of Bangladesh (CBCB).

2. Caritas Bangladesh is a National NGO, registered under the Society Registration Act of 1860 and approved by the Government of Bangladesh as a Local NGO.

3. Caritas Bangladesh is a Faith-based NGO with emphasis on human, ethical, spiritual values amidst modern trend of secularization. This shall be mutually understood by Caritas and the donor agencies.

4. The Vision, Mission and Values of Caritas Bangladesh are founded on the Social Teachings of the Universal Catholic Church, which is regularly updated because of the changes

occurring in the social realities of the people and the society. The Social Teachings of the Church lays down for Caritas the Principles of: (a) Thinking, (b) Actions and (c) Evaluation.

5. Caritas Bangladesh has its own Organogram with specific roles and functions, governed by the principle of subsidiarity in accordance with its identity and values.

6. The Caritas Bangladesh is for "Integral Human Development with task of promoting the human person and God-given dignity of all, together human rights, health, justice and peace. It is principally concerned with matters relating to the economy and work, the care of creation and the earth as our "common home", migration and humanitarian emergencies". (AC. no. 163.1). The service of charity with compassion and the promotion of human person are the two sides of the same coin that Caritas Bangladesh is.

7. Building of Fraternal Humanity with inter-religious and with inter-ethnic and cultural approach should be the cherished goal of Caritas Bangladesh.

B. SOME OBSERVATIONS JUSTIFYING RATIONALE FOR CHANGE

1. An attempt was initiated before the Golden Jubilee of Caritas Bangladesh to propose a revision of Caritas Philosophy and Mandate and its Focus and Values. It had been a long delayed project. Has the task been completed?

2. Sometimes praxis in Caritas over-rides the vision and mission of Caritas Bangladesh, causing multiplying of projects which are not all in conformity with the Philosophy of Caritas and the priorities identified.

3. There is a trend in Caritas to increase projects in order to satisfy the demands of the Local Church and to respond to the needs of the Caritas personnel. This may lead Caritas to multiplication of projects which are not effective, not manageable in terms of personnel, finance, structures, and sometimes they even counter against Caritas Philosophy.

4. It is remarked quite often that Caritas tends to be more project-oriented than love-service-commitment driven. The Pre-occupation of Caritas and its personnel should be SHEBA imbued with love, Caritas-mindedness, and not mainly efficiency in management, reporting excellence, compliances to rules, regulations and authorities.

5. Before initiating any new policy or changing the present one, formal study be done on the issue in question before decision is taken. This will avoid irregularity and confusion in the protocols to be maintained.

6. Emphasis should be given in the personalization of values more than job-oriented, or/and performance-oriented or/and report-oriented activities in Caritas.

7. Integration and integral development should receive renewed emphasis in the light of the present Social Teachings of the Church.

8. Initial and on-going formation in the Philosophy of Caritas and the CBCB Mandate is a must on regular basis for the CBCB, GB, EB Members, Caritas Directors, Caritas employees and partner groups.

C. NEW PATHS FOR THE JOURNEY FORWARD

1. The CBCB may form a "CBCB Surveillance Committee" headed by the President of Caritas. who will work under the direction and jurisdiction of the CBCB, particularly with tasks of: assisting in the assessment and evaluation of Caritas, suggesting revision of the Philosophy of Caritas in accordance with the updated Social Teachings of the Church, assisting in developing principles of reflections, actions and evaluation of Caritas, promoting studies on current issues, arranging on-going thinking and formation, assisting to search for and provide assessment of the candidates for the key positions entrusted to the CBCB for appointment, and/or any other matters that the CBCB may request.

2. "Journeying Together" should be the constant process in all levels and structures of Caritas Bangladesh with a view to building communion, promoting participation and fulfilling its vision and mission.

3. In journeying together, human and spiritual discernment of common good be searched, dialogue be promoted, misuse of power be avoided, competent authority be respected. For good and better governance, professionalism, responsibility, accountability and transparency should be ensured at all levels.

4. In the light of the renewed philosophy (Identity) of Caritas, values and priorities are to be identified, new strategies be selected and new methods of evaluation be adopted.

5. Some of the important values and priorities are cited below:
   a) Promotion of Human Person and Family as the subject of all development programs.
   b) Education to Fraternal Humanism with emphasis to promote human dignity and rights, social and civic responsibilities, and communion and fraternity in the society.
   c) Formation to Peace and Harmony through building bridges and reconciliation in the situation of conflicts and violence.
   d) Care of Creation and Care of our Common Home.
   e) Safeguarding Policy: protection of minors and the vulnerable; eradicate child abuses in the families and society.

6. Besides the existing qualifications required for appointment of Caritas Employee, other requirements be developed which will safeguard the identity and the spirit of Caritas. Every new employee may be required to make a formal commitment before he or she is appointed as Employee.

7. Among Caritas Employees, provision for appointment of one or two Priest and Religious in every region and in the head office for a fixed tenure of five years may be inroduced. For their appointment, Bishop of the Diocese shall present the possible candidate who

has to fulfill required qualifications which are mandatory for other employees and work under the rules and regulations of Caritas Bangladesh.

Conclusion

The contents of the presentation under three sections of (A) Nature of Caritas Bangladesh, (B) Some Observations Justifying Rationale for Change and (C) New Paths for the Journey Forward, are my personal reflections, observations and recommendations. They remain so until and unless pertinent authority make appropriate decisions.

APPENDIX

VISION OF CARITAS BANGLADESH

In the light of the Social Teachings of the Church Caritas Bangladesh envisions a society which embraces the values of freedom, justice, peace and forgiveness allowing all to live as a communion and community in spirit of fraternity, mutual love and respect.

MISSION OF CARITAS BANGLADESH

Caritas Bangladesh tries to function in partnership with the people – especially the poor, disadvantaged and the marginalized and the people of living in peripheries with equal respect for all – to attain inclusive, integral and holistic development, to care of our Common Home, to live a truly human in dignity and to serve others responsibly and with love for communion, fraternity and friendship.

GOALS AND OBJECTIVES

Goal 1: Social Welfare for Vulnerable Communities
Goal 2: Ecological Conservation and Food Security
Goal 3: Education and Child Development
Goal 4: Improved Nutrition, Health Education and care
Goal 5: Disaster Management
Goal 6: Development of Indigenous People

Cross cutting Issues
Partners in Development

২১শে জানুয়ারি, ২০২৩

বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতি জয়ন্তী-অভিনন্দন

একটি শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ বছর পার করে বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি আজ পচাত্তরতম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী পালন করছে অতীতের দিকে তাকিয়ে, অনেক স্মৃতি চারণ করে, অনেকের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং অনেক শিক্ষার্থীর সাফল্য স্মরণ করে। সর্ব্বোপরি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সেই সমস্ত শিক্ষার্থীদের স্মরণ করছে যাদের অভাব ও দারিদ্র বঞ্চিত করতে পারেনি তাদের মর্যাদা ও শিক্ষার অধিকার থেকে, যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজে এবং যারা জীবনের গৌরব অর্জন করেছে। এই বিদ্যালয়টির সাফল্য ও অর্জন মাতৃতুল্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নিকট তাদের সর্ববৃহৎ ও মহা মূল্যবান উপহার। এই মূল্যবান উপহারের দ্বারা সজ্জিত হয়ে যে জয়ন্তীর আনন্দ-উৎসব হচ্ছে তার সাথে আমরা সবাই একাত্ম।

বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি কাথলিক চার্চের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আমি এর ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করেছি; কিন্তু এই উন্নয়নের প্রবাহে দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও অনাথ শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে যায়নি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এটাই একটা বড়ো অর্জন ও সাফল্য। শিক্ষা-পরিপন্থী পরিবেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থীদের আগমন হলেও তারা শিক্ষা ও মানবিক গঠনের দিক থেকে পিছিয়ে পড়েনি। এখানেই মনে হয় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির বিশেষত্ব।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজের দিকে তাকিয়ে যাকিছু অশুভ দেখছি, তার মূল কারণ হচ্ছে মানবিক মুল্যবোধ শিক্ষা ও চর্চার বড়ো অভাব ও ঘাটতি।

অতএব ভবিষ্যতের জন্য আমরা আশা করতে পারি যে, প্রথম শ্রেণি থেকে সকল শ্রেণির পাঠ্যক্রমের মধ্যে মানবব্যক্তির সামগ্রিক দিক, অর্থাৎ: ব্যক্তিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আবেগিক, বৌদ্ধিক, আচরণিক, সামাজিক, প্রকৃতি-পরিবেশিক, কৃষ্টিক ও রুচিসম্পন্ন, প্রভৃতি দিকসমূহে, কী কী মূল্যবোধ শিখতে হবে ও শিক্ষা দিতে হবে তার প্রতি যেন আরও মনোযোগী হয়।

মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে: শিক্ষার্থীরা কীভাবে আরও ভাল মানুষ হতে হয়, তা যেন তারা নিজেরা জানবে এবং তারা এমন সমাজ গঠন করবে যেখানে থাকবে: সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা, সততা, শান্তি, "পরম"এর প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক বন্ধুত্ব।

পরিশেষে বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রক্তন ও বর্তমানে যারা কর্তৃপক্ষ, সিস্টার সম্প্রদায়, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অন্যান্য সেবাকর্মীবৃন্দ – সবাইকে অনেক সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই এবং ভবিষ্যতের জন্য সকল মঙ্গল কামনা করি।

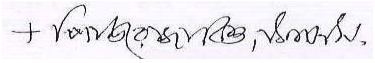

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.
ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ।

২০শে জানুয়ারি, ২০২৩

DEACON ANWAR IQBAL : JOURNEY OF LIFE IN THE HOLY SPIRIT

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka

It is providential that I have been asked by Theresa Gomes, whom I had known in Karachi when she was a teenage girl belonging to a Bengali family closely connected to me, to write the Introduction of this book called: "....." (*title of the book*). Theresa, at a later date, became the partner in marriage with Anwar Iqbal about whom I came to know only through correspondences and conversations when he was involved in the Catholic Charismatic Renewal Movement in Pakistan. I met Anwar Iqbal in 2015 for the first time in Long Island, USA, when he together with Theresa came to pay me a kind visit.

In order to write this introduction I am totally indebted to the writings, testimonies and witnesses which are incorporated in this book. After reading them the following thoughts and convictions come to my mind:

"Life in the Spirit" is the initiation program for anyone who likes to get involved in the Catholic Charismatic Renewal movement. Anwar Iqbal received a call in 1975 to join the program when

he was a youth in Bhawalpur, Pakistan. Deacon Iqbal Anwar that we know at his death is the end of a long "Journey of life in the Holy Spirit".

During his life, ministry and leadership in the Catholic Charismatic renewal, the Holy Spirit endowed him with many gifts which he accepted with humnility, practiced with sincerity, exercised with perseverance, used generously for the service of the youth, the members of the Charismatic Renewal and the wider Church community.

Abundance of the gifts of the Holy Spirit given to Iqbal Anwar made him to be an instrument of Jesus to give testimony as: a person of prayer, lover of the Word of God, a Christian Leader who served Church in close cooperation with and in spirit of obedience to the authority of the Church, serving the Christian community with utter convictions, dedication, generosity, faith, charity and hope.

Iqbal Anwar's life and ministry has been a testimony of the charisms of the Holy Spirit manifesting in the gifts of: preaching, teaching, prophecy, prayers of praise, thanksgiving and intercessions, speaking in tongues, understanding and discernment, inner and external healing – spiritual, mental and physical; above all Anwar had the gifts of love for Jesus and for others who are in need.

Imbued with the Holy Spirit, Anwar Iqbal wanted to serve better the Church and for that reason he had decided to equip himself academically both in secular and theological matters. As a lay person he studied theology and took every opportunity to get on-going trainings and finally preparing for the Holy Order of Diaconate.

Permanent Married Deacon is now widely accepted in the Catholic Church. Anwar Iqbal in prayer and reflection discerned the will of God, he heard his call and responded to it for which God has been preparing him throughout of the journey of his life. In his discernment not only Anwar Iqbal was engaged but his loving wife Theresa and their son Francisco, also participated. To be a permanent married deacon in the Church is also a call and response of the close ones of the family. This is testified by the family of Anwar Iqbal.

Deaconate is a Sacred Order in the Church. It is mainly to minister to the Church assisting the Bishop and Priests in their liturgical and pastoral functions. At an opportune moment, the Bishop of Brooklyn, Most Rev. Nicholas DiMarzio, whom I know, ordained Anwar Iqbal on 25th May, 2019, at St. Joseph's Co-Cathedral, Brooklyn, placing the Book of Gospel in his hands and saying: *"Receive the Gospel of Christ whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe and practice what you teach".* Somone testified saying: "that was a summary of Deacon Anwar's life".

The Call of God was for a mission. Deacon Anwar Iqbal was committed, after being overshadowed with the power of the Holy Spirit, to do the mission spread in different parts of Pakistan as well as he was called to the do the mission in the United States as a missionary disciple with all apostolic zeal.

In my conclusion of this introduction to the book, I would like to cite some of the headings of written testimonies of those who have contributed in this book, because they truly convey the

kind of person Deacon Anwar Iqbal was: “a determined and hardworking”; “a down to earth man”; “a family man and man of other families”; “loved his wife Theresa and his son Francisco so much but he loved his Christian family and God even more”; “he was an epitome of what it meant to be a true Christian”; “a kind and gentle man”; “a great servant of God”; “a man of God’s people”; “a man of God full of happiness with an expression “no problem’”; “a very simple, humble and modest person”; “a committed, simple and Joyful witness of Christ” and “a man full of inner peace and deep confidence in Christ”.

If God danced the day when Anwar Iqbal was born; God has also danced the day when he left the homes here in the world and entered into the Home of the Father. To me personally, Deacon Anwar Iqbal danced in the Holy Spirit throughout the Journey of his life. Praise be to God!

৭ই জানুয়ারী, ২০২৩

প্রয়াত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের স্মরণে মহাখ্রিস্টযাগ
তেজগাও, জপমালা রাণী কুমারী মারীয়ার গির্জা, ৭ই জানুয়ারি, ২০২৩

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী : “সত্যের সাধক”
কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও, সিএসসি.

সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালবাসা

অবসরপ্রাপ্ত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিন, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর, ৯৫ বছর বয়সে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুখে উচ্চারিত শেষ কথাটি ছিল: “যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি”। তাঁর শেষ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কথার মধ্যে আমরা সেই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই যখন তিনি পোপপদে অভিষিক্ত হওয়ার সময়ে, যিশুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: “যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি”। পোপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে প্রকাশিত তার প্রথম বিশ্বজনীন পত্রটি (২০০৫) যার শিরোনাম ছিল: “দেউস কারিতাস এস্ত”, অর্থাৎ “ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ” এবং যার বিষয়বস্তু ছিল “খ্রিস্টীয় ভালবাসা” – সেই পত্রের প্রতিও ইঙ্গিত বহন করে।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তাঁর পোপের দায়িত্ব শুরু করেছিলেন “খ্রিস্টীয় ভালবাসা” বিষয়ক তাঁর প্রথম বিশ্বজনীনপত্র প্রকাশ ক’রে। এই বিশ্বজনীনপত্রটি তুলনামূলকভাবে আকারে খুবই ক্ষুদ্র, মাত্র ৭১ পৃষ্ঠা সম্বলিত। কিন্তু এই পত্রটিই ছিল আধুনিক যুগের মানুষের সকল প্রশ্ন ও সমস্যার একমাত্র মৌলিক উত্তর; পত্রটি ছিল পোপ হিসেবে তাঁর শাসনকালের নীল-নক্সা এবং তাঁর আপন জীবনের প্রধান সাধনা।

তিনি বলেছেন ভালবাসা বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করলেও তার পূর্ণতা এক – আগাপে। জগতসৃষ্টির মধ্যে এবং পরিত্রাণ ইতিহাসের মধ্যে একই ভালবাসা অবস্থান করে যা সবকিছুকে এক করে রাখে। মণ্ডলীও সেই একই ভালবাসার সাধনা করে এবং ভালবাসাপূর্ণ সেবা ও দয়ার কাজে মণ্ডলী নিয়োজিত থাকে। তিনি আরও বলেন যে, মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে সমন্বিত মানবোন্নয়ন ভালবাসারই প্রকাশ। সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালবাসা।

যাজক, অধ্যাপক ও দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা

জার্মান দেশের বাভারিয়া অঞ্চলে যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার এপ্রিল ১৬, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও স্কুল জীবনে, বিশ্ব বিখ্যাত সঙ্গিতজ্ঞ “মোজার্ট” পরিবেশে তিনি খ্রিস্টীয়, মানবিক ও সাংস্কৃতিক গঠন পেয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি দেখেছেন নাৎসী শাসন-ব্যবস্থার নির্যাতন এবং উপলব্ধি করেছেন নিজস্ব জীবনে সেই নির্যাতনের অভিজ্ঞতা।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন, জোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার যাজকপদে অভিষিক্ত হন (৭১ বছর ধরে তিনি যাজক ছিলেন)। যাজক হিসেবে আর্চডাইয়োসি কলোনের আর্চবিশপ কার্ডিনাল যেসেফ ফ্রিংস-এর উপদেষ্টা হিসেবে, তিনি দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার (১৯৬২-১৯৬৫) সকল অধিবেশনে যোগদান করেন। তাই তাকে বলা হয় "দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা"-র একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ।

ফাদার যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার "ঐশতত্ত্ব" সাধনাকেই তাঁর জীবনের আহ্বান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁর প্রথম ডক্টোরাল থিসিসের শিরোনাম ছিল: "মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধু আগষ্টিনের ধারণা অনুসারে ঈশ্বর-জনগণ ও ঈশ্বর-গৃহ"। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনীতি শাস্ত্র বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। কেউ মনে করেন যেম সাধু আগষ্টিনের ভাবধারা অনুসারে যেহেতু তিনি প্রভাবান্বিত ছিলেন, সেহেতু ব্যক্তিগত ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাধারা এবং মণ্ডলীর বিশ্বজনীন শিক্ষাদানের কর্তব্য – এ দুয়ের মধ্যে তিনি একটা টানাপোড়েন উপলব্ধি করেছেন। এরই কারণে লাতিন আমেরিকার লিবারেশন থিওলজি ও এশিয়ার সংলাপ-সংক্রান্ত ঐশতত্ত্বের প্রতি সমর্থনযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ঐশতত্ত্ব সাধন করার আহ্বান:

যখন তিনি ২৮শে মে, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মিউনিক ও ফ্রিজিং এর আর্চবিশপ হিসেবে নিযুক্ত হন তখন তিনি যে বিশপীয় মটোটি গ্রহণ করেছিলেন তা হল: "সত্য-সাধনে সহযোগী" (৩য় যোহন: ১:৮)। তাই তিনি আজীবন ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তি দ্বারা সত্যের সন্ধানে ব্রতী ছিলেন; সত্য সাধনে অপরের সাথে তিনি একনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

পোপ বেনেডিক্ট মণ্ডলীর পরম্পরাগত ধর্মতত্ত্বের সুদৃঢ় সংরক্ষক ছিলেন। তাঁর ঐশতাত্ত্বিক জ্ঞান ছিল স্বচ্ছ, সাবলীল ও গভীর। এই সবকিছুর স্বীকৃতি মণ্ডলী সর্বদাই দিয়েছে এবং তিনি যে একজন ঐশতাত্ত্বিক সুস্পষ্ট বক্তা ছিলেন তারও স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন।

"কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা"

"কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" রচনা ও সম্পাদনা কমিশনের প্রধান ছিলেন কার্ডিনাল যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার। এটা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান অর্জন ও অবদান। বাংলায় "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" সম্পাদনা করতে গিয়ে পোপ বেনেডিক্টের অগাধ জ্ঞান ও বিশদ পরিব্যাপ্তি, উপস্থাপনায় প্রাঞ্জলতা ও সুবিন্যস্ততা আমাকে অনেক স্পর্শ করেছে। কার্ডিনাল র‍্যাৎসিঙ্গার দ্বারা রচিত ও সম্পাদিত "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" গ্রন্থটি মণ্ডলীর সামগ্রিক শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, এবং তার শিক্ষার সত্যতা, গভীরতা ও প্রসারতার কিছু পরিচয় লাভ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। পোপ ফ্রান্সিস মৃত্যুর পরেই সঠিক আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন: "পোপ বেনেডিক্ট ছিলেন একজন মহান ধর্মশিক্ষাগুরু"।

আর্চবিশপ যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গার পোপ ষষ্ঠ পল কর্তৃক কার্ডিনাল হিসেবে নিযুক্ত হন ২৭শে জুন, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। কার্ডিনাল হিসেবে তিনি "ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পুণ্য-মন্ত্রণালয়ে"র প্রধান ছিলেন। আবার পোপ দ্বিতীয় জন পলের সময়ে ভাটিকানের বিভিন্ন পুণ্য-মন্ত্রণালয়ের সাথেও সদস্য হিসেবে জড়িত ছিলেন । কাথলিক রোমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় আরও অনেক দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং তা তিনি দক্ষতার সাথে পালন করেছেন।

কার্ডিনাল যোসেফ র‍্যাৎসিঙ্গারের সকল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, পালকীয় অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিকতা, জীবনের সাধনা ও দূরদর্শী চিন্তাধারা, মণ্ডলীতে ঐশতাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা, ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে ১৯শে এপ্রিল, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ২৬৫তম পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন এবং তিনি ষোড়শ বেনেডিক্ট নাম গ্রহণ করেন।

ঐশ্বরিক গুণ: বিশ্বাস, ভালবাসা ও প্রত্যাশা

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের রচনাবলি ও আধ্যত্মিকতায় তিনটি ঐশ্বরিক গুণ, অর্থাৎ বিশ্বাস, আশা ও প্রেম, ঐশবাণীর আলোকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় ভালবাসা নিয়ে তার আলোচনা পূবেই উল্লেখ করেছি। তিনি ধর্মবিশ্বাস (*লুমেন ফিদেই*) নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশ্বাসের বর্ষ ঘেষণা করেছিলেন (২০১২ খ্রি.)। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস প্রকাশ পায় প্রার্থনা, যাতনাভোগ এবং শিক্ষা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। আবার তিনি উপলব্ধি করেছেন বিশ্বাসই হচ্ছে আশার ভিত্তিমূল। বিশ্বাস মানুষকে আশান্বিত করেন। বিশ্বাস-ভিত্তিক আশা নিয়ে তিনি বিশদ আলেচানা করেছেন তার রচনাবলিতে (যেমন, *এসপে সালভি* শীর্ষক বিশ্বজনীনপত্র)।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে পোপ বেনেডিক্টের অবদান:

আজ বাংলাদেশ মণ্ডলী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে কয়েকটি ঘটনা যা বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে:

বিশপদের নিয়োগ:

স্থানীয় মণ্ডলীতে পোপ বেনেডিক্ট যে-সকল বিশপদের নিয়োগ দিয়েছেন তারা হলেন: ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে বিশপ পলিনুস কস্তার নিয়োগ (৯ জুলাই, ২০০৫); রাজশাহীর বিশপ হিসেবে বিশপ জের্ভাস রোজারিওকে নিয়োগ (১লা জানুয়ারী, ২০০৭); চট্টগ্রামের সহকারী বিশপরূপে বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি-এর নিয়োগ (৭ই মে ২০০৯); ঢাকার কোএডজুটর, পরবর্তীতে আর্চবিশপ হিসেবে বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি-র নিয়োগ: (২৫/১১/২০১০); চট্টগ্রামের বিশপ হিসেবে বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি-কে নিয়োগ (এপ্রিল ৬, ২০১১); শিলেট ডাইয়োসিস প্রতিষ্ঠা ও বিশপ বিজয় এন. ক্রুজ, ওএমআই-র নিয়োগ (৮ জুলাই, ২০১১); দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু-র নিয়োগ (৩০ ডিসেম্বর ২০১১); খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগি-র নিয়োগ (৪ই মে, ২০১২)।

আদলিমিনা প্রোগ্রামের সময় পোপ বেনেডিক্টের সঙ্গে বাংলাদেশ বিশপদের সাক্ষাৎ (জুন ২০০৭)

আদলিমিনা ভিজিটের পূর্বে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বাংলাদেশের সকল ডাইয়োসিসের প্রতিবেদন সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; বিশপদের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি তাদের কথা শুনেন। পরবর্তীতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাংলাদেশের বিশপদের কাছে বললেন: "বাংলাদেশ মণ্ডলী সত্যিই কাথলিক", অর্থাৎ বাংলাদেশ মণ্ডলী দেশের সকল ধর্মের মানুষ, সকল খ্রিষ্টান সম্প্রদায়, সকল জাতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষ এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রায় সকল ক্ষেত্রে মণ্ডলী উপস্থিত থেকে নানাবিধ সেবাকর্মে সম্পৃক্ত ও সক্রিয় আছে। তাই তিনি মন্তব্য করেন " বাংলাদেশ মণ্ডলী কাথলিক"।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে পোপ বেনেডিক্টের সহায়তা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে পোপ বেনেডিক্ট সর্বদাই বাংলাদেশের মানুষের সাথে একাত্ম ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল অঞ্চলে সিডর নামক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হয়। রোমে থাকাকালীন অবস্থায়, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল হিসেবে আমি একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার নিকট সাক্ষাৎকার দান করি। বিস্মিত হয়েছি যে, পোপ মহোদয় সেই সাক্ষাতকার শুনে তাৎক্ষণিকভাবে ইতালির বিশপ সম্মিলনীর নিকট অনুরোধ করেন যেন চট্টগ্রামের বিশপের সাথে যোগাযোগ করে সিডরে আক্রান্ত লোকদের জন্য যেন কিছু করা হয়। ইতালির বিশপ কনফারেন্সের দেওয়া প্রায় তিন কোটি টাকার অনুদানে বরিশাল বিভাগের দক্ষিন অঞ্চলে, বিশেষভাবে রাখাইন সম্প্রদায়ের মাঝে, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ ৭ টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করে দেয়।

পোপের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৩) ও মৃত্যুবরণ (৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২)

অন্য কোনো বিষয় না হলেও পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট একটি বিষয়ে মণ্ডলীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আর তা হল মণ্ডলীর ইতিহাসের বিগত ৬০০ বছর পর প্রথমবার, তিনি স্বেচ্ছায়, ৮৬ বছর বয়সে, স্বাস্থ্যগত কারণে ও ভবিষ্যতে মণ্ডলীর সুপরিচালনার জন্য পোপের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্তটি ছিল বৈপ্লবিক; তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে অবধারণ ক'রে বিশ্বাস, আনুগত্য ও নম্রতার সাথে উক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন।

অবসর জীবনে তিনি আশ্রমিক জীবন বেছে নিলেন। বিগত ৯টি বছর ধ্যান-প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও লেখালেখির মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছেন। এক সময় তিনি ধ্যানময় কর্মজীবন যাপন করেছেন, পরবর্তীতে বয়সের পরিপক্কতায় ধ্যানী জীবন বেছে নিলেন। বিস্ময়কর তাঁর অবসর জীবন, বিস্ময়কর ভাবেই তিনি সেই জীবন যাপন ক'রে অনন্তকালের উদ্দেশে চলে গেলেন – এ কথা বলতে বলতে: "যিশু, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

গত ৫ই জানুয়ারী, অবসর প্রাপ্ত একজন পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক যিনি ইতিমধ্যেই পোপ। আরেকটি অভিনব ঐতিহাসিক মাইলফলক। যুগ যুগ ধরে এ ঘটনাটিও ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজ এই খ্রিস্টযাগে আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রশংসা করা ও তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া, কেননা তিনি প্রয়াত পোপ বেনেডিক্ট কে বিশ্বে ও মণ্ডলীতে সেবা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছে আমাদের আরও মিনতি যেন পোপ বেনেডিক্টের সত্য বিষয়ে শিক্ষা ও সাধনা, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এবং তাঁর জীবনের পবিত্রতা, আমাদের একসঙ্গে চলার পথে প্রেরণা ও সম্বল হয়ে থাকে। আমেন।

EUCHARISTIC CELBRATION
IN LOVING MEMORY OF POPE EMERITUS BENEDICT XVI
Holy Rosary Church, Tejgaon, January 7, 2023

E U O L O G Y

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.

A few words for the English Speaking people present here for the Requiem Mass.

His Holiness Pope Emeritus Benedict XVI expired on the last day of the Year 2022, December 31st at the age of 95, after living nine years of Contemplative life, following his retirement as Roman Pontiff in the year 2013.

Joseph Ratzinger was born in Bavaria, brought up and educated in Traunstein, a small town in Austrian border in Germany. In the context of great musician Theophilus Mozart, he received his Christian, human and cultural formation.

Joseph Ratzinger did his Seminary studies from 1946-1951 and was ordained priest on 29th June 1951.

Fr. Joseph Ratzinger considered his vocation as "theological" which started with his Doctorate in theology in 1953. The topic of his Doctoral Thesis was "The People and House of God in St. Augustine's Doctrine of the Church".

Fr. Joseph Ratzinger taught Dogmatic Theology in different Universities of Friesing, Bonn, Munster, Tubingen and Regensburg from 1959-1969 and published many books which earned him as "Reference point" in theology.

Fr. Joseph Ratzinger attended all the sessions of Second Vatican Council (1962-1965) as a chief theological advisor to the Archbishop of Cologne, and thus earned his popular title as "expert" of the Second Vatican Council.

In 1977 Fr. Ratzinger was consecrated Archbishop of Munich and Freising. His Episcopal motto was: "Fellow Worker in Truth". This motto clearly clarifies his humility of considering one among many, as well as his search for Truth through exercise of Faith and Reason. In the same year he was made Cardinal by Pope Paul VI.

In 1992 at the Synod on Consecrated Life, I met Cardinal Ratzinger for the first time participating in the same English language Workshop group. I knew his theological fame before, but in the workshop group, I discovered him as simple, humble, soft-spoken and spiritual person and eager to listen to others.

In the Roman Curia, he was the Prefect of the Doctrine of Faith and held many other responsibilities, some as President or others as a member, in different Sacred Congregations and Pontifical Councils, including the position of Dean of the College of Cardinals.

Just a day before his burial, Pope Francis spoke of him as "Great Master of Catechesis", acknowledging his role as President of the Commission for drafting the new "Catechism of the Catholic Church", written in the light of the Second Vatican Council.

Innumerable are writings of Cardinal Ratzinger. But during his Papacy Pope Benedict concentrated mainly on the writings, in the light of Divine Word (*Dei Verbum*), of three

Theological Virtues of Love, Faith and Hope, which manifest the characteristics of his Papacy, concerns of the world and of the Church, and the responses that the Church should make.

Pope Benedict XVI for the first time clearly defined the sexual abuse prevalent in the society and in the Church.

Some theologians feel that Pope Benedict was struggling with his own theological ideas on many issues seen in the perspective of St. Augustine's theology and the Magisterium of the Church he was called to proclaim. At this context, some say, he could not fully appreciate the development of theology in Latin America (Liberation theology) and theology of Dialogue in Asia.

If not for anything else, Pope Benedict will be remembered surely in history as the first Pope after 600 years, who on his own resigned from his position as Pope for his health reason and better governing of the Church in future. As Pope Emeritus, Benedict XVI decided to live a contemplative life secluded from other active occupations. This fact also indicates his spirituality and growth towards it. It is also a historical milestone that Pope's funeral service is presided by a another Pope already existing, which has happened on 5th January, conducted by His Holiness Pope Francis.

As we celebrate this Eucharist our prayers are mainly a praise and thanksgiving to God for the gift of Pope Emeritus Benedict XVI in the Church and to intercede that his teachings of truth, spirituality and holiness of life permeate our journey of life together. Amen.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc.
Archbishop Emeritus of Dhaka

১লা জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

জানুয়ারি মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য: শিক্ষকদের জন্য প্রার্থনা

এসো আমরা প্রার্থনা করি শিক্ষকদের জন্য যেন তারা শিশু-কিশোর এবং দুর্বল-ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের বদলে মানবিক ভ্রাতৃত্বে শিক্ষাদান করে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য দান করতে পারেন। শিক্ষকদের শিখনীয় ও শিক্ষাদানের নতুন বিষয় হবে মানবিক ভ্রাতৃত্ব।

শিক্ষাদান হচ্ছে ভালোবাসারই এমন একটি ক্রিয়া যা ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে এবং ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্যে পথচলা আলোকিত করে। সুতরাং যারা ভালবাসতে অপারগ তাদেরকে কোন মতে অবহেলা করা চলবে না।

শিক্ষকগণ হচ্ছেন সাক্ষ্যদাতা যারা শুধু তাদের জ্ঞানই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয় না; বরং তাদের মূল্যবোধ ও জীবনের কর্তব্য-নিষ্ঠা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকেন ।

শিক্ষকরা তিনটি ভাষা খুব ভালো করে আয়ত্ত করে থাকেন: তাদের মাথা, তাদের হৃদয় ও তাদের হাত -- সবই সমন্বিতভাবে। ফলে তারা অনুভব করে শিক্ষাদানের আনন্দ।

এরূপ শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীরা আরো মনোযোগী হবে এবং শিক্ষকগণ হয়ে উঠবেন সমাজ নির্মাণের কারিগর। কেন? কারণ তারা সাক্ষ্যদানের বীজ বপন করছেন।

অতএব প্রার্থনা করি যেন শিক্ষকগণ নতুন প্রজন্মদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের বদলে মানবিক ভ্রাতৃত্বে শিক্ষাদানের জন্য বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য দান করতে পারেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও
জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ